Banglapdf.net Exclusive

ওয়েস্টার্ন

দক্ষিণে বেনন

কাজী মায়মুর হোসেন

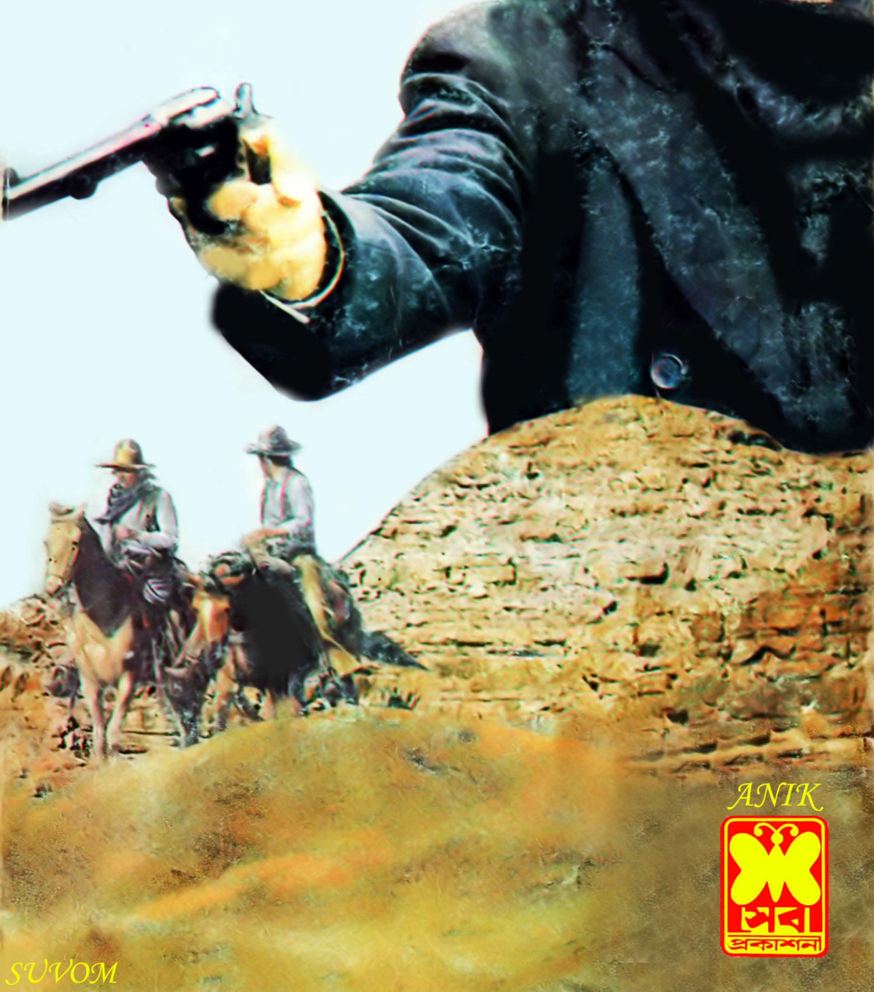

ওয়েস্টার্ন

দক্ষিণে বেনন

কাজী মায়মুর হোসেন

মহা পাজি নীচ লোক বুল মেডিগান।
রক বেননের পিঠে গুলি করে পালিয়েছে সে।
সুস্থ হয়ে লোকটাকে খুঁজতে বেরল বেনন।
একদিন উপস্থিত হলো ভার্ড হিলসে, দেখা পেল
মেডিগানের। কিন্তু বেননের কপাল মন্দ, পৌঁছতে না
পৌঁছতে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল, এবং
খুন হয়ে গেল বেচারা।
খুন হয়েও রেহাই নেই, এবার ওকে দুর্বলের
পক্ষ নিতে হবে, ঠেকাতে হবে রাসলিঙ,
হাসি ফুটাতে হবে অলিভিয়ার মিষ্টি মুখে,
লড়তে হবে ভয়ঙ্কর একদল গানম্যানের সঙ্গে।
শেষ পর্যন্ত পারবে বেনন?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

দক্ষিণে বেনন

কাজী মায়মুর হোসেন

A
BANGLAPDF.NET
PRESENTS

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCAN & EDIT
SUVOM
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ISBN 984-16-8157-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স : ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DAKSHINEY BENNON
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

উনত্রিশ টাকা

ওয়েস্টার্ন

দক্ষিণে বেনন

কাজী মায়মুর হোসেন

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

দক্ষিণে বেনন

A SUVOM CREATION

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।
বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর।
প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে।
শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

SUVOM

ক্যালামিটি উপত্যকায় লোকজনের প্রাণ বাঁচিয়ে বেশ কিছুদিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় থাকতে পেরেছিল রক বেনন। ল্যাটিগো বেসিনের ঘটনায় ওকে নিয়ে আরও একবার মাতল রিপোর্টারের দল। তবে এবারের উচ্ছ্বাস ততটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। দু'দিন পরই বেনন আর ব্যাগলে পুরনো খবর হয়ে গেল।

সেই দুঃখ ভুলতেই কিনা কে জানে, পরবর্তী কয়েক মাস ভবঘুরের মত বিভিন্ন স্টেটে ঘুরে বেড়াল ওরা। দিনগুলো বেননের ভালই কাটছিল, কিন্তু ওয়াইয়োমিঙে এক বিধবাকে দেখে আচম্বিতে ভালবাসা জেগে উঠল ব্যাগলের তৃষিত হৃদয়ে। বেচারাকে রক্ষা করতে পারল না বেনন। বিধবাও বিয়ে করতে এক পায়ে খাড়া, ব্যাগলেরও দুই বাচ্চার রেডিমেড বাবা হতে আপত্তি নেই—শেষ পর্যন্ত সায় ওকে দিতেই হলো বন্ধুর মুখ চেয়ে।

বিয়ে হয়ে গেল ব্যাগলের, বিধবা হলো সধবা, আর রক বেনন হলো আবারও নিঃসঙ্গ। ব্যাগলে অবশ্য তাদের ফার্মে থেকে যেতে অনেক অনুরোধ করেছে, কিন্তু শোনেনি বেনন। বিদায়ের আগের রাতে অনুষ্ঠানটা বড় আবেগঘন হয়েছিল। প্রথমে দুই বন্ধু শিশুর মত কাঁদছিল, তারপর পেটে আধ বোতল করে মদ পড়তেই উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হলো। কেন বেননের থাকা উচিত এবং কেন থাকা

উচিত নয় তা নিয়ে ওদের তর্ক চলল কয়েক ঘণ্টা, চলল গ্লাসের পর গ্লাস মদ, ফলে একসময় দু'জনই দু'জনকে কয়েকটা করে দেখতে শুরু করল ওরা। দু'জনেই বোধহয় ভাবল কয়েকজনের সঙ্গে তর্কে জেতা যাবে না, কাজেই চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ল হাল ছেড়ে।

পরদিন ভোরে মাথায় ব্যাগলের স্মৃতি আর অতিরিক্ত পানের যন্ত্রণা নিয়ে ফার্ম ছেড়ে রওয়ানা হলো বেনন।

এরপর বছরখানেক হয়ে গেছে ব্যাগলের সঙ্গে বেননের যোগাযোগ হয়নি, যাব যাব করেও নানা ব্যস্ততায় আর ব্যাগলের ফার্মে যাওয়া হয়ে ওঠেনি ওর। এরমধ্যে বেশ কয়েকটা র‍্যাঞ্চে কাজ করেছে বেনন, কোথাও থাকেনি বেশিদিন।

এখন ওর সার্বক্ষণিক সঙ্গী একটা স্প্যানিশ গিটার। বেননের গলায় সুর না থাকলেও মনে সুরের অভাব নেই। মুক্ত স্বাধীন একটা জীবন চেয়েছিল ও। পেয়েছে কাঙ্ক্ষিত অবারিত স্বাধীনতা। এখন আর আইনের তাড়া খাবার ভয় নেই ওর।

অবশ্য ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চেয়েও আজ পর্যন্ত এড়াতে পারেনি বেনন। এই তো শেষ র‍্যাঞ্চ যেটায় কাজ নিয়েছিল, সেখানে বুল মেডিগান নামের এক বদমাশ লোক পেছন থেকে গুলি করে ওকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। সুস্থ হয়েই লোকটার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে বেনন। অযথা খুনোখুনি ওর অপছন্দ, অথচ মেডিগানের সঙ্গে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি না করলেই নয়।

বেননের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত লোকটার ধারণা ছিল তার চেয়ে ভাল কাউহ্যান্ড আর বড় পিস্তলবাজ জগতে নেই। শহরে প্রতিযোগিতার দিন সবকটা পুরস্কার বেনন জিতে নেয়ায় বন্ধুদের কাছে হাসির পাত্র হতে হয়েছিল মেডিগানকে—সেখান থেকেই শত্রুতার সূত্রপাত।

পথে মেডিগানের খবর সংগ্রহ করে মেক্সিকান বর্ডারের কাছে

চলে এলো বেনন। কোন তাড়া নেই ওর। জানে, একদিন পথ শেষে ঠিকই মেডিগানকে খুঁজে পাবে।

যত দক্ষিণে এগোল ততই বদলে গেল চারপাশের দৃশ্য। সবুজ সেজব্রাশের রঙ বদলে হয়ে গেল ধূসর। পর্বতমালা ছোট হতে হতে মিশে গেল মরুপ্রায় সমতল জমির সঙ্গে।

শহর দেখলেই ঢুঁ মেরে দেখছে বেনন বুল মেডিগানকে কেউ চেনে কিনা। ভাগ্য ইদানীং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ফেলে আসা বেশ কয়েকটা শহরে লোকটার কোন খবর পায়নি ও। বাতাসে মিলিয়ে গেছে লোকটা। তবে হতাশ নয় বেনন, মেক্সিকোয় ঢুকে হলেও মেডিগানকে খুঁজে বের করে পাওনা মিটিয়ে দেবে সে।

সেদিনও সন্ধের পরে প্রেইরির বুকে ক্যাম্প করল বেনন। কোন আক্রমণ আশঙ্কা করছে না, কাজেই বেশ বড় করে আগুন জ্বেলেছে। স্পীডিকে দলাইমলাই করে দানাপানি খাওয়ানো হয়ে গেছে। এবার নিজের রান্না চড়াতে হবে। তার আগে সামান্য বিশ্রাম নিতে আয়েশ করে আগুনের ধারে বসল বেনন। পাশেই অগভীর একটা ক্রীক থেকে পানি বয়ে যাওয়ার কুলুকুলু আওয়াজ। ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁপছে ওর ক্যাম্পফায়ার। ক্রীকের ধারের মেসকিট আর চ্যাপারাল ঝোপগুলো আগুনের আবছা আভায় কালচে, অল্প অল্প দুলছে বাতাসে।

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল বেনন। ঝোপের দিকে একবার তাকিয়েই লাফ দিয়ে আগুনের ধার থেকে সরে গেল। হাত চলে গেছে অস্ত্রের বাঁটে।

ঝোপের ভেতর কে যেন শুকনো পাতা মাড়িয়ে হালকা পায়ে এগিয়ে আসছে। মানুষ, কোন সন্দেহ নেই, বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানে বেনন, চারপেয়ে জন্তু ওরকম আওয়াজ করে না। ঝুঁকি নেবে না ঠিক করে অস্ত্র বাগিয়ে অজানা আততায়ীর জন্যে তৈরি

হয়ে গেল সে। শত্রুকে বড়সড় টার্গেট দিতে নারাজ, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে।

দুটো ঝোপের মাঝখানটা নড়ে উঠল। কাপড়ের সঙ্গে ঘষা খেয়ে খসখস আওয়াজ তুলছে ডালপালা। পায়ের তলায় মুচমুচ করে ভাঙছে শুকনো পাতা আর মরা ডাল। এগিয়ে আসছে আওয়াজ।

আগুনটা না নেভানো বোকামি হয়ে গেছে, আফসোস করল বেনন। পরমুহূর্তে আটকে রাখা দম সশব্দে ছাড়ল। এতই বিস্মিত যে নড়তে ভুলে গেছে। বোকা বোকা চেহারায় তাকিয়ে থাকল।

ঝোপের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা বাচ্চা ছেলে। বয়স বড় জোর আট হবে। পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জীর্ণ একটা জামা। হাফ প্যান্ট আছে কি নেই বোঝা অসম্ভব।

অস্ত্র হাতে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা বেননের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল সে। একই সমান বিস্মিত হয়ে বেননকে দেখছে।

অপ্রস্তুত বোধ করল বেনন, অস্ত্র নামিয়ে ওর সেরা হাসিটা উপহার দিল। চেহারা দেখে বোঝা যায় ভয় পেয়েছে ছেলেটা। দৌড়ে পালাবে কিনা ভাবছে।

'ভয় পেয়ো না, কোন ক্ষতি করব না আমি,' অভয় দিয়ে বলল বেনন।

মাথা কাত করে সায় দিল ছেলেটা। বিশ্বাস করেছে ওর কথা। চেহারা থেকে ভয়ের ছাপ দূর হয়ে গেল। 'ওরকম করে বসে আছ কেন?' জানতে চাইল সে, 'পেটে ব্যথা?'

'না, স্বর্গে যাওয়ার পাতাল-পথ খুঁজছিলাম।' আবার আগুনের ধারে এসে বসল বেনন। ছেলেটাকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একেবারে ভয় পাইয়ে দিয়েছ মিস্টার...কি যেন নাম তোমার?'

'জিমি।' বেননের সামনে বসে পড়ল জিমি। দু'চোখে অদম্য কৌতূহল। জানতে চাইল, 'তুমি কে? এখানে কি করছ তুমি?'

'ওই যে বললাম স্বর্গে যাওয়ার পথ খুঁজছি! তুমি কি করছ?'

'আমাকে সঙ্গে নেবে?'

থতমত খেয়ে গেল বেনন। 'কোথায়!'

'স্বর্গে?'

গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল বেনন। 'নিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু তোমার বাবা-মার অনুমতি লাগবে। তাছাড়া স্বর্গে যেতে হলে ভাল গান জানতে হয়। তুমি গাইতে পারো?'

'না তো!' জিমির চেহারায় হতাশার ছাপ পড়ল। 'তুমি গান গাও?' বেননের গিটারটা যে স্বর্গে যাবার চাবিকাঠি সেটা এতক্ষণে বুঝতে পারছে। ওর সমস্ত মনোযোগ গিটারের ওপর।

'তা বলতে পারো। চেষ্টা করি। স্বর্গে যেতে হবে তো!' চিন্তিত চেহারায় ছেলেটাকে দেখল বেনন। বুঝতে চেষ্টা করল বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে কিনা। না, তেমন মনে হচ্ছে না। চেহারায় নিশ্চিন্ত একটা ভাব। ভয়ের লেশমাত্র নেই।

'আচ্ছা, তুমি তো আমার বন্ধু, তাই না?' জানতে চাইল উৎসুক জিমি।

মাথা দোলাল বেনন। 'অবশ্যই!'

'তাহলে তোমার গান শুনে স্বর্গে যাওয়া যাবে না?'

'না। তা যাওয়া যাবে না।' মাথা নাড়ল বেনন। ছেলেটার হতাশ চেহারা দেখে চট করে যোগ করল, 'তবে তুমি এমনিতেই স্বর্গে যাবে, সময় হলেই।'

'কিন্তু গান যে জানি না?' মুশকিলে পড়েছে শিশু।

'শিখে নেবে। তোমার সমান থাকতে আমি কি জানতাম নাকি?'

বেননের হাতটা ধরে ফেলল জিমি। দু'চোখে অনুনয় ঝরছে। 'শোনাও না একটা গান!'

'শোনাব। কিন্তু পেটে যে খিদে? দাঁড়াও, আগে রান্নাটা চড়িয়ে দিই।'

'না,' বলল জিমি, 'রান্না চড়াতে হবে না। আজকে আমাদের বাসায় খাবে তুমি।'

ভ্রূ কুঁচকে চোখ বড় বড় করে আকাশ দেখল বেনন। বাতাসে বার কয়েক হাত নেড়ে তারপর গলা মোটা করে বলল, 'আমার পোষা জ্বীন বলছে…হ্যাঁ…সে বলছে…বলছে তোমাকে বলতে হবে তোমার বাসা কোথায়! তোমার বাবা-মা খুব চিন্তা করছেন। জ্বীন বলছে…অ্যাঁ? হ্যাঁ…তোমাকে এক্ষুণি পৌঁছে দিতে হবে। নইলে অসুবিধে আছে,' থামল বেনন, একটু ভেবে বলল, 'নইলে সারা রাত গা চুলকাবে—ঘুমাতে পারবে না।'

'জ্বীন?' চোখ বড় করে বেননকে দেখল জিমি। বেনন মাথা দোলানোয় বলল, 'তাহলে চলো। সামনেই আমাদের কেবিন।'

'গেলে কি খাওয়াবে?' জিমির সঙ্গে গেলে সাপার রাঁধা পিছিয়ে দিতে হবে। এতক্ষণে বেননের টনক নড়েছে। পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে। চাপাবাজির খেসারত বুঝি দিতে হয়, মনে মনে কপালে চাপড় দিল বেনন।

'মা কি রেঁধেছে কে জানে।'

'গিয়ে যদি দেখি কিছুই রাঁধেনি? না, থাক্, আরেকদিন যাব।' এড়াতে চাইল বেনন।

'অসম্ভব, রোজ সন্ধ্যায় রাঁধে। আজকেও নিশ্চয়ই রেঁধেছে।'

'আজ থাক। আরেকদিন। চলো পৌঁছে দিই।'

'গান শোনাবে না?'

'শোনাব।'

'চলো, আমিও তোমাকে সাপার খাওয়াব।'

'জিমি! জিমি!' উৎকণ্ঠিত মহিলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বেনন। নিশ্চয়ই অন্ধকারে ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছে মা।

উঠে দাঁড়াল বেনন। 'চলো, তোমাকে দিয়ে আসি।'

মাথা নাড়ল জিমি। যাবে না। গিটারের ওপর থেকে চোখ সরছে না একবারও। মনে সন্দেহ, বাবা-মার সামনে বেনন নাও গাইতে পারে।

'দেখো, তুমি আমাকে চেনো না, আমার সঙ্গে গল্প করা কি তোমার ঠিক হচ্ছে?' আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করল বেনন। গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছে কাছে চলে আসছে জিমির মা। ভদ্রমহিলা ওর মত দাড়ি-না-কামানো ডাকাত-ডাকাত চেহারার কারও সঙ্গে আঁধার প্রেইরিতে বাচ্চাকে দেখলে দাঁতকপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে যাবে কিনা কে জানে। বিপদ!

'আমি তোমাকে চিনি।' লাফ দিয়ে উঠে বেননের হাত ধরল জিমি।

'চেনো?' ভ্রূ কুঁচকে ভাবল বেনন কিভাবে তা সম্ভব।

'হ্যাঁ, চিনি। এই যে তুমি! যতবার দেখব ততবারই চিনব।' হাত ধরে টানছে জিমি।

ক্যাম্পফায়ারের আলোয় এসে থমকে দাঁড়াল মাঝ বয়সী এক মহিলা। ছেলেকে বেননের সঙ্গে দেখে কি বলবে বুঝতে পারছে না। অপ্রস্তুত চেহারা, বোধহয় ধমক দেবে কি দেবে না ভাবছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'কি হচ্ছে, জিমি? ভদ্রলোককে বিরক্ত করছ কেন!'

মাথা নিচু করে ঘাসের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল জিমি।

'আমিই কথা বলে মজা পাচ্ছিলাম, তাই ও উঠতে পারছিল না, ম্যাম।' মৃদু নড করল বেনন। আড়চোখে দেখল কৃতজ্ঞ হয়ে তাকিয়ে

আছে জিমি। হাসল বেনন। 'আমি রক বেনন, ম্যাম।'

'আমার বন্ধু।' বুকে টোকা দিল জিমি। 'আজকে রাতে আমাদের সঙ্গে খাবে ও।'

'না, না,' সচকিত হয়ে বলল বেনন, 'আমি রান্না চড়াতে যাচ্ছিলাম এখুনি। আমি...'

'তোমার বন্ধুকে নিয়ে জলদি এসো,' বাধা দিয়ে বলল মহিলা, 'টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। মিস্টার বেনন, আপনি সাপারে এলে খুশি হব আমরা।'

মহিলার সহজ আন্তরিক ব্যবহারে আড়ষ্টতা কেটে যাওয়ায় খুশি হয়ে উঠল বেনন। বলল, 'আপনাদের অসুবিধে হবে না তো?' মনে মনে চাইল মহিলা ভদ্রতা করে না না অসুবিধে কিসের বলে উঠুক। একবার বললেই হয়, আপত্তি করবে না সে আর। নিজের হাতের রান্না খেতে খেতে মুখ পচে গেছে।

'না, না, কোন অসুবিধা নেই। আসুন আপনি। আব্রাহামও খুব খুশি হবে। আসলে আমাদের এখানে কেউ তো আসে না...' ঘুরে দাঁড়াল মহিলা, মিলিয়ে গেল আঁধারে।

'তোমার বাবার নাম আব্রাহাম, জিমি?'

'হ্যাঁ।' জোর টান লাগাল জিমি বেননের হাতে। গিটার ঝুলিয়ে নিয়েছে পিঠে। তর সইছে না, কোনরকমে সাপার গিলেই গান শুনবে।

বাধ্য হয়ে জিমির পেছন পেছন এগোল বেনন। স্পীডি আসছে তার পেছনে। কাছেই ছোট্ট কেবিনটা।

ভদ্রমহিলার নাম গ্যাব্রিয়েলা হপকিন্স। আব্রাহাম হপকিন্সের কপালের জোর এরকম রাঁধুনি বউ পেয়েছে। সাপারটা তুলনাহীন। এতই চমৎকার যে আব্রাহামের ভাগ্য বিপর্যয়ের দীর্ঘ কাহিনীতে মন দিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল ওর। যাই হোক, খাওয়া শেষে তৃপ্তির

ঢেকুর তুলল বেনন। বুঝতে পারছে এত বিপর্যয় সয়েও আব্রাহাম-হপকিন্সের চেহারায় সুখী সুখী ভাবটা আজও রয়ে গেছে কেন।

'গান?' খাওয়া শেষ হতেই আর থাকতে পারল না জিমি। বড়দের দুর্বোধ্য আলাপের মাঝে এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ পায়নি। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে বেচারা।

গিটারে ধীরেসুস্থে সুর বাঁধল বেনন। ই, এ, ডি, জি, বি, ই—সবকটা তার বাঁধা হতেই গান ধরল চোখ বুজে। গান যখন শেষ হলো, চোখ খুলে দেখল স্বামী-স্ত্রীর চেহারা গম্ভীর, চোখে নীরব অনুরোধ—কেমন হয়েছে বাবা জানতে চেয়ো না, মিথ্যে বলতে পারব না। শুধু জিমির চোখ-মুখ উজ্জ্বল। পছন্দ হয়েছে ওর গান।

'তোমার গলা দারুণ,' বলল জিমি সমঝদারের মত মাথা নেড়ে, 'কয়োটের চেয়েও জোর বেশি।'

উপমা যেমনই হোক, প্রশংসাটুকু কম নয়। 'তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝল না,' সখেদে বলল বেনন। 'আমার গান বোঝার ক্ষমতা এখনও সাধারণ মানুষের হয়নি।'

'ভাগ্যিস হয়নি,' আর থাকতে না পেরে বলে বসল আব্রাহাম হপকিন্স।

'ছিহ্, অ্যাব্রাম,' মৃদু স্বরে স্বামীকে ধমক দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি হাসল মিসেস হপকিন্স। স্পষ্ট বুঝল বেনন, এ স্রেফ ভদ্রতা। চোখের ভাষায় বোঝা যাচ্ছে স্বামীর সঙ্গে মহিলা পুরোপুরি একমত। ধমক দেয়ার সময় গলায় জোর পাচ্ছে না।

'আরেকটা গান গাও না, বেনন,' অনুরোধ করল জিমি।

'আরেকদিন,' রাজি হলো না বেনন। গিটার পিঠে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার আমাকে যেতে হয়, জিমি। সাপারের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিতাম, কিন্তু দেব না। মানুষটা তুমি এমনিতেই ছোট, ধন্যবাদ দিয়ে আর ছোট করতে চাই না।'

'আবার আসবে তো?' মুগ্ধ জিমি জানতে চাইল।

'আসব। আরেকদিন এসে তোমার আম্মুর রান্না খেয়ে যাব। সেদিন তোমার জন্যে উপহারও নিয়ে আসব। সত্যি, তুমি গান বোঝো।'

দরজা পর্যন্ত এসে ওকে বিদায় জানাল হপকিন্স দম্পতি। বেননকে যতক্ষণ দেখা গেল হাত নাড়ল জিমি।

ক্যাম্পে ফিরে শুয়ে পড়ল বেনন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে পরিকল্পনায় সামান্য রদবদল করল। মেডিগানকে পাবার সম্ভাব্য ট্রেইল থেকে একটু সরে যাবে সে। দেখা যাক হপকিন্সদের কোন সাহায্য করা যায় কিনা। আব্রাহাম হপকিন্সের কথাগুলো দাগ কেটেছে ওর মনে।

অবশেষে একদিন শেষ গ্রীষ্মে ভার্ড হিলসের একটা ঢালের ওপর স্পীডিকে থামাল সে। নামেই ভার্ড হিলস, আসলে জায়গাটা বেশ কিছু গোল গোল মাটির ঢিবি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঢিবিগুলো সবুজে ছেয়ে আছে। সেজ, মেসকিট, ক্যাকটাস, চ্যাপারাল আর অন্যান্য বুনো ঝোপে মোড়া।

চারপাশটা ভালমত দেখে নিয়ে স্পীডিকে সামনে বাড়তে নির্দেশ দিল বেনন। মনটা ফুরফুরে লাগছে ওর প্রকৃতির বিশালতা চাক্ষুষ করে। গিটারটা পিঠ থেকে নামিয়ে হেঁড়ে গলায় বিরহের গান ধরল সে। তিন-চারটা সুর একই সঙ্গে আট-দশ দিকে ছুটে গিয়ে নীরব পরিবেশের গলা টিপে ধরল। বেসুরো নিনাদ। ঘোড়াদের সুর-জ্ঞান থাকে কিনা বলা মুশকিল, তবে দু'কান নেড়ে প্রতিবাদ করল স্পীডি। লাভ হচ্ছে না বুঝতে পেরে হ্রেষাধ্বনি করে চলার গতি বাড়াল। হয়তো ভাবছে তাড়াতাড়ি কোথাও পৌঁছে দিতে পারলে প্রভুর নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

কোনদিকে খেয়াল নেই বেননের। স্পীডির গতি দ্রুততর হলো। চোখ বুজে প্রাণপণে গাইছে বেনন। মিনিট পাঁচেক চারপাশ প্রকম্পিত করে থামল সে। আরেকটা কলি গুন্‌গুন্ করে উঠেই থেমে গেল। চট করে গিটারটা পিঠে ঝুলিয়ে স্পীডিকে থামাল। পূর্ণ সজাগ।

গুলির শব্দ হয়েছে। পরপর তিনটে। কাছেই লড়াই চলছে।

'শেষেরটা সিক্সগান না হলে কামড়ে আমার কান কেটে নিস,' নিচু স্বরে স্পীডিকে বলল বেনন। নিঃশব্দে স্যাডল থেকে পিছলে নেমে বিড়ালের মত হালকা পায়ে উঠতে শুরু করল সে চুড়োর দিকে। ঘন জুনিপার ঝোপের আড়াল পাচ্ছে। টিবির মাথায় উঠে দাঁড়াল। সামনের ঢালটা ধীরে ধীরে নেমে মাইল তিনেক চওড়া সবুজ ঘাসে মোড়া একটা উপত্যকায় মিশেছে। ওখানে চরে বেড়াচ্ছে বুটিদার হেয়ারফোর্ড গরু। দক্ষিণে, উপত্যকার ওপারের টিলাগুলোর আকার উইয়ের টিবির চেয়ে খুব একটা বড় হবে না, তবে তুষার ঝড়ের সময় ওই টিবিগুলোই আড়াল দেবে গরুর পালকে।

আবার কোল্টের হুঙ্কার শুনতে পেল বেনন। পশ্চিমে তাকাল। আধমাইল দূরে এক ঝাড় কটনউড গাছের সামনে নীল রঙা ধোঁয়া ওর চোখ এড়াল না। গাছগুলোর পেছন থেকে ধূসর ধোঁয়ার মোটা একটা গাঢ় রেখা উঠছে আকাশে, তারপর বাতাসে পাতলা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকল বেনন। গাছের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা ঘরের আবছা আকৃতি দেখতে পেল। সম্ভবত র‍্যাঞ্চহাউজ হবে।

কটনউড জঙ্গলের একপাশে নড়াচড়া মনোযোগ কেড়ে নিল ওর। জঙ্গল থেকে ছিটকে বেরিয়েছে দুই অশ্বারোহী, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। দু'জনই স্যাডলে ঝুঁকে বসেছে। ওদের একজনের বসার

ভঙ্গি বেননের পরিচিত। ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। মেডিগান তাহলে এই এলাকায় এসে জুটেছে!

বাড়ির ভেতর থেকে লোক দু'জনকে লক্ষ্য করে সিক্সগানের গুলি ছোঁড়া হলো। রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়ায় লাগল না। শত্রুর নাজেহাল অবস্থা দেখে হেসে ফেলল বেনন। রাইফেল থাকতেও সিক্সগানওয়ালার সঙ্গে পারেনি, এখন বাপ বাপ করে পালাচ্ছে মেডিগান। লোকটা যদি জানে সে এসে উপস্থিত হয়েছে, প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবে, কোন সন্দেহ নেই। গম্ভীর হলো বেনন। প্যান্ট খারাপ করার সময় মেডিগানকে দেয়া অনুচিত। পেছন থেকে যারা গুলি করে, তাদের ক্ষমা নেই, করুণা পাওয়ার যোগ্য তারা নয়।

একটা ঝর্না পার হয়ে মেডিগান আর তার সঙ্গীকে গতি কমাতে দেখল বেনন। এতক্ষণে ব্যাটাদের জানে পানি এসেছে। হাত নাড়ার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে একে অন্যকে দোষারোপ করছে।

চমকে উঠল বেনন হঠাৎ। মনে মনে মোচড় দিল নিজের কানে। খেয়ালই করেনি ফুট পনেরো নিচে ঝোপে ঘাপটি মেরে বসে আছে এক কিশোর। খেয়াল করতও না, যদি না ছেলেটা কাঁধে রাইফেল নিয়ে উঠে দাঁড়াত। পর পর দুটো গুলি করে কয়েকটা বোল্ডারের পেছনে সরে এলো ছোকরা। রাইফেলটা বড় একটা বোল্ডারের ওপর রেখে লক্ষ্যস্থির করল। বুঝতে পেরেছে একচুল হাত কাঁপলেও এতদূর থেকে গুলি লাগাতে পারবে না।

পেছন থেকে গুলি করাটা মন থেকে মেনে নিতে পারল না বেনন, ঢাল বেয়ে নিঃশব্দে নামতে লাগল সে। সমব্রেরো হ্যাট পরা ছোকরা মাথা গরম করে কাউকে খুন করার আগেই ঠেকাতে হবে।

দুই

মেডিগানের পিঠে রাইফেল তাক করে ছোকরা ট্রিগারে চাপ দেবে, এমন সময় ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল বেনন। মৃদু স্বরে উপদেশ দিল, 'তোমার বদলে আমি হলে এমন কাজ করতাম না।'

মনের জোর আছে ছেলের, কোন সন্দেহ নেই। জায়গায় জমে গিয়ে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। এক মুহূর্ত পর কাঁধ থেকে রাইফেল নামাল ছোকরা, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন করতে না?'

'দুটো কারণে,' বলল বেনন, 'প্রথমত, ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন হয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, তোমার ওই দাদার আমলের উইনচেস্টারের গুলি অতদূর যাবে না। কিন্তু শব্দ ঠিকই যাবে। ওরা ফিরে এসে তোমাকেই ফাঁদে ফেলে দিতে পারে। খারাপ লোক ওরা, বাচ্চা বলে তোমাকে ছেড়ে দেবে না।'

'আমি বাচ্চা নই,' প্রতিবাদ করল কিশোর। রাইফেলের ব্যারেলে চেপে বসেছে চাঁপা কলার মত আঙুল। ফরসা গোল মুখটা রাগে লাল। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে, দ্রুত ওঠানামা করছে শার্টের বুকের কাছটা। 'এটা দিয়ে আমি আটশো গজ দূরের চলন্ত টার্গেট ফেলেছি।'

'তা হয়তো ফেলেছ,' তুমি বলছ তাই স্বীকার করে নিচ্ছি যে মিথ্যে বলছ না, কি আর করা, এমন ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বেনন,

'তবে এবার তোমার টার্গেট ছিল আঠারোশো গজ দূরে। কেঁদে ফেলে অনুরোধ করলেও তোমার উইনচেস্টার অতদূরে গুলি পাঠাবে না।' তীক্ষ্ণ চোখে হ্যাট পরা কিশোরকে দেখছে বেনন। ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

ঢোক গিলল কিশোর। 'কি করবে তুমি আমাকে নিয়ে?' জানতে চাইল সে। কাঁপা মেয়েলি স্বর। 'রিচার্ড কনেলের হাতে তুলে দেবে?'

'রিচার্ড কনেল?'

'তুমি রিচার্ড কনেলের ভাড়াটে বন্দুকবাজ নও?'

'না।' চওড়া হাসি বেননের ঠোঁটে। 'আমি কারও লোক নই। একেবারে মুক্ত স্বাধীন। এই মুহূর্তে হাতে কোন কাজও নেই, তুমি সুন্দর কোন পোশাকে থাকলে নাচের আমন্ত্রণ জানাতাম, ম্যাম।'

'বুঝে ফেলেছ? তবে মনে রেখো, কোন কাজ পুরুষমানুষের চেয়ে কম পারি না আমি।'

'ঠিক আছে, ম্যাম, মনে থাকবে,' বলল গম্ভীর বেনন। 'এবার বলো রিচার্ড কনেল কে, সে লোক গানম্যান ভাড়া করছে কেন। আমার জানা দরকার তোমার মত এত সুন্দরী একটা মেয়েকে যুদ্ধে নামিয়েছে কোন্ বদমাশ।'

প্রশংসা পেয়ে আরেকটু লাল হলো মেয়েটা। দৃষ্টি থেকে কঠোরতা মিলিয়ে গেল। মিষ্টি করে হাসল সে। 'রিচার্ড কনেল ডায়মন্ড এইট র‍্যাঞ্চের মালিক। আমাদের সে র‍্যাফটার এস থেকে তাড়াতে চায়। আমাদের মানে আমি আর বাবা। বাবার পা ভেঙে গেছে, ইদানীং গুলি করা ছাড়া আর কোন কাজ ঠিক মত করতে পারছেন না। আমি একা, তাই বেশি বাড় বেড়েছে ওদের।' একটু থেমে জানতে চাইল, 'কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'মন্ট্যানা। আমি রক বেনন।' দু'আঙুলে হ্যাট ছুঁয়ে ছোট্ট করে

নড করল বেনন। 'তোমার নাম জানা হলো না।'

'দুঃখিত। আমি অলিভিয়া অ্যাডলার। বাবা এডওয়ার্ড অ্যাডলার।' কটনউড জঙ্গলের দিকে আঙুল তাক করল অলিভিয়া। 'ওখানে আমাদের বাড়ি।' বেনন চুপ করে থাকায় বলল, 'যেতে হবে আমাকে। বাবা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করছেন, দেরি দেখলে ভাববেন ওদের হাতে ধরা পড়েছি।' ঢাল থেকে নামার জন্যে পা বাড়াল সে। 'চলি, বেনন, আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'কেন?' অলিভিয়ার পাশে চলে এলো বেনন। ঢাল বেয়ে নামছে সেও।

'কারণ, যতদূর বুঝেছি তুমি লোক ভাল, রিচার্ড কর্নেলের সঙ্গে যোগ দেবে না।' থেমে দাঁড়িয়ে বেননের চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। 'কর্নেলদের র‍্যাঞ্চে চাকরি না নিলে তোমাকে ওরা এই এলাকায় থাকতে দেবে না।'

'তাই নাকি?' সরু হয়ে গেল বেননের দু'চোখ। 'কি করবে ওরা, যদি আমি না যাই?'

'মেরে ফেলবে।'

'সে দেখা যাবে।' চারপাশে চোখ বুলিয়ে অলিভিয়ার দিকে তাকাল রক। 'তোমার ঘোড়া কই, দেখছি না যে? হেঁটে বাড়ি ফিরবে?'

'উপায় কি, প্রথম সুযোগেই ঘোড়াটাকে মেরে ফেলেছে ওরা। আমাকে অসহায় অবস্থায় ধরতে চেয়েছিল।'

'একা বেরিয়েছিলে কেন?'

'বনমোরগ মারতে।'

'কিন্তু দেখা গেল তোমাকেই বনমুরগি ভাবছে দুটো শয়তান লোক।' হাসল বেনন। পর মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। জানতে চাইল, 'লোকগুলোর নাম জানো?'

'জানি। একজন হচ্ছে ক্রিস্টোফার পাইক, অন্যজন ডায়মন্ড এইটের নতুন ফোরম্যান—বুল মেডিগান।' রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে নিল অলিভিয়া। ম্লান হাসল। মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি যাবে আমাদের বাড়িতে? তবে বীন ছাড়া খাবার আর কিছু নেই আমাদের।'

'আরেকদিন, অলিভিয়া, আরেক সময় আসব,' মেয়েটার বলার ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ নেই, একটু থমকে গিয়ে বলল বেনন। 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসছি, ওটাতে করে বাড়ি যেয়ো। ছেড়ে দিলেই আবার এখানে ফিরে আসবে স্পীডি।'

তিন মিনিটের মাথায় স্পীডির পিঠে অলিভিয়াকে তুলে দিল বেনন। ঘোড়াটার নাকে হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে দিল আরোহিণীর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করা চলবে না। অলিভিয়াকে নিয়ে দুলকি চালে রওয়ানা হয়ে গেল স্পীডি।

একটা সিগারেট রোল করল বেনন। বসল বড় একটা লালচে পাথরের ওপর। সিগারেট ধরিয়ে ওটাকে ঠোঁটের কোণে চেপে ধরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর হাতে তুলে নিল গিটার। অলিভিয়া যথেষ্ট দূরে চলে গেছে মনে করে গান ধরল নিশ্চিন্ত মনে।

আধঘণ্টা পর, তখনও চেঁচাচ্ছে বেনন, তাগড়া একটা গেল্ডিঙে চড়ে ফিরে এলো অলিভিয়া। স্পীডির পাশে গেল্ডিঙটাকে দেখতে রাজকীয় মনে হচ্ছে, তবে, বেনন জানে, দৌড়ের পাল্লায় নামলে ওটা পারবে না ওর হাড় জিরজিরে স্পীডির সঙ্গে।

বেননের সামনে এসে নামল অলিভিয়া। মেয়েটা সরল। মনের বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে বলেই ফেলল, 'তুমি গান গাইছ! আমি ভাবছিলাম ওই বিচ্ছিরি আওয়াজ কোত্থেকে আসছে, দিনে দুপুরে কয়োট ডাকছে কেন!'

মনে চোট পেলেও রাগল না বেনন। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সবাই সব গান পছন্দ করে না, তার মানেই এটা নয় যে গানটা খারাপ।'

গম্ভীর চেহারায় পাকা গৃহিণীর মত জানতে চাইল অলিভিয়া, 'ঠিক আছে, বুঝলাম তুমি গায়ক। প্রচণ্ড জোরে গান গাওয়া ছাড়া তুমি আর কি করো?'

'মাঝে মাঝে কাউবয়ের কাজ করি, কখনও সখনও রাইফেল-পিস্তল ছুঁড়ে দেখি গুলি ফোটে কিনা। তবে, আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে,' একমুহূর্ত থেমে নাটকীয়তা করল বেনন, তারপর বলল, 'আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিপদে পড়া সুন্দরী মেয়েদের ঘোড়া ধার দেয়া।'

মুখ কালো হয়ে গেল অলিভিয়ার, অপমান বোধ করা উচিত কিনা বুঝে উঠতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবে নিয়ে বলল, 'দুঃখিত। ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি তোমার কাছে ঋণী।'

'ভুলে যাও, ঋণ কিসের, এ তো কর্তব্য।' গিটারটা পিঠে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন। 'তোমার বাবা ঠিক আছে তো?'

'আছেন। বাবা তোমাকে নিয়ে যেতে বলছিলেন, আমি বলে দিয়েছি তুমি যাবে না।'

'তুমি বলে দিয়েছ...' চোখ বড় বড় হয়ে গেল বেননের। হঠাৎ বুঝতে পেরেছে মেয়েটা কেন চায় না সে ওদের বাড়িতে যাক। 'তুমি ভাবছ ওরা দু'জন আবার ফিরে আসবে, তাই না? তুমি... তোমার ধারণা আমি ওদের ভয় পাই?' অলিভিয়ার আয়ত চোখে চোখ রাখল বেনন।

'হয়তো পাও, হয়তো পাও না, তবে আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করে বিপদে পড়ো সেটা আমি চাই না। সেজন্যেই তোমাকে বলছি, সময় থাকতে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও। ওরা তোমাকে দলে টানতে না পারলে মেরে ফেলবে।'

'তোমার কথা শুনে ভয় লাগছে,' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন। দুটো কারণে সে অলিভিয়ার সঙ্গে যায়নি। এক, ওর সঙ্গে একই ঘোড়ায় চাপতে মেয়েটার আপত্তি থাকতে পারে। দুই, মেডিগান আর তার সঙ্গী ফিরে এলে সে চেয়েছিল মুখোমুখি হতে। এই টিবি থেকে চারপাশে অনেক দূর নজর চলে। 'বেশ, আপাতত তোমাদের বাড়িতে না হয় যাব না আমি,' বলল বেনন। 'বলতে পারো কাছের শহরটা কোনদিকে?'

'পুবদিকে। সতেরো মাইল।'

'নাম কি?'

'ভাকা ওয়েলস।' একটা টিবির দিকে আঙুল তুলল অলিভিয়া। 'ওদিক দিয়ে চলে যাও। উপত্যকার শেষ মাথায় ট্রেইল পাবে। ঝোপে ভরা একটা খাদের ভেতর দিয়ে শহরের দিকে নেমেছে ট্রেইল। খাদের আগেও একটা চওড়া ট্রেইল দেখবে, উত্তর দিকে গেছে, তবে ওটা শহরের ট্রেইল নয়।'

'ধন্যবাদ।' হ্যাটে আঙুল ছুঁইয়ে বিদায় নিল বেনন। এক লাফে চেপে বসল স্পীডির পিঠে।

'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বেনন, শহরে রিচার্ড কনেলের লোক থাকবে।' অলিভিয়ার চেহারায় উদ্বেগের ছাপ পড়ল।

'সেজন্যেই তো যাচ্ছি!' হাসল বেনন। ইশারা পেয়ে চলতে শুরু করল স্পীডি। দ্রুত নামছে ঢাল বেয়ে।

অবাক হয়ে অদ্ভুত লোকটার দিকে চেয়ে থাকল অলিভিয়া। ভ্রূ জোড়া একটু কুঁচকে উঠল ওর। লোকটা পাগল নাকি! ঘোড়ায় উঠে বাড়ির দিকে এগোল অলিভিয়া। আপন মনে মাথা দোলাল। লোকটা পাগল হলেও সুদর্শন পাগল।

জোর করে লোকটা আতিথ্য গ্রহণ করেনি বলে খুশি হয়েছে

অলিভিয়া। অতিথির সামনে নিজেদের দৈন্য প্রকাশ হয়ে গেলে খুব লজ্জা লাগে। তাছাড়া মানুষটাকে অনর্থক বিপদে জড়ানো হত।

গত দু'মাস শুধু বীন আর গরুর মাংস খেয়ে আছে ওরা। সেজন্যেই বনমোরগ মারতে এসেছিল। কনেলরা চোখ রাঙানোয় ভাকা ওয়েলসের জেনারেল স্টোরের মালিক এমনকি কফি পর্যন্ত বেচে না ওদের কাছে। এখন কনেলদের গানহ্যান্ডরা ওদের রেঞ্জেও দখলদারিত্ব ফলাতে শুরু করেছে! দু'জন প্রথমে কেবিনে এসেছিল, বাবার কাছে জানতে হবে হঠাৎ কেন খেপে উঠলেন তিনি। রিচার্ড কনেল জোর খাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে? রাসলিঙ করে পোষাচ্ছে না?

তিন

ভাকা ওয়েলসকে এই এলাকার কাউন্টি সীট করা হয়েছে, তবে শহরটা আহামরি কিছু নয়। একটা প্রধান সড়ক আর দুটো অপেক্ষাকৃত সরু ক্রস রোডের দু'ধারে বসতিটা গড়ে উঠেছে। বাড়িঘর দু'রকমের, কাঠ আর অ্যাডোবি দিয়ে তৈরি। কয়েকটা সেলুন আছে শহরে, আর আছে দুটো ফীড স্টোর, একটা লিভারি স্টেবল, একটা কাপড়ের দোকান এবং প্রায় খালি একটা আবাসিক হোটেল। জেনারেল স্টোরটা বেশ বড়। প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছু পাওয়া যায় ওখানে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও আছে দু'তিনটে বিল্ডিঙ জুড়ে, তবে চাকচিক্য নেই দেখে বোঝা যায় ব্যবসা রমরমা নয়।

এ.এস.অ্যান্ড টি-এন রেইলরোডের একটা শাখা ভাকা ওয়েলস ছুঁয়েছে। রেললাইন অবশ্য অব্যবহৃত পড়ে থাকে। শুধু রাউন্ড-আপের মরশুমে ট্রেন আসে শহরে।

একটা ক্রস রোড দিয়ে শহরে ঢুকল বেনন। কিছু দূর এগিয়ে মোড় নিয়ে উঠল প্রধান সড়কে। রাস্তাটা ফুট তিরিশেক চওড়া। দু'পাশে কাঠের ফুটপাথ। ফুটপাথ যেখানে নেই সে জায়গাগুলোতে আছে হিচরেইল। পথচারী নেই বললেই চলে, দু'তিনজন আসছে যাচ্ছে ফুটপাথ ধরে। বুল মেডিগান নেই তাদের মধ্যে। সেলুনে ঢুঁ মারবে, ঠিক করল বেনন। ওখানে মেডিগানের থাকার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করা দরকার।

প্রথম সেলুন যেটা ওর চোখে পড়ল সেটার নাম 'হিয়ার ইজ এ গো'। ওটার সামনেই স্পীডিকে থামাল বেনন। রেকাবটায় ঢিল দিয়ে লাগাম বাঁধল হিচরেইলের সঙ্গে। তারপর দৃঢ়পায়ে সেলুনে ঢুকল ব্যাটউইং ঠেলে।

সেলুনের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা, বাইরের মত তপ্ত কড়াই নয়। হাতের ডানদিকে, দেয়ালের খানিক সামনে, বার কাউন্টার। বাম দিকে, কাউন্টারের মুখোমুখি কাঠের তিনটে গোল টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। ঘরের ছাদটা নিচু, মাথার ওপর দু'হাত তুলে আরাম করে আড়মোড়া ভাঙতে পারবে না ছ'ফুট লম্বা বেনন। ঘরের পেছনদিকে, ব্যাটউইঙের উল্টোপাশে, দেয়ালের গায়ে একটা বন্ধ দরজা দেখতে পেল সে।

পাঞ্চারের পোশাক পরা একজন লোক বারে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্ক করছে। ঘাড় ফিরিয়ে বেননকে দেখল। নাকের দু'পাশে খুব কাছাকাছি বসানো লালচে চোখ দুটোয় কোন অভিব্যক্তি নেই। বিছের মত জোড়া ভ্রূ একটু কুঁচকে আছে। উরুর পাশে ঝুলছে দু'হাত দুই হোলস্টারের কাছে। বেল্টে গুঁজে রেখেছে বড়সড়

একটা ছোরা। নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে বসা এই লোকটার শরীরে ইন্ডিয়ান বা মেক্সিকান রক্ত আছে, ছুঁচোল চেহারাটা ভাল মত লক্ষ করে বুঝল বেনন।

আরেক লোক বসে বসে ঘুমাচ্ছে বামদিকের দেয়াল ঘেঁষা টেবিলে। বোধহয় জীবন যুদ্ধে পরাজিত হতাশ কেউ হবে। মাঝ বয়সী। ময়লা পোশাক। দাড়ি না কামানো নোঙরা চেহারা। হতাশা ভুলতেই হয়তো ঘুমে বেহুঁশ। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। মুখের ভেতর ঢুকছে বেরোচ্ছে কয়েকটা নীল মাছি। ওগুলোর ডানার বোঁ বোঁ শব্দকে ঢেকে দিচ্ছে নাক ডাকার গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

বুড়ো বারটেন্ডারকে সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ মনে হলো বেননের। শুঁড় ছাড়া বাচ্চা হাতি। জীবনে এত মোটা মানুষ দেখেনি বেনন। থুতনির তিন নম্বর ভাঁজটা বুকের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। নীল চোখের সদয় দৃষ্টিতে বেননকে দেখল লোকটা। অর্ডার নিতে কাউন্টারের আরেক প্রান্ত থেকে এগিয়ে এলো হেলে দুলে।

'হাওডি, কাউবয়,' মেয়েলি চিকন গলায় বলল সে। 'কি চলবে?'

'ঠাণ্ডা বিয়ার আছে?'

'হা ঈশ্বর! এখানে বরফ পাব কই?' মাথা নেড়ে হতাশ ভঙ্গি করল বারটেন্ডার।

'তাহলে এমনি বিয়ারই দাও।'

পাঞ্চার লোকটা যে এক দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে দেখেও দেখল না বেনন। ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে বিয়ার শেষ করল।

'কোথাও যাচ্ছ, নাকি এখানে কাজ খুঁজতে এসেছ, স্ট্রেঞ্জার?' বেনন নীরব দেখে অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল পাঞ্চার।

'নির্ভর করে,' জবাব দিল বেনন। ইশারায় বারটেন্ডারকে আবার বিয়ার দিতে বলল। 'সবাইকে দাও। বিল আমি দেব।'

'কিসের ওপর নির্ভর করে?' জানতে চাইল নাছোড়বান্দা পাঞ্চার।

'আমি আর আমার ঘোড়ার ওপর।'

'ও, বুঝলাম।' মুখে যাই বলুক, পাঞ্চারের কোঁচকানো ভ্রূ দেখে বোঝা যায় কিছুই বোঝেনি সে, এরপর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না লোকটা।

টেবিলে বসা লোকটা এখনও ঘুমাচ্ছে। 'এই লোক কি মদ্যপানের ঘোর বিরোধী নাকি?' লোকটাকে ইশারায় দেখিয়ে বারটেন্ডারের কাছে জানতে চাইল বেনন। ছোট্ট করে চুমুক দিল বিয়ারে।

হাসল বারটেন্ডার। কেঁপে উঠল থলথলে ভুঁড়ি। টেবিলে বিয়ারের গ্লাস রেখে ভবঘুরেকে ডাক দিল সে, 'ওঠো, জাগ হ্যান্ডেল, এই ভদ্রলোক ড্রিঙ্ক কিনছে।'

মুহূর্তে নাক ডাকা বন্ধ! চোখ মেলল জাগ হ্যান্ডেল। বেননের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞ হাসি উপহার দিল। ঠোঁটে লাগিয়ে একটানে খালি করে ফেলল ভরা বিয়ারের গ্লাস।

'যার-তার সঙ্গে এদিকের লোক মদ খায় না,' গম্ভীর চেহারায় বলল পাঞ্চার।

'আমিও খাই না।' অপমানটা উপেক্ষা করে মাথা দোলাল বেনন।

চেহারায় একটা অসুখী ভাব নিয়ে চুপ করে থাকল পাঞ্চার।

'আমার নাম লেভি গ্রীন।' অস্বস্তিকর পরিবেশ দূর করতে এগিয়ে এলো বারটেন্ডার। বেননের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে চোখের ইশারায় পাঞ্চারকে দেখাল সে। 'এ হচ্ছে ক্রিস্টোফার পাইক, ডায়মন্ড এইটের কাউহ্যান্ড। আর জাগ হ্যান্ডেলের পরিচয় তো আগেই দিয়েছি। এক সপ্তাহ হলো ভাকা ওয়েলসে এসে ঘুমাচ্ছে।

ঘুম ভাঙলে আমার এখানে টুকটাক কাজ করে।'

হাত বাড়িয়ে দিল পাঞ্চার। না দেখার ভান করে একটা সিগারেট রোল করল বেনন। অলিভিয়ার মুখে এই লোকের নাম শুনেছে সে। মেডিগানের সঙ্গে আজ এই লোকই র‍্যাফটার এস র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল। 'আমি রক বেনন,' সিগারেট ধরিয়ে পাঞ্চারের চোখে তাকাল রক। দেখল নামটা শুনেই সতর্কদৃষ্টি ফুটে উঠেছে লোকটার চোখে।

'কোত্থেকে এসেছ তুমি, বেনন?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল পাঞ্চার।

'জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ায়, রকি মাউন্টিনের কাছে। এখন এসেছি মন্ট্যানা থেকে। কোন্‌টা জানতে চাইছ তুমি?'

'মন্ট্যানা বা ক্যালিফোর্নিয়ায় চাকরি নেই?' ঘুরপথে বেননের উদ্দেশ্য জানতে চাইল পাইক।

'অভাব নেই। তবে কোথাও বেশিদিন থাকতে আমার ভাল লাগে না।' হাসল বেনন। হাসিতে এক তিল উষ্ণতা নেই। পায়ে পা বাধিয়ে লাগতে আসা এধরনের লোককে অন্তর থেকে ঘৃণা করে ও। 'তোমার কৌতূহল মিটেছে, না আরও কোন প্রশ্ন আছে?' অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, আছে।' পাইকের চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠল। 'আমি জানতে চাই এখানে তুমি কেন থেমেছ!'

'বিয়ারের তেষ্টা পেয়েছিল।'

'ঠাট্টা রাখো,' চোখ গরম করে তাকাল পাইক, 'আমরা জানতে চাই ভাকা ওয়েলসে তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছ।'

'আমরাটা কে, তোমার সঙ্গে আর কাউকে তো দেখছি না!'

'শহরের সবাই জানতে চায়।' জেদ ফুটে উঠল পাঞ্চারের চেহারায়।

বলছি শোনো, আমি এসেছি তোমাদের কাপুরুষ ফোরম্যান বুল মেডিগানকে শেষ করতে।' হাসল বেনন। বেঁকে গেল ঠোঁটের দু'কোণ। 'ওকে বোলো র‍্যাফটার এস র‍্যাঞ্চে গিয়ে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করার চেয়ে অনেক জরুরী একটা কাজ পড়ে আছে। আমি ওর জন্যে শহরেই অপেক্ষা করব। এবার দূর হও এখান থেকে।'

কারও দিকে তাকাতে পারল না পাইক। মাথা নিচু করে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে। মনে মনে শপথ করল, দিন তারও আসবে, সেদিন বেননকে দেখে নেবে সে। অপেক্ষা করতে হবে উপযুক্ত সময় এবং সুযোগের জন্যে।

চার

ক্রিস্টোফার পাইক বেরিয়ে যেতেই আটকে রাখা দম সশব্দে ছাড়ল লেডি গ্রীন। প্রশংসা মাখা দৃষ্টিতে বেননকে দেখছে জাগ হ্যান্ডেল। কাউন্টারে পেট ঠেকিয়ে বেনন দেখল নতুন একটা বোতল খুলছে সেলুনমালিক। 'এটা সেলুনের সেরা। যত ইচ্ছে খেতে পারো, এক পয়সাও লাগবে না।' বোতল আর গ্লাস বেননের সামনে কাউন্টারে নামিয়ে রাখল বাচ্চা হাতি।

'হঠাৎ! ব্যাপার কি?' হুইস্কির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সেলুনমালিককে দেখল বেনন।

'আন্তরিক শুভেচ্ছার নিদর্শন,' দুঃখী চেহারায় বলল গ্রীন। 'তোমাকে পালাতে হবে, কাউবয়। পাইক হচ্ছে ডায়মন্ড এইট র‍্যাঞ্চের সবচেয়ে নীচ লোক। বাঁচতে চাইলে ভাকা ওয়েলস থেকে

অনেক দূরে চলে যেতে হবে তোমাকে। নাহলে ছাড়বে না সে। পাইক অপমান ভুলে যাওয়ার মানুষ নয়। মেক্সিকান রক্ত আছে ওর শরীরে। একবার অপ্রস্তুত করে দিয়েছ বলেই ভেবো না পাইক সহজ লোক। তাছাড়া আগামীতে রিচার্ড কনেলের পুরো আউটফিট থাকবে ওর পেছনে।'

'মেডিগানের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি থাকছি।' গ্লাসে দু'আঙুল পরিমাণ সোনালী তরল ঢালল বেনন। তারপর গ্লাসটা জাগ হ্যান্ডেলকে দিয়ে দিল। এক চুমুকে তরলটুকু শেষ করে কাউন্টারের আরেক প্রান্তে এসে দাঁড়াল লোকটা। মুখে কিছু বলছে না, তবে বেনন বুঝল, আরও দিলে আপত্তি করবে না। কাউন্টারের ওপর দিয়ে বোতলটা ঠেলে দিল সে। খুশিতে চক চক করে উঠল ভবঘুরের চোখ। পরমুহূর্তেই চেহারায় হতাশার ছাপ পড়ল। বোতলটা সামনে দিয়ে পিছলে জাগ হ্যান্ডেলের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে খপ করে ধরে ফেলেছে গ্রীন। অযথা অপচয়ে সে রাজি নয়।

বিড়বিড় করে ভাগ্যকে দোষারোপ করে আগের সেই টেবিলে গিয়ে বসল জাগ হ্যান্ডেল। আধ মিনিট পরেই শোনা গেল তার নাকের ডাক। ভুঁড়ি কাঁপিয়ে নিঃশব্দে হাসল লেভি গ্রীন।

'তুমি তো এখানে অনেকদিন আছ বোধহয়,' জাগ হ্যান্ডেল ঘুমিয়ে পড়ায় বলল বেনন, 'এই এলাকার একটা বর্ণনা দিতে পারবে? আমি জানতে চাই র‍্যাঞ্চগুলো কোন্‌টা কোথায়।' উপত্যকায় আজকে কি ঘটেছে সেলুনমালিককে খুলে বলল বেনন।

শুনে মাথা নাড়ল সেলুনমালিক। 'পাইক এসে যখন বলল মেডিগান আর সে পানি খেতে র‍্যাফটার এস-এ থামতেই বিনা উস্কানিতে গুলি শুরু করেছে এডওয়ার্ড অ্যাডলার, তখনই বুঝেছি মিথ্যে বলছে লোকটা। ওরা নাকি অস্ত্র পর্যন্ত ছোঁয়নি!'

'আমি ছিলাম ওখানে। কেবিন লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে ওরা।'

'আমি বিশ্বাস করেছি তোমার কথা।' রাগের ছাপ পড়ল গ্রীনের চেহারায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আশেপাশে ছোটবড় অনেকগুলো র‍্যাঞ্চ আছে! তবে, চারটে র‍্যাঞ্চ উল্লেখ করার মত। বাকিগুলো কোনমতে টিকে আছে। আসল চারটের মধ্যে অ্যাডলারদের র‍্যাফটার এস তুমি চেনো। ওই র‍্যাঞ্চের জমি উত্তর দিকে উপত্যকার শেষ সীমা পেরিয়ে ভার্ড হিলস পর্যন্ত, তবে বাজি ধরতে পারি ওখানে ওদের একটা গরুও তুমি খুঁজে পাবে না।'

'র‍্যাফটার এসের ব্র্যান্ড অল্প যে কটা গরুর গায়ে দেখেছি সেগুলো উপত্যকায় চরছিল।'

'ওই ক'টাই অবশিষ্ট আছে। যাই হোক, শহর থেকে বিশ মাইল দক্ষিণে জর্জ ভনের লেযি ভি র‍্যাঞ্চ। বারো মাইল পুবে বাক কারবির স্ল্যাশ ও। ডায়মন্ড এইট হচ্ছে তিরিশ মাইল পশ্চিমে। ওই র‍্যাঞ্চটার মালিক কনেলরা তিন ভাই। বড় জন হচ্ছে এলমার কনেল। সারাদিন মদ খেয়ে পড়ে থাকে, কোন কাজ করে না। ছোট জন অ্যাঙগাসটাস, নিজেকে মনে করে রোমিওর বাপ—মস্ত বড় লেডিকিলার। সারাদিন মেয়েদের পেছনে ঘোরে। বাকি থাকল রিচার্ড, সে-ই র‍্যাঞ্চটা চালায়।'

'যতদূর বুঝছি খুব দক্ষতার সঙ্গেই চালাচ্ছে।'

'লোকটা পিস্তলেও অসম্ভব চালু,' বলল গম্ভীর সেলুনমালিক। 'পাইকের সঙ্গে শত্রুতা থাকলে পেছন থেকে গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনা আছে, তবুও রিচার্ডের বদলে আমি বরং পাইকের সঙ্গেই শত্রুতা করব।' মাথা চুলকাল গ্রীন। 'ব্যস, এই হচ্ছে ব্যাপার। কনেলরাই সবচেয়ে প্রভাবশালী। কেউ ওদের ঘাঁটায় না।...ও, আরেকটা ব্যাপার তো ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে। লোকে বলে হুমকি দিয়ে র‍্যাঞ্চটা দখল করেছে কনেলরা। কথাটা সত্যি হলেও আমি অবাক হব না। ওরা সব পারে। কনেলদের বুড়ো বাপ মরার

আগে বউকে অত্যাচার করে মেরে রেখে গেছে। শেরিফ অবশ্য অন্যরকম বলে। রিচার্ড কনেলের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা খায় সে।'

'এবার রাসলিঙের ব্যাপারে কিছু বলো।'

'আমি জানি না কিছু।' আতঙ্কিত দেখাল লেভি গ্লীনকে। থমকে গিয়ে বলল, 'তাছাড়া জানলেও এবিষয়ে কথা বলা বিপজ্জনক। দেখতেই পাচ্ছ পিস্তলবাজি বা ঘোড়া দাবড়ানোর তুলনায় আমি একটু মোটা হয়ে গেছি।'

'আমি তোমাকে জোর করব না।' কাউন্টারের ওপর একটু ঝুঁকে বলল বেনন। 'একটা মেয়ে আর পঙ্গু একজন লোকের শেষ আশ্রয়টুকু কেড়ে নিচ্ছে ওরা। তুমি যদি পুরুষমানুষ হয়ে থাকো চুপ করে থাকবে না তুমি।'

কথা শেষ করেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বেনন। ওর সন্দেহ মিথ্যে নয়, নাক ডাকা বন্ধ করে গভীর মনোযোগে ওদের কথা শুনছে জাগ হ্যান্ডেল। বেনন ঘুরতেই চট করে চোখ বন্ধ করল লোকটা। নাক ডাকা শুরু হলো আবার।

সেলুনমালিকের দিকে ফিরল বেনন। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লোকটার চর্বিময় মুখ। বেননকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসার চেষ্টা করল। ঢোক গিলে বলল, 'ঠিক করলাম, যদি মরি তো সাহসী লোকের মত একবারই মরব। বলো, কি জানতে চাও?'

'কাদের কাদের র‍্যাঞ্চে রাসলিঙ হচ্ছে?'

'যে চারটে র‍্যাঞ্চের কথা বললাম, সবকটায়। তবে গত দু'বছর র‍্যাফটার এসের দিকেই রাসলারদের নজর ছিল বেশি। স্ল্যাশ ও আর লেযি ভি র‍্যাঞ্চে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম। স্পষ্ট বোঝা যায় শুধু এডওয়ার্ড অ্যাডলারকে ফতুর করে দিতে চাইছে কেউ একজন।'

'এই কেউ একজনটা নিশ্চয়ই রিচার্ড কনেল? নিজেদের র‍্যাঞ্চে রাসলিঙের কথা ছড়াচ্ছে যাতে সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে।'

'আমারও তাই ধারণা,' একমত হলো গ্লীন। 'তবে কোন প্রমাণ নেই। দু'জন ডিটেকটিভ তদন্ত করতে এসেছিল। পাইকের মুখে তো শুনলেই তাদের কপালে কি ঘটেছে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল সে, 'আমার ধারণা নদীর খামখেয়ালীপনা রিচার্ড কনেলকে রাসলিঙ করতে বাধ্য করেছে। ল্যাটিগো নদী ডায়মন্ড এইটের একটা কোনা ছুঁয়ে উপত্যকায়, র‍্যাফটার এসের ওপর দিয়ে গেছে। দু'বছর হলো অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটছে, গরমকালে ল্যাটিগো নদী মাটির তলা দিয়ে বইছে, ডায়মন্ড এইট পার হয়ে র‍্যাফটার এস রেঞ্জে এসে আবার উঠে আসছে মাটির ওপর। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও...'

'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য নয়,' গ্লীনের কথা কেড়ে নিল বেনন। 'বেনসনের কাছেই স্যান পেডরো নদী—বর্ষাকালে প্রায়ই ওটা মাটির তলায় মুখ লুকায়।'

'ল্যাটিগো খামখেয়ালী হয়ে ওঠায় ডায়মন্ড এইট পানি পাচ্ছে না,' কথার খেই ধরল গ্লীন। 'এঞ্জিনিয়ার ডেকে ব্যবস্থা নিতে পারত রিচার্ড কনেল, কিন্তু তা সে করবে না। র‍্যাফটার এস কিনে নেবার প্রস্তাব দিয়েছিল সে। এতই কম টাকা সেধেছিল যে পাগল ছাড়া আর কেউ রাজি হবে না। এখন অভুক্ত রেখে অ্যাডলারদের তাড়াতে চাইছে লোকটা। দ্রুত গায়েব হয়ে যাচ্ছে র‍্যাফটার এসের গরু। এডওয়ার্ড গোঁয়ার লোক। সে-ও নড়বে না, লড়বে শেষ পর্যন্ত। গতবছর রাউন্ডআপের আগে টাকার অভাবে সবকজন কাউহ্যান্ডকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। তবে এবার বোধহয় তাকে যেতেই হবে। রিচার্ডের নির্দেশে রসদ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে জেনারেল স্টোরের মালিক। টাকা তো আগেই ছিল

না, এবার খাবার জোটাতেও হিমশিম খেতে হবে বেচারাকে। সামান্য টাকা যা আছে তা নিয়ে শহরে এসেছিল অলিভিয়া, স্টোরের মালিক তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

'নাম কি লোকটার?'

'ফ্যাবিয়ান স্লেজার।'

লোকটাকে একটু কড়কে দিতে হবে, ঠিক করল বেনন। অবাক হলো নিজের ভেতর রাগ উথলে উঠছে বুঝে। জিজ্ঞেস করল সে, 'স্ল্যাশ ও আর লেযি ভি'র মালিকরা ব্যাপারটা জানে না? ওরা চুপ করে এই অন্যায় মেনে নিচ্ছে কেন?'

'আমি জানি না।' মাথা নাড়ল সেলুনমালিক। একটু ভেবে বলল, 'এমন হতে পারে ওরা জানেই না কিছু। তাছাড়া সেধে নাক গলিয়ে রিচার্ড কনেলের শত্রু হতে চায় না কেউ। যতদিন ওদের গরু নিরাপদ থাকবে অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না বাক কারবি বা জর্জ ভন। এমনিতেই ওরা দু'জনই একলষেঁড়ে, পারতপক্ষে কারও সঙ্গে মেশে না।'

'আচ্ছা গ্রীন,' প্রসঙ্গ পাল্টাল বেনন। 'বাকবোর্ড ভাড়া পাওয়া যাবে কোথায় বলতে পারো?'

'লিভারিতে একটা আছে। ভাড়া খাটায়।' চোখ পিটপিট করে তাকাল সেলুনমালিক। 'তোমার হঠাৎ বাকবোর্ডের খবরে কি দরকার?'

'রসদ নিয়ে এডওয়ার্ড অ্যাডলারের ওখানে যাব।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল লেভি গ্রীন। সামলে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'পাগল হয়েছ? খুন করে ফেলবে ওরা তোমাকে। ভুলেও অমন কাজ কোরো না, "সিংহের গুহায় ড্যানিয়েল" গল্পটা পড়োনি?'

'পড়িনি, তবে বুড়ো এক যাজকের মুখে শুনেছি।' হাসল

বেনন। 'ড্যানিয়েল সিংহদের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছিল।'

'তুমি কিন্তু ড্যানিয়েল নও,' বোঝাবার চেষ্টা করল গ্লীন। 'কনেলরা তোমাকে র‍্যাফটার এস পর্যন্ত পৌঁছতে দেবে না।' উপদেশ মাঠে মারা গেছে বেননের চেহারা দেখে বুঝল গ্লীন। কাউন্টারের পেছন থেকে জঙ পড়া একটা পুরানো ·৪৫ কোল্ট বের করে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি যাবেই। তাহলে বুড়ি বেটসি অ্যানকে তেল মেরে পরিষ্কার করতে হয়! আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

টাকরায় শব্দ তুলল বেনন। মুচকি হাসল। বলল, 'বাজি ধরতে পারি লিভারি স্টেবলে দুই টনি ওয়্যাগন একটাও নেই। তোমার যাওয়া হচ্ছে না, গ্লীন। মাঝপথে চাকা ভেঙে আটকে যেতে আমি অন্তত রাজি নই।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল সেলুনমালিক। মুখটা টুকটুকে লাল হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎই হাসল সে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ বেনন, ওয়্যাগনে চড়া হাতির মানায় না।' বুঝতে পারছে সে, অপমান করা বেননের উদ্দেশ্য নয়, বেনন চায় না বয়স্ক একজন মানুষ খামোকা মৃত্যুর ঝুঁকি নিক।

সেলুনমালিকের বাড়ানো হাতটা শক্ত করে ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল বেনন। এই একটা মুহূর্তে অন্তর থেকে লোকটাকে ভাল লেগে গেছে ওর। মেনে নিয়েছে বন্ধু হিসেবে। 'ঠাট্টা করছিলাম, গ্লীন,' বলল সে, 'এখানেই তোমাকে আমার বেশি দরকার। যতক্ষণ নিরপেক্ষ একটা ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পারছ, লোকের কথা শোনার সুযোগ পাবে। চোখ-কান খোলা রেখো, আমাকে দেয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানতে পারবে। আর, চিন্তা কোরো না, র‍্যাফট্যার এস র‍্যাঞ্চে আমি নিরাপদেই পৌঁছব। রিচার্ড কনেলের সাধ্য নেই আমাকে ঠেকায়।'

চেষ্টা করেও চেহারা থেকে শঙ্কার ছাপ দূর করতে পারল না সেলুনমালিক। বেননের তুলনায় রিচার্ড কনেলের লোকদের অনেক ভাল ভাবে চেনে সে।

পাঁচ

'হিয়ার ইজ এ গো' সেলুন থেকে বেরিয়ে সময় নষ্ট করল না পাইক। চলে এলো সিলভার স্পার সেলুনে। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলছে তার। জানে, এখানেই থাকবে ডায়মন্ড এইটের ফোরম্যান—বুল মেডিগান।

হতকুচ্ছিত চেহারার নিচু একটা লম্বামত ঘরে সিলভার স্পার সেলুন। ওটার মালিক ডায়মন্ড এইটের প্রাক্তন এক পাঞ্চার। তাকে সেলুনটা করে দিয়েছে রিচার্ড কনেল।

পাইক যখন সেলুনে ঢুকল তখন দশবারো জন মাতাল আড্ডা জমিয়েছে। কোনার দিকে একটা টেবিল দখল করে একা বসে আছে বুল মেডিগান। সামনে হুইস্কির একটা বোতল আর দুটো গ্লাস।

পাইক আসতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেডিগানের মুখ। হাসল সে। চোখের নিচে লালচে পুটুলি দুটো একটু বড় হলো। 'এত দেরি করলে কেন?' জানতে চাইল বুল, 'তুমি জানো না আমি একা ড্রিঙ্ক করা পছন্দ করি না?'

জবাব দিল না পাইক, চেয়ার টেনে বসে পড়ে পাল্টা প্রশ্ন

করল, 'রক বেনন নামের কাউকে তুমি চেনো, মেডিগান?'

ঠোঁটের কোণে কায়দা করে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে রেখেছিল বুল, পাইকের মুখে নামটা শুনে মেঝেতে খসে পড়ল ওটা। হাঁ হয়ে গেছে মেডিগানের মুখ। সশব্দে বাতাস টানল সে। 'কি নাম বললে তুমি?' জানতে চাইল কর্কশ সুরে, 'রক বেনন?'

'হ্যাঁ, রক বেনন। ভাকা ওয়েলসে এসেছে লোকটা। তোমাকে খুঁজছে। র‍্যাফটার এস রেঞ্জে আমাদের দেখেছে।' দরজার দিকে চোখের ইশারা করল পাইক। 'এই যে, রিচার্ড কনেলও এসে গেছে।'

দু'জন পাঞ্চারকে নিয়ে সেলুনে ঢুকেছে রিচার্ড কনেল। পিটিয়ে তক্তা বানানোর ব্যাপারে দক্ষিণে কুখ্যাতি আছে এই পাঞ্চার দু'জনের। পিস্তলেও কম যায় না। শারীরিক আকৃতি দশাসই, তবে রিচার্ডের পাশে কিছুই লাগছে না। নাম তাদের হামফ্রে ট্রেসি আর গাস র‍্যান্ডাল। মানিকজোড়। সব সময় এক সঙ্গে কাজ করে।

রিচার্ড কনেল সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। চওড়া শক্তিশালী কাঁধ। প্রশস্ত বুক। শরীরে বুনো মোষের মত শক্তি। দেখলেই মনে হয় অশুভ কিছু একটা আছে এই লোকের মধ্যে। ফ্যাকাসে নীল ভাবলেশহীন চোখ দুটো নাকের দু'পাশে খুব কাছাকাছি বসানো। হলুদ রঙের পুরু গোঁফ ঠোঁটের ঝুলে পড়া কোণ দুটো ঢেকে রেখেছে, নাহলে থুতুর সাদা ফেনা কষায় জমে থাকতে দেখা যেত। হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা দুটো সিক্সগান ঝুলিয়েছে সে। পরনে উলের তৈরি মোটা শার্ট আর নীল জিন্স।

দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এসে মেডিগানের সামনে বসল র‍্যাঞ্চার। 'কি ঘটল ওখানে?' বোতল থেকে এক ঢোক হুইস্কি গিলে জানতে চাইল সে।

'কাজ হয়নি,' বলল পাইক। 'পৌঁছেই দেখি কেবিনের দরজায়

দাঁড়িয়ে আছে অ্যাডলার। গুলি করলাম, লাগল না। দরজা বন্ধ করে জানালা দিয়ে গুলি শুরু করল লোকটা। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় পিছিয়ে আসতে হয়েছে আমাদের।'

চোখ সরু হয়ে গেল কনেলের। 'মেয়েটা ছিল ওখানে?'

'না,' মাথা নাড়ল বুল। 'তবে, জঙ্গলের মধ্যে ওর ঘোড়াটাকে পেয়ে মেরে ফেলেছি। ভেবেছিলাম ঘোড়া না থাকলে মেয়েটাকে সহজেই ধরতে পারব, কিন্তু ঝোপঝাড়ের আড়ালে কোথায় যে লুকাল খুঁজে পেলাম না। বেশিক্ষণ অবশ্য খুঁজিনি, কেবিনের দিকেই আমাদের মনোযোগ বেশি ছিল। আমরা...'

'তোমরা এক নম্বরের গর্দভ,' মেডিগানকে কথা শেষ করতে দিল না রিচার্ড কনেল। রাগে ধকধক করে জ্বলছে চোখ জোড়া। 'তোমাদের না বলেছি মেয়েটাকে ঘাঁটানো চলবে না?' নিচু গলায় ধমক দিল সে। 'মেয়েদের সঙ্গে লাগতে গেলে সবাই আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তারপর? ওখান থেকেই সোজা শহরে চলে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল পাইক। 'আমি ঢুকলাম হিয়ার ইজ এ গো সেলুনে, মেডিগান এলো এখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে। ভাল কথা, আভাসে ইঙ্গিতে সেলুনটা বেচে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছি, লেভি গ্লীনের গরজ দেখলাম না—বোধহয় ভাল ব্যবসা করছে, রাজি হবে বলে মনে হয় না।'

'বেচতে তাকে হবেই।' বোতল থেকে আরেকবার চুমুক দিল রিচার্ড কনেল। শার্টের কাঁধে ঠোঁট মুছে বলল, 'গ্লীন নিরপেক্ষ থাকতে চায়। এই এলাকায় তা চলবে না। হয় তাকে আমাদের পক্ষ নিতে হবে, নয়তো চলে যেতে হবে। পক্ষ সে নেবে না, কাজেই চলে যাবে।'

গ্লীনের সেলুনে কি ঘটেছে কনেলকে জানাল পাইক। মনোযোগ

দিয়ে শুনল রিচার্ড। পাইকের কথা শেষ হওয়ার পর বলল, 'তোমাদের সাবধান করেছিলাম র‍্যাফটার এস রেঞ্জে তোমাদেরকে কেউ যেন না দেখে। এই রক বেনন লোকটা দেখে ফেলেছে। একে মুখ খোলার সুযোগ দেয়া যাবে না।' মেডিগানের দিকে তাকাল সে। 'পাইক বলল রক বেনন তোমাকে খুঁজছে। লোকটাকে চেনো তুমি?'

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল মেডিগান। 'ডুয়েলে ওকে হারিয়ে দিয়েছিলাম। মারাত্মক আহত হয়েছিল। কি করে যে বাঁচল, ভেবে অবাক লাগছে।' রঙ চড়িয়ে ঘটনাটা বলল মেডিগান। উল্লেখ করতে ভুলে গেল বেনন নিরস্ত্র ছিল, পেছন থেকে গুলি করেছে সে। আর কেউ দায়িত্ব নিতে রাজি না হওয়ায় ডায়মন্ড এইটের ফোরম্যান হবার সুযোগ পেয়েছে মেডিগান। পদটা সে হারাতে চায় না। ভীতু লোকের স্থান নেই ডায়মন্ড এইটে। বর্ণনা যখন শেষ করল, পাইক আর পাঞ্চার দু'জনের কাছে সে তখন দুর্ধর্ষ এক গান ফাইটার। কোন মন্তব্য না করে শুনল রিচার্ড কনেল।

'প্রয়োজনে তাহলে তোমার ওপরই বেননকে শেষ করার ভার দেব, বুল,' মেডিগানের কথা শেষ হতেই বলল সে। তাকাল পাইকের দিকে। 'কেন রক বেননকে তোমার ক্যাটল ডিটেকটিভ বলে মনে হলো?'

'লোকটা বলেনি যে সে ক্যাটল ডিটেকটিভ না।'

'এটা কোন যুক্তি হলো না।' মেডিগানের দিকে ঘাড় ফেরাল কনেল। 'তুমি তো বেননকে চেনো, তোমার কি মনে হয়, বেনন অ্যাসোসিয়েশনের ডিটেকটিভ?'

'অসম্ভব।' শুকনো চেহারায় মাথা নাড়ল মেডিগান। 'বেননের নাম শোনোনি? আউট-ল রক বেনন? এ ধরনের লোককে ক্যাটল অ্যাসোসিয়েশন বিশ্বাস করে চাকরি দেবে না।'

'ঠিকই বলেছ তুমি। নাম শুনেছি বেননের। ওরকম কাউকে চাকরি দেবে না কেউ।' হাসল রিচার্ড কনেল। 'আমি ছাড়া। যে লোক ক্রিস্টোফার পাইককে ভড়কে দিতে পারে তার মধ্যে জিনিস আছে। বেননকে পাশে পেলে খুশি হব আমি।' পাইক আর মেডিগানকে পালা করে দেখল র‍্যাঞ্চার। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো। খবরদার, বেশি গিলে মাতাল হবে না। আমরা স্লেজারের স্টোরে যাচ্ছি, মালপত্র কিনে বিল মিটিয়ে আসব। তারপর ঠিক করা যাবে কি করা যায়।'

ট্রেসি আর র‍্যান্ডালকে নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার।

কাঠের রঙ চটা দেয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বুল মেডিগান। এই মুহূর্তে নিজেকে তার বুল নয়, ইঁদুর মনে হচ্ছে। কলে আটকা পড়া ইঁদুর! খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত ভাকা ওয়েলসে এসে হাজির হয়েছে রক বেনন! ভাবলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অনবরত ঘামছে সে। মদের নেশা কেটে গেছে।

'এত অন্যমনস্ক কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি?' টিটকারির হাসি পাইকের মুখে। 'কি মনে হয়, পারবে বেননের সঙ্গে? না পারলে আগেই বলে দাও, তোমার চেয়ে আমার হাত চালু।'

চুপ করে থাকল মেডিগান। বুঝতে পারছে কথা বললে গলা কেঁপে যাবে।

'গতবার ওর পিঠে গুলি করোনি তো?' মোলায়েম সুরে জানতে চাইল পাইক। 'কেন যেন মনে হচ্ছে কর্পুরের মত উড়ে গেছে তোমার আত্মবিশ্বাস।'

'বাদ দাও, এসো দু'ঢোক খাই,' প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল বুল। গ্লাসে হুইস্কি ঢালল।

'তোমার ইচ্ছে হলে খাও। চীফ বলেছে না খেতে। আমি খাব

না।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল পাইক। অপেক্ষা করছে, রিচার্ড কনেল নির্দেশ দেবে কি করতে হবে।

প্রায় সন্ধে করে ফিরল রিচার্ড কনেল। ভীড় বেড়েছে সিলভার স্পার সেলুনে। ভয় মেশানো শ্রদ্ধায় সবাই পথ ছেড়ে দিল কনেলকে। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার, খুশি হলো কর্মচারীরা অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করেছে দেখে। মেডিগান বা পাইক, কেউ মাতাল নয়। টেবিলে রাখা বোতলে হুইস্কির পরিমাণ প্রায় আগের মতই।

'ট্রেসি আর র‍্যান্ডাল এখানেই অপেক্ষা করবে,' ভূমিকায় না গিয়ে কাজের কথায় এল র‍্যাঞ্চার। তাকাল মেডিগানের দিকে। 'তুমি, আমি আর পাইক যাব হিয়ার ইজ এ গো সেলুনে। বেননকে চাকরির কথা বলব আমি। সে যদি রাজি হয় ভাল, নাহলে তুমি, মেডিগান, তুমি দেখাবে তোমার হাত কতটুকু চালু।'

'কাজটা একা আমার ওপর চাপানো কি ঠিক হচ্ছে?' ঢোক গিলল বুল। চেহারা রক্তশূন্য।

বাঁকা হাসি দেখা দিল পাইকের ঠোঁটে। পাঞ্চার দু'জন কৌতূহলী চোখে তাকাল তাদের ফোরম্যানের দিকে। একটু আগেই যাকে দুর্ধর্ষ গানম্যান ভাবছিল, তার যোগ্যতায় হঠাৎ তাদের সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কুঁচকে যাওয়ায় রিচার্ড কনেলের সোনালী ভ্রূ দুটো এক হয়ে গেল। 'কি ব্যাপার, মেডিগান?' জানতে চাইল সে, 'তুমি কি বেননকে ভয় পাচ্ছ নাকি?

'না,' ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল মেডিগান।

'তাহলে?'

'বেনন আমার চেয়ে চালু। শূটিং প্রতিযোগিতায় ওর সঙ্গে

একবারও পারিনি আমি।'

'প্রতিযোগিতা আর সত্যিকারের গোলাগুলি এক হলো নাকি।' হাসল রিচার্ড কনেল। বেরিয়ে পড়ল বড় বড় হলদে দাঁত। 'একবার তুমি ওকে হারিয়েছ। আবারও পারবে। মন থেকে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলো, বেনন যদি চাকরি করতে না চায়, ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তোমাকে, অথবা লেজ গুটিয়ে পালাতে হবে। আমার সময় কম। তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নাও। ডায়মন্ড এইটে কাপুরুষের জায়গা হবে না।'

মনস্থির করল বুল। অপমানিত হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। তাছাড়া ঝুঁকি না নিলেই হলো। আবারও পেছন থেকে বেননকে ফুটো করবে সে। আইনের ভয় নেই, মিথ্যে সাক্ষি রাখলেই চলবে, শেরিফ রিচার্ড কনেলের লোক, বাড়াবাড়ি করতে সাহস পাবে না কেউ।

বোতল মুখে ঠেকিয়ে নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢালল বুল মেডিগান। শিরায় শিরায় ছলকে উঠল রক্ত। গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে তরল আগুন, ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। দ্রুত ফিরে আসছে সাহস। আরও দু'ঢোক খেল মেডিগান। প্রয়োজনে এখন সে বেননের মুখোমুখি হতেও ভয় পাবে না।

রিচার্ড কনেল কৌতূহলী চোখে তাকাতেই উঠে দাঁড়াল সে। দৃঢ় পায়ে বেরোল সেলুন থেকে। এগোল হিয়ার ইজ এ গো সেলুনের দিকে। পেছনে আসছে রিচার্ড কনেল আর ক্রিস্টোফার পাইক।

সন্ধে নেমেছে। কালিগোলা অন্ধকার চারপাশে। রাস্তার তেলের বাতি এখনও জ্বালানো হয়নি। বোর্ডওয়াকে বুটের শব্দ তুলে দ্রুত হাঁটছে ওরা তিনজন। রাস্তা প্রায় জনশূন্য।

হাঁটার ওপরই রিভলভারে গুলি আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল

মেডিগান। সন্তুষ্ট হয়ে অস্ত্র রেখে দিল হোলস্টারে।

কনেল বলল, 'চিন্তা কোরো না বুল, আমরা তোমার পেছনেই থাকব। বেনন আগে ড্র করলেও ক্ষতি নেই। আমরা আছি। তিনজনের সঙ্গে পারবে না লোকটা।'

'তোমাদের লাগবে না,' মদ কাজ শুরু করেছে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল মেডিগান। 'আমি একাই যথেষ্ট। ওর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে খাব আমি।'

'কিন্তু আমি আগে ওকে চাকরির কথা বলতে চাই। বেনন রাজি না হলে...'

'ওসব তোমার কথা, আমার নয়,' র‍্যাঞ্চারকে থামিয়ে দিল মেডিগান। 'আমি ওকে খুন করব। তোমরা নাক গলাতে এসো না। ডায়মন্ড এইট বুল মেডিগান আর রক বেননকে এক সঙ্গে রাখার মত বড় না।' গতি বাড়াল সে। বেননের লাশ দেখার জন্যে তর সইছে না।

মেডিগানকে থামাতে পাইক হাত বাড়াতেই, হাতটা ধরে ফেলল রিচার্ড কনেল। 'ওকে যেতে দাও,' বলল সে। 'এধরনের মানুষ আমি আগেও দেখেছি। মদের নেশায় পেয়েছে, তবে মাতাল হয়নি, একটা গুলিও ফস্কাবে না।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো পাইক।

দু'জনই তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়িগুলোর জানালা পথে হলদে আলো পড়ে রাস্তায় আলো আঁধারি সৃষ্টি হয়েছে। সেই আলোয় চকিতের জন্যে মেডিগানকে তারা দেখতে পেল। রিভলভার দুটো এখন মেডিগানের হাতে! সেলুনের ব্যাটউইঙের কাছে পৌঁছে গেছে, এখনই ভেতরে ঢুকবে মেডিগান!

'দেখেছ!' ফিসফিস করে বলল পাইক, 'আমিও এটাই করতাম, বেননকে কোন সুযোগ দেবে না বুল!'

ঘোঁৎ করে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'তুমি করতে অন্ধকারে। লোকে বোঝার আগেই হাওয়া হয়ে যেতে, আইন তোমাকে ছুঁতে পারত না। এ ব্যাটা খুন করবে সবার সামনে। ফাঁসিতে ঝোলার সাধ হয়েছে!'

'চেষ্টা করলে এখনও ওকে থামানো যায়। ডাক দেব?'

'না। যেতে দাও।'

'কিন্তু…'

'আমি ভেবে দেখেছি, মেডিগানের শত্রু আমাদের সঙ্গে খাপ খাবে না। লোকটাকে মেরে ফেলুক মেডিগান, তারপর ওকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আমরা বুঝিয়ে দেব আইনের প্রতি আমাদের কত শ্রদ্ধা।'

'যদি উল্টোটা ঘটে?'

'তুমি অন্ধকারে কাজ সারবে। বেনন বা মেডিগান মরল কি বাঁচল তাতে এখানে কার কি এসে যায়।' হাসল র‍্যাঞ্চার। 'সত্যি কথা বলতে কি, মেডিগানকে আমি ফাঁসিতে ঝুলতে দেখলে দুঃখ পাব না। লোকটা গোঁয়ার। আমাদের ব্যবসায় এধরনের নির্বোধ লোক বিপজ্জনক।'

ছয়

হিয়ার ইজ এ গো সেলুন। ভীড় বেশি নেই। যারা আছে, রাতের খাওয়া সেরে ঘুমাতে যাবার আগে দু'ঢোক খেতে এসেছে।

'এবার যেতে হয়।' সিগারেটের গোড়া বুটের তলায় নিভিয়ে গ্রীনের দিকে তাকাল রক বেনন। 'ওয়্যাগনে করে মালপত্র নিয়ে র‍্যাফটার এস-এ পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

'কি করতে যাচ্ছ সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই, বেনন,' সাবধান করার ভঙ্গিতে নিচু গলায় বলল গ্রীন। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

হাসল বেনন। পেটে চাপড় মেরে বলল, 'পরিষ্কার ধারণা আছে। এখন আমি শহরের সবচেয়ে ভাল রেস্টুরেন্টে গিয়ে পেট পুরে খাব।'

'ঠাট্টা নয়, বেনন, তুমি বুঝতে পারছ না...' মুখটা হাঁ হয়ে গেল গ্রীনের। প্রতিবাদ করতে দু'হাত তুলল সে। ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। কথা বলতে চেষ্টা করে পারল না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

ঝট করে দরজার দিকে ফিরল বেনন। হাত ঝুলিয়ে দিল উরুর পাশে। দেখল ব্যাটউইং ঠেলে ঢুকেছে মেডিগান। ক্রোধে বিকৃত চেহারাটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। দু'হাতে উদ্যত দুটো সিক্সগান।

'শুনলাম আমাকে নাকি খুঁজছ, বেনন?' থমকে দাঁড়িয়ে হিস্টিরিয়া রোগীর মত হেসে উঠল মেডিগান। 'আমি এসেছি। বের করো তোমার অস্ত্র।'

থমথমে নীরবতা সেলুনে। ক্লিক শব্দে হ্যামার কক করল মেডিগান। নৈঃশব্দ্যের মাঝে ওটুকু শব্দই বিকট শোনাল।

যে ক'জন কাস্টোমার বেননের পাশে, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ছিল, হুড়মুড় করে সরে গেল সবকজন। বারকীপের ছোট টুলে বসে পড়ল গ্রীন। পা আর ওজন রাখতে পারছে না। মুচমুচ শব্দে আপত্তি জানাল টুল।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বেনন। স্থির দৃষ্টি মেডিগানের ওপর

নিবদ্ধ। বুঝতে পারছে, মাত্র একটা সুযোগ পাবে সে। হিসেবে কোন ভুল হলে...

'কি হলো, ড্র করো!' খেঁকিয়ে উঠল মেডিগান। নিজেও জানে না চেঁচাচ্ছে। 'ভয় পাচ্ছ নাকি? তুমি পিস্তল বের করার আগে ট্রিগার টিপব না।' ঠোঁট বেঁকে গেল মেডিগানের। সাপের মত তাকিয়ে আছে। মুখে যাই বলুক, অপেক্ষা করবে না সে, বেননের হাত নড়া মাত্রই টিপে দেবে ট্রিগার।

ডানদিকে লাফ দিল বেনন। শূন্যে ভাসিয়ে দিল দেহ। বিদ্যুৎ গতিতে হোলস্টারে ছোবল মারল ওর হাত। ঝাঁকি খেয়ে বেরিয়ে এলো সিক্সগান। মেঝেতে পড়ার আগেই মেডিগানের বুকে লক্ষ্যস্থির করল বেনন।

গুলি করল মেডিগান। পর মুহূর্তেই গর্জে উঠে জবাব দিল বেননের অস্ত্র।

মেঝে স্পর্শ করার আগেই আরেকটা বুলেট পাঠাল বেনন।

এক নাগাড়ে গুলি করে রিভলভার দুটো খালি করে ফেলল মেডিগান। কাউন্টারের পেছনের রঙ ওঠা কাঠের দেয়ালে একসারি নতুন গর্ত হলো।

ভয়-বিস্ময়-অভিমানের মিশ্র একটা ছাপ পড়ল মেডিগানের চেহারায়। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল সে। মুঠো শক্ত করে অস্ত্র ধরে রাখতে চাইল।

অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে ওগুলো। টন টন সীসার মত ভারী।

কাঠের মেঝেতে পড়ল রিভলভার। অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে অস্ত্রের দিকে একবার তাকাল মেডিগান, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। প্রচণ্ড আক্ষেপে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল সারা শরীর। বুকে, হৃৎপিণ্ডের ওপর পাশাপাশি দুটো ফুটো। গর্তগুলো থেকে কুলকুল করে রক্ত নেমে ভিজিয়ে দিচ্ছে কাঠের মেঝে।

উঠে দাঁড়াল বেনন। চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে সিক্সগান রিলোড করল। ফুঁ দিয়ে নলের ধোঁয়া উড়িয়ে মেডিগানের লাশের দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি জানতাম, সামনাসামনি হলে তুমি পারবে না।'

'আমার জীবনে দেখা সেরা লড়াই,' বলল বুড়ো মত একজন। অস্বাভাবিক পরিবেশ কেটে যেতেই একসঙ্গে কথা বলতে লাগল সবাই। গম গম করতে লাগল সেলুন। বুলেটের নীলচে কটুগন্ধযুক্ত ঘন ধোঁয়া তখনও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়নি, দরজার কাছে পাক খেয়ে খেয়ে ভাসছে বাতাসে।

'তুমি আমাকে খুন করাবে, বেনন,' গুঙিয়ে উঠল গ্রীন।

গম্ভীর চেহারায় মেডিগানের লাশটা আরেকবার দেখল বেনন। খুনোখুনি ওর পছন্দ নয়, অথচ ভাগ্য ওকে বারবার এধরনের পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করায়। সেধে এসে ঝামেলা চাপে ওর ঘাড়ে, দুর্বলের পক্ষ নিলে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে এমন ঘটাই স্বাভাবিক। দ্রুত চিন্তা চলছে বেননের মাথায়। এখানে এসে গোলমাল পাকানোর সাহস মেডিগানের হত না, যদি না ক্ষমতাশালী কেউ থাকত তার পেছনে। কে সেই লোক? রিচার্ড কনেল? কোথায় এখন ক্রিস্টোফার পাইক? অন্ধকারে লুকিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে? মেডিগানকে পাঠিয়েই ওরা নিশ্চিন্ত, নাকি নিশ্চিত হতে আসবে কেউ?

সতর্ক ঘণ্টী বেজে উঠল বেননের মনে। এই সঙ্কেত কখনও অবহেলা করে না সে। ব্যাটউইং দরজার কাছে চলে এলো বেনন। ব্যাটউইঙের পাশে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। অস্ত্রটা আবার বেরিয়ে এসেছে হাতে। ঘরের সবাইকে ওটা দেখাল সে। অনুচ্চস্বরে বলল, 'স্বাভাবিক আচরণ করো সবাই। ড্রিঙ্ক আমার তরফ থেকে।'

বাইরে পায়ের শব্দ হলো। ব্যাটউইং ডোর খুলে বেননের গায়ে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে হন হন করে ভেতরে ঢুকল রিচার্ড কনেল। পেছনে ক্রিস্টোফার পাইক। মেডিগানের লাশ চোখে পড়তেই একসঙ্গে থমকে দাঁড়াল দু'জন। হাত চলে গেল অস্ত্রের বাঁটে। বেননকে খুঁজল ভীড়ের মাঝে। ভাবতেও পারল না, যাকে খুঁজছে, তাকে পাশ কাটিয়ে সেলুনে ঢুকেছে তারা। বেনন দাঁড়িয়ে আছে তাদের পেছনে।

'কে আমার ফোরম্যানের এই অবস্থা করেছে!' গর্জে উঠল রিচার্ড কনেল। গলার রগ ফুলে গেল তার। 'খুন করে ফেলব আমি...'

'রিচার্ড, বেনন এখানে নেই।' র‍্যাঞ্চারের কাঁধে টোকা দিল পাইক। 'খুন করে পালিয়েছে লোকটা।'

'পুরো দোষ মেডিগানের,' বলল গ্রীন। 'সে-ই অস্ত্র হাতে সেলুনে ঢুকে...'

'কি ঘটেছে আমি জানতে চাইনি।' ধমক দিয়ে গ্রীনকে থামিয়ে দিল রিচার্ড। 'কাজটা যে-ই করে থাকুক, তাকে আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।'

হঠাৎ লক্ষ করল রিচার্ড, কথা বলছে সে, অথচ উপস্থিত সবার দৃষ্টি তাদের পেছনে, দরজার কাছাকাছি সেঁটে আছে। ওদিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না কেউ। সন্দেহ হলো তার। ঝট করে ঘুরল রিচার্ড, অস্ত্র বের করতে গিয়ে চমকে গেল। বুকের ওপর স্থির হয়ে আছে বেননের উদ্যত সিক্সগান। একচুল নড়ছে না অস্ত্র ধরা হাতটা।

উপায় নেই বুঝে মাথার ওপর হাত তুলল রিচার্ড কনেল। বোকা বনেছে। অপমানে লাল হয়ে গেল তার চেহারা। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি পারে কিনা! বেনন একটু ঢিল দিলেই...

'ভুলেও চেষ্টা কোরো না,' কনেলের মনের কথা পড়ার ভঙ্গিতে বলল রক বেনন। 'পাইক, তুমি ওর অস্ত্র নিয়ে মেঝেতে ফেলো। নিজেরগুলোও। সাবধান। আমার আঙুলে খিঁচ ধরতে পারে। যখন তখন ধরে।'

চেহারায় গোঁয়ার্তুমি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাইক।

'পিছিয়ে গিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল বেনন। কঠোর হয়ে গেছে চেহারা।

আর বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেল না পাইক। বেননের ওপর চোখ রেখে পিছাতে লাগল। দেখাদেখি রিচার্ড কনেল। কাউন্টারে দু'জনের কোমর ঠেকতেই বেনন বলল, 'গ্লীন, অস্ত্রগুলো নিয়ে ওদের ওজন কমিয়ে দাও।'

'আমার সিক্সগান ছুঁলে খুন হয়ে যাবে, গ্লীন,' হুমকি দিল রিচার্ড কনেল।

'পিস্তলের মুখে কার কথা শুনব আমি!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেলুনমালিক। খুশিতে চিক চিক করছে দু'চোখ। অনেকদিনের সাধ তার রিচার্ড কনেলকে অপদস্থ হতে দেখে।

'যা বলছি করো, গ্লীন,' বলল বেনন, 'চিন্তা কোরো না, ঝামেলা হলে আমি সামলাব।'

কাউন্টারের ওপর অতবড় পেট নিয়ে ঝুঁকতে গিয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা হলো গ্লীনের। 'মোটা মানুষকে দিয়ে এই কাজ করানো ঠিক না,' অসন্তুষ্ট চেহারায় বিড়বিড় করে বলল সে। তবে, কাজটা ঠিক মতই করল। অস্ত্র চারটে বের করে সবকটা গুলি ফেলে দিল। তারপর আবার গুঁজে দিল কনেল আর পাইকের হোলস্টারে।

সিক্সগান নামিয়ে রিচার্ড কনেলের সামনে এসে দাঁড়াল বেনন। 'ইচ্ছে হলে যেতে পারো তোমরা,' র‍্যাঞ্চারের চোখে চোখ রেখে বলল সে। 'আবার যদি আসার ইচ্ছে থাকে, গুলি করতে করতে

এসো।'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে,' জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল রিচার্ড। পরবর্তী কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে। দলে বেননের মত লোক থাকলে ভাল। 'তুমিই তো বেনন?' জানতে চাইল সে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেনন। জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। পাইক নিশ্চয়ই বলেছে, কনেল ভালমতই জানে ও কে হতে পারে।

'জাগ হ্যান্ডেল...জাগ হ্যান্ডেল!' হাঁক ছাড়ল লেভি গ্রীন। নেই কোথাও লোকটা। 'গেল কোথায়,' বিড়বিড় করে বলল সেলুনমালিক। 'গোলাগুলির আগে তো এখানেই ছিল।'

'ডাকছ আমাকে?' পেছনের দরজা দিয়ে উঁকি দিল ভবঘুরে।

'লাশটা এখান থেকে সরাতে হবে। আন্ডারটেকারের কাছে নিয়ে যাও।' কনেলের দিকে তাকাল গ্রীন। 'মেডিগান তোমার লোক ছিল। কবর দেয়ার খরচা তুমি দিচ্ছ?'

'না। ওর পেছনে পয়সা নষ্ট করব না আমি। খরচটা কাউন্টির ফান্ড থেকে নিক গে আন্ডারটেকার।'

একজন কাস্টোমারের সহায়তায় লাশ নিয়ে সেলুন থেকে বেরোল জাগ হ্যান্ডেল। গোলাগুলির শব্দে সেলুনের সামনে ভীড় করেছে অনেকে। তাদের কৌতূহল মেটাল জাগ হ্যান্ডেল। একটু পরই ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। খবরটা গরম থাকতে থাকতেই বাসায় ছুটেছে সবাই।

সেলুনের ভেতরেও উত্তেজনা মিলিয়ে গেছে। আবার গল্পগুজবে মগ্ন হয়েছে লোকগুলো। অন্তত ভাব দেখে তাই মনে হয়। তবে, আসলে প্রত্যেকের মনোযোগ বেননের ওপর।

র‍্যাঞ্চারের কাছ থেকে ফুট তিনেক দূরে কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল বেনন।

'একটু আগে বলছিলে কথা আছে। কি কথা?'

'আমি জানতে চাই আমার ফোরম্যানকে কেন খুন করলে তুমি,' বলল কনেল। বেননকে ড্রিঙ্ক অফার করল। বেনন না নেয়ায় বলল, 'আমাদের দিকে কেন অস্ত্র তাক করেছিলে এটাও একটা প্রশ্ন।'

'ওর সঙ্গে আমার পুরনো শত্রুতা ছিল। এর আগেরবার মেডিগান পিঠে গুলি করেছিল, এবার সুযোগটা আর পায়নি। আমি জানতাম মেডিগান একটা কাপুরুষ, তোমাদের আস্কারা না পেলে সে এখানে আমার মুখোমুখি হতে সাহস পেত না। কাজেই তোমাদেরকে নিরস্ত্র করতে হলো। আমাকেও তো বাঁচতে হবে।'

'তুমি কি ডিটেকটিভ? ক্যাটল অ্যাসোসিয়েশন পাঠিয়েছে?'

হাসল বেনন। 'একটা কিছু ভেবে নাও। ডিটেকটিভ হলেও বলব না তোমাকে। তবু জানতে ইচ্ছে করছে, ডিটেকটিভ হলেই বা কি?'

'অনেক কিছু,' বলল রিচার্ড কনেল। গম্ভীর চেহারা। ভাবছে। অস্ত্র হাতে সেলুনে ঢুকে খুন হয়েছে মেডিগান, বেননকে খুনের দায়ে ফাঁসানোর কোন উপায় নেই। উপস্থিত এতগুলো লোকের মুখ বন্ধ করা যাবে না। বেননের দিকে তাকাল সে। 'আমি তোমাকে ডায়মন্ড এইটে চাকরি দিতে চাই। ভাল বেতনে।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'দুঃখিত। র‍্যাফটার এস-এ চাকরি হয়ে গেছে আমার। আমি এখন র‍্যাফটার এসের ফোরম্যান।'

'র‍্যাফটার এস!' বিস্ময়ে কনেলের মুখ ঝুলে গেল। হাসার চেষ্টা করল সে। 'র‍্যাফটার এস-এ চাকরি! একটা ফুটো পয়সাও নেই এডওয়ার্ড অ্যাডলারের। কোত্থেকে বেতন দেবে সে?'

'কেন ওর পয়সা নেই সেটাও আমাকে চিন্তায় ফেলেছে।' অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারকে দেখল বেনন। 'আসলে এডওয়ার্ড অ্যাডলার এখনও জানে না আমি চাকরি নিয়েছি। আজ রাতে

জানবে।'

'জানে না...আজ রাতে জানবে,' অবাক হয়ে আওড়াল কনেল।

কঠোর হয়ে গেল বেননের চেহারা। 'হ্যাঁ, জানবে। জানবে সে আর একা নয়, বদমাশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে তার পক্ষেও কেউ আছে।'

'তোমাকেই তার পক্ষ নিতে হবে কেন?' হাসার চেষ্টা করল কনেল। 'সে আইনের সাহায্য চাইলেই পারে!'

'তা পারে, তবে আইন তাকে সাহায্য করবে না। সেজন্যেই আমি তাকে সাহায্য করব। শেরিফ বদমাশদের হাতের পুতুল হতে পারে, আমি তা নই।'

'বদমাশ বলতে কাদের বোঝাচ্ছ?' ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রিচার্ড কনেলের ভাবভঙ্গি। মনে হলো এখনই বেননের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

'বোঝাচ্ছি সেই সব শকুনদের, যারা অ্যাডলারদের খাবার কিনতে দিচ্ছে না। বোঝাচ্ছি সেই সব চোরের বাচ্চাদের, যারা ওদের গরু চুরি করছে। বলতে চাইছি সেই সব ছোটলোকদের কথা—যারা মেয়েদের ঘোড়াকে গুলি করে, তারপর পালায় মেয়েটার বাপ রুখে দাঁড়ালে।' চোখ সরু করে রিচার্ড কনেলকে দেখল বেনন। 'কি বলছি আশা করি বুঝতে পারছ?' জানতে চাইল মোলায়েম স্বরে।

'না, বুঝতে পারছি না।' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চারের মুখ।

'ক্রিস্টোফার পাইক বুঝতে পারবে।' হাসল বেনন। 'আজ রাতে আমি রসদ নিয়ে র‍্যাফটার এস র‍্যাঞ্চে যাচ্ছি। এব্যাপারে তোমার কিছু বলার আছে?'

'না। তবে আমি জানি এডওয়ার্ড অ্যাডলারকে এখানে অনেকেই পছন্দ করে না। আশ্চর্য হব না যদি দেখি তুমি র‍্যাফটার এস-এ

পৌঁছতে পারোনি। তারচেয়ে আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখো। খামোকা ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ, চাকরি নাও ডায়মন্ড এইটে।'

'হুমকিটা, পরোক্ষ ভাবে দিলেও, মনে থাকবে আমার,' বলল বেনন। 'রিচার্ড কনেল, ভেবো না আমার কিছু হলে তুমি পার পাবে। তোমার শেষ দেখে ছাড়ব আমি। এবার ইচ্ছে করলে দূর হয়ে যেতে পারো। একটা কথা মনে রেখো, তোমার চাকরি করার বদলে দরকার হলে কোন কুকুরের ক্রীতদাস হব আমি।'

অপমানে লাল হয়ে গেলেও একচুল নড়ল না রিচার্ড কনেল। লোকটার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেখে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল বেনন। যে সে লোক নয় কনেল, অন্তত সাধারণ মাপের অপরাধী একে কিছুতেই বলা যাবে না। এলোক জন্মেছে নেতৃত্বের ক্ষমতা নিয়ে। পরিচালিত হচ্ছে হিসেবী একটা নিষ্ঠুর মগজের নির্দেশে। একে ছোট করে দেখলে জীবন দিয়ে ভুলের মাসুল গুনতে হবে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে বেননকে দেখে পাইককে সেলুন থেকে বেরোতে ইশারা করল রিচার্ড কনেল। জানে নির্দেশ পালিত হবে, অপেক্ষা না করে পা বাড়াল নিজে। সেলুন থেকে বেরিয়ে পাইককে বলল, 'রক বেননের দিন শেষ। লোকটাকে আজ রাতেই ঘুম পাড়াতে হবে।'

নিষ্ঠুর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল পাইক।

'কি করবে ভাবছ?'

চলার গতি বাড়াল র‍্যাঞ্চার। 'সিলভার স্পারে চলো, ওখানে আলোচনা হবে। ভাবছি হাম্প আর গাস র‍্যান্ডালকে কাজে লাগাব। বেনন ভাবছে মেডিগানকে মেরে একটা কিছু করে ফেলেছে। ভুল ভাঙবে ওর, তবে তখন কিছু করার থাকবে না।'

'গতবার মেডিগান ওর পিঠে গুলি করেছিল,' বলল পাইক।

জবাব দিল না রিচার্ড কনেল। ভাবছে সে। ভাবছে বেননকে শেষ করে দেয়ার কথা।

সাত

উত্তেজনার শেষ লেশটুকু মিলিয়ে যেতে ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল হিয়ার ইজ এ গো সেলুন। আধঘণ্টা পর সেলুনে শুধু বেনন আর লেভি গ্লীন থাকল। জাগ হ্যান্ডেল এখনও আন্ডারটেকারের ওখান থেকে ফেরেনি।

বিষণ্ন চেহারায় বেননকে দেখল লেভি গ্লীন। ফোঁস ফোঁস করে বার কয়েক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কয়েকবার আপন মনে মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'দুঃসংবাদটা দেয়ার মত কোন আত্মীয়স্বজন বোধহয় তোমার নেই; আছে, বেনন?'

হাসল বেনন। 'কিসের দুঃসংবাদ?'

ড্রয়ার হাতড়ে কাউন্টারের ওপর বেশ কিছু ডলার আর খুচরো রাখল গ্লীন। ঠেলে দিল বেননের দিকে। 'এই যে ফিউনারেলের খরচা, দুশো ডলার। ফুল কিনতেই ফুরিয়ে যাবে। তবে আপাতত এর বেশি দেয়ার সাধ্য আমার নেই।'

'কার ফিউনারেল?' জানতে চাইল বেনন ভ্রূ কুঁচকে।

'তোমার। ফুল যদি কিনতে না চাও, র‍্যাফটার এসের জন্যে খরচ করতে পারো।' বেনন আপত্তি করতে যাচ্ছে দেখে আধমনী হাত তুলে বেননের কাঁধে চাপড় দিল গ্লীন। 'আরে টাকাটা রাখো।

ইচ্ছে হলে ফেরত দিয়ো। না দিলেও ক্ষতি নেই। অনেকদিন পরে তুমি আমাকে আবার পুরুষমানুষের মত করে বাঁচতে শিখিয়েছ। ধরে নাও এটা তার সেলামী। টাকা এখন আমার চেয়ে তোমার অনেক বেশি দরকার। তুমি কি ভেবেছ জেনারেল স্টোর সাজিয়ে বসে থাকা শকুনটা বাকি দেবে? দেবে না। উঁহুঁ, অসম্ভব!'

বেননের পকেটের হালচাল বিশেষ সুবিধার নয়। তাছাড়া গ্রীন মানুষ হিসেবে আন্তরিক। কোন ভণ্ডামি নেই। কিছুক্ষণ দ্বিধা করে টাকা-পয়সা পকেটে পুরল বেনন। সেলুনমালিককে হাসতে দেখে হাসল। বলল, 'তোমার ঋণ শোধ করা মুশকিল হবে। তবে এডওয়ার্ড অ্যাডলারকে বলব, আমার কিছু হয়ে গেলেও টাকা যেন তুমি ফেরত পাও।' পেটে হাত বোলাল বেনন। 'এবার যেতে হয়। পেটে কিছু দিয়েই মালপত্র কিনে রওয়ানা হব। শহরের সবচেয়ে ভাল রেস্টুরেন্ট কোন্‌টা?'

'চিঙ্কসের রেস্টুরেন্ট। এখান থেকে বেরিয়ে হাতের ডানদিকে গেলেই পাবে। দুটো কামরা নিয়ে রেস্টুরেন্ট। টবি হ্যারিসের কাপড়ের দোকানের পাশেই। চিনতে অসুবিধে হবে না। তবে, সাবধান, টবির কাপড় পরা পুতুলের গায়ে গুলি করেছ কি মরেছ, শটগান নিয়ে তাড়া করবে টবি। ইদানীং গুলিও করছে!'

'পুতুল?'

'বিজ্ঞাপন। মোমের পুতুল। মাস তিনেক হলো কাপড় পরিয়ে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখেছে। সেই থেকে সুযোগ পেলেই কাউবয়রা ওটার ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস করে। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। টবিও নাছোড়বান্দা, পুতুলটা দোকানের বাইরেই রাখা চাই। আজকাল আবার শটগানে পাখি মারার গুলি ভরে দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকছে, কেউ পুতুলে গুলি করলেই তার পাছায় শটগান খালি করতে চাইছে। লোভ সামলাতে না পারলে পাছা ভরা

ছররা নিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে থাকতে হবে। ক্ষমা নেই।'

হাসল বেনন। 'তুমিও আমার সঙ্গে খাবে চলো। হাত যদি নিসপিস করেই, পুতুলের গায়ে গুলি যদি করিই, তোমার অতবড়টা রেখে আমার পাছায় নিশ্চয়ই গুলি করবে না টবি হ্যারিস।'

চোখ পাকাল গ্রীন। 'না হে, ছোকরা, আজ থেকে আমি ডায়েট করছি। তাছাড়া জাগ হ্যান্ডেল এখনও এলো না, সেলুন খালি রেখে যাওয়া যাবে না। ভাগো এখান থেকে। কখন কি হয় বলা যায় না। দেখছ না চিন্তায় চিন্তায় কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি!'

'তাহলে যাই, হাত বাড়িয়ে বলল বেনন, 'বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই!' হাতটা সজোরে চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে দিল গ্রীন।

সেলুন থেকে বেরিয়ে বোর্ডওয়াক ধরে ডানদিকে চলল বেনন। আধ ব্লক এগিয়ে জাগ হ্যান্ডেলের সঙ্গে দেখা হলো ওর। আন্ডারটেকারের কাছ থেকে ফিরছে ভবঘুরে। বেননকে দেখে হাসল। থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখনও বেঁচে আছ দেখছি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এই মাত্র বাকবোর্ডে চেপে শহর থেকে চলে গেল রিচার্ড কনেল আর পাইক। ওদের খুব নাখোশ মনে হলো।'

'তাহলে ওরা আমাকে শেষ করার জন্যে অপেক্ষা করল না?'

সরাসরি উত্তর দিল না জাগ হ্যান্ডেল। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, বাকবোর্ড নিয়ে ফেরার সময় স্যাডল হর্স দুটো রেখে গেছে পাইক আর কনেল। হাম্প ট্রেসি আর গাস র‍্যান্ডাল নামের দু'জন গানহ্যান্ড বাকবোর্ড নিয়ে এসেছিল, এখনও তারা শহরেই আছে। তারাই র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ঘোড়া দুটো। এই মুহূর্তে লোক দু'জন প্যারিস ক্যাফেতে সাপার খাচ্ছে।

'তোমার কি মনে হয়, ওদের শহরে থাকার কারণ কি?' জানতে

চাইল বেনন।

'জানি না।' মাথা নাড়ল জাগ হ্যান্ডেল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'হয়তো কারও শহর ছাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।'

'তোমার কথাটা আমার মনে থাকবে।' প্যারিস ক্যাফের দিকে পা বাড়াল বেনন।

ছোট একটা ঘরে ক্যাফে। কয়েকটা মাত্র টেবিল। বেয়ারাকে সাপারের কথা বলে ঘরের ভেতর চোখ বোলাল বেনন। দু'জন লোক শুধু এক টেবিলে বসেছে। বাকিরা সবাই একা। ব্যস্ত। পেটপূজায়। একসঙ্গে বসে থাকা লোক দু'জনই হাম্প আর র‍্যান্ডাল, আন্দাজ করল বেনন। নিশ্চিত হলো যখন দেখল ও তাকাতেই চোখ নামিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপের ভান শুরু করেছে লোকগুলো।

দ্রুত সাপার সারল বেনন। হাম্প ট্রেসি আর র‍্যান্ডাল খাওয়া শেষ করার আগেই বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো সে প্যারিস ক্যাফে থেকে। হিয়ার ইজ এ গো'র হিচর‍্যাক থেকে স্পীডিকে নিয়ে ব্লু স্টার লিভারিতে এলো। সেখানে ঘোড়াটাকে রাখার ব্যবস্থা করে ভাড়া করল ওয়্যাগন।

দশ মিনিট পর ওয়্যাগনটা এমপোরিয়াম জেনারেল স্টোরের সামনে থামল।

তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে স্টোরে ঢুকল বেনন।

স্টোরের সীলিং থেকে কয়েকটা তেলের বাতি ঝুলছে। ওগুলোর উজ্জ্বল হলুদ আভায় আলোকিত হয়ে আছে ভেতরটা। ফ্যাবিয়ান স্লেজারকে চিনতে অসুবিধা হলো না বেননের। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ইঁদুর মুখো কুঁজো লোকটা ক্রেতা ঢুকতে দেখে হাসি হাসি একটা মুখ-ভঙ্গি করেছে।

'দুর্ভিক্ষ হলে এ ব্যাটা বউ বাচ্চাকে না খাইয়ে মেরে তাদের মাংস খেয়ে ফেলবে,' আপনমনে বিড়বিড় করল বেনন। প্রথম

দর্শনেই ফ্যাবিয়ান স্লেজারকে ভয়ানক অপছন্দ হয়েছে ওর। লোকটার তেলতেলে চেহারা রাজনৈতিক নেতাদের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

স্টোরটা বেশ বড়। চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নিল বেনন। তারপর এগোল কাউন্টারের দিকে। দু'তিন জন লোক বসে আছে বাক্স পেটরার ওপর। তাদের পাশ কাটিয়ে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠোঁট থেকে বিদঘুটে গন্ধ ছড়ানো সিগারটা নামিয়ে কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকাল স্লেজার।

আড়চোখে একজনকে মাথা কাত করতে দেখল বেনন। বদলে গেল স্লেজারের চেহারা। বেনন বুঝল, রিচার্ড কনেলের নির্দেশ পৌঁছে গেছে, এইমাত্র জানানো হলো ওর কাছে মালপত্র বেচা চলবে না।

'কি চাই?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল স্লেজার। মুহূর্তে হাবভাব পাল্টে গেছে।

'দুই বস্তা ময়দা দিয়ে শুরু করা যাক।' হাসল বেনন।

'নেই।' চোখের দৃষ্টি দিয়ে বেননকে ভস্ম করার চেষ্টা চালাল স্টোর মালিক। না পেরে বলল, 'তোমার ব্যাপারে শুনেছি, বেনন। এখানে তুমি অযথা সময় নষ্ট করছ। এডওয়ার্ড অ্যাডলারের কাছে কিছুই বেচব না আমি।'

'তাই?' মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলল বেনন। 'আমি জানি তুমি বেচবে। তাড়া আছে আমার। যা যা বলব জলদি করে এক জায়গায় করবে তুমি। নাহলে...' সিক্সগানের বাঁটে তালু ছোঁয়াল বেনন। লোকগুলোকে নজরে রাখার জন্যে পাশ ফিরে দাঁড়াল। 'নাহলে খুন হয়ে যাবে, স্লেজার। আমি এক কথার মানুষ। একেবারে ভদ্রলোক। জীবনে প্রথম কাকে যেন বলেছিলাম আমার বয়স পাঁচ, এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু কক্ষনো ছয়-সাত-আট-নয়-দশ বলে

কথা পাল্টাইনি। কি?' ভ্রূ নাচাল বেনন। 'এখনও দাঁড়িয়ে যে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শরীর নড়াতে হলো স্লেজারকে। বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। বেনন লোকটা বিপজ্জনক আর পাগলাটে। তাছাড়া রিচার্ড কনেলকেও ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। দোকানের পেছন থেকে দু'বস্তা ময়দা এনে ধপ করে কাউন্টারের ওপর ফেলল সে।

'এবার পীচ আর টমেটোর ছয়টা করে ক্যান, বড় একটা বেকনের টুকরো, কফি, বেকিঙ পাউডার, তামাক, বীন, শুকনো আপেল আর অ্যাপ্রিকট...' এক নাগাড়ে নির্দেশ ঝেড়ে গেল বেনন। মাঝে মাঝেই মজার মজার সব উক্তি করছে। হাসছে নিজেই। পরবর্তী আধঘণ্টা স্লেজারকে দিয়ে টানা পরিশ্রম করাল সে। একটু বিশ্রাম নিতে গেলেই অস্ত্র ছুঁয়ে হুমকি দেয়।

দোকানের প্রায় সব আইটেমই কিছু কিছু করে নিল সে। অলিভিয়ার পুরনো কাপড়ের কথা মনে পড়ায় সবুজ-সাদা ছিট দেয়া চমৎকার এক বোল্ট সুতি কাপড়ও বাদ গেল না। সেলাইয়ের সুঁই সুতো থেকে শুরু করে একটা পরিবারের এক মাসে যা যা লাগতে পারে কিছুই বাদ দিল না বেনন। হঠাৎ একবার স্লেজারকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল সে। স্টোর থেকে বেরিয়ে গেল একজন লোক।

কাউন্টারের ওপর পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠল রসদপত্রের স্তূপ।

একটু বসে বিশ্রাম নেবে, এমন সময় স্লেজারের ওপর নতুন নির্দেশ জারি করল বেনন। বারো বোরের একটা ডাবল ব্যারেল শটগান, গুলি আর একটা থারটি থারটি উইনচেস্টার রাইফেল চাই তার। দুই বাক্স .৪৫ বুলেটও লাগবে।

সমস্ত কিছু কাউন্টারের ওপর রাখা হতে বেনন বলল, 'বেশ, এবার দুঃসংবাদটা দাও। কত? মনে রেখো নিঃসঙ্গ একজন নিরীহ

কাউবয় আমি, ন্যায্য দামের এক পয়সা বেশি দেয়ার সাধ্য নেই।'

এক ফুট লম্বা একটা কাগজে সবকটা আইটেমের নাম আর দাম লিখে যোগ দিল ফ্যাবিয়ান স্লেজার। বেজার চেহারায় বলল মোট কত হয়েছে।

'দুইশো ছিয়াশি ডলার?' চোখ কপালে তুলল বেনন। পকেট থেকে টাকা বের করার সময় বলল, 'জেসি জেমস যদি জানত তুমি কতবড় ডাকাত, ডাকাতি ছেড়ে জেনারেল স্টোর খুলত বেচারা!'

'কিনতে কেউ তোমাকে বাধ্য করছে না,' গোমড়া মুখে বলল স্লেজার।

'তবে কিনে যখন ফেলেছি, ওগুলো তুমি নিশ্চয়ই ওয়্যাগনে উঠিয়ে দেবে। দেবে না, স্লেজার?'

'মাল বওয়া আমার দায়িত্ব না।'

'তা ঠিক।' সিক্সগানের বাঁটে হাত বোলাল বেনন। 'আমি অনুরোধ করছি।'

মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমে হাঁটু কাঁপছে, তবু একে একে সমস্ত কিছু বয়ে নিয়ে ওয়্যাগনে তুলে দিল ফ্যাবিয়ান স্লেজার। কাজ শেষে সিঁড়ির ওপরই বসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তুমি র‍্যাফটার এস পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, বেনন। সেন্ট পিটারের নামে মোম দেব আমি যদি পথেই মরে যাও।'

'তোমার মত বজ্জাতের মোম সেন্ট পিটার নেবে না।' লাফ দিয়ে ওয়্যাগনে উঠল বেনন।

টবি হ্যারিসের কাপড়ের দোকানের সামনে ওয়্যাগন থামিয়ে দোকানের দিকে পা বাড়াল সে। জানল না শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে।

শটগান হাতে দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে বেননকে দেখেছে টবি। বেনন পুতুলটাকে গুলি করল না বলে মনে

মনে একটু হতাশই হয়েছে। দরজা ছেড়ে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়াল সে। শটগানটা পাশেই ঠেকা দিয়ে রেখে অপেক্ষায় থাকল। বেনন ঢুকতেই মুখে ঝুলিয়ে নিল রূপোর ডলারের মত উজ্জ্বল একটুকরো বানানো হাসি।

বেনন অবশ্য প্রভাবিত হওয়ার বান্দা নয়। দশ মিনিট অনর্থক দামী দামী পোশাক ঘাঁটল সে। তারপর টবিকে চরম ভাবে হতাশ করে আধ ডলার দামের সবুজ একটা সিল্কের রুমাল কিনল।

'ব্যস! আর কিছুই না?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল টবি।

জবাবে শুধু হাসল বেনন। দামটা কাউন্টারে রেখে রুমালটা পকেটে গুঁজে বেরিয়ে এলো।

অন্য সময় খদ্দেরকে বিদায় জানাতে ভদ্রতা করে দরজা পর্যন্ত যায় টবি। কিন্তু এই আগন্তুকের ওপর এতই বিরক্ত হয়েছে যে কাউন্টার ছেড়ে আর নড়ল না। বেনন বেরিয়ে যাওয়ার পর অগোছাল পোশাক ভাঁজ করতে করতে বলল, 'আপদ! কোত্থেকে যে আসে!'

বাইরে, ওয়্যাগন নিয়ে শহরের ফাঁকা রাস্তা ধরে এগোল বেনন। প্রাণ খুলে হাসছে।

আট

র‍্যাফটার এস র‍্যাঞ্চে যাওয়ার ট্রেইলটা একটা খাদের ভেতর দিয়ে উপত্যকায় উঠেছে। জায়গাটা বুনো ঝোপঝাড়ে ভরা। পথের

দু'পাশে ঘন হয়ে আগাছা জন্মেছে।

একটা ঝোপে ঢুকে মূর্তির মত বসে আছে দু'জন লোক। ট্রেসি আর র‍্যান্ডাল। বেননের জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। তাকিয়ে আছে ট্রেইলের দিকে। তাদের সামনে দিয়েই ওয়্যাগনটাকে যেতে হবে।

আজ রাতে চাঁদ ওঠেনি। আকাশে অজস্র তারার মেলা। আবছায়া একটা গা ছমছমে ভাব চারপাশে।

'এখনও আসছে না কেন!' অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে এক সময় বলল র‍্যান্ডাল।

'আজকে হয়তো আসবে না আরি,' বলল ট্রেসি।

'আসবে। স্লেজার খবর পাঠিয়েছে না সে রসদ কিনছে?'

'বুঝলাম কিনেছে। হয়তো কালকে আসবে। আমি বুঝতে পারছি না রিচার্ড আর পাইক ওকে সাবাড় করল না কেন।'

'আমাদের কি, বেননকে খুন করার বিনিময়ে মোটা একটা বোনাস পেলেই হলো।' নড়েচড়ে আরাম করে বসল র‍্যান্ডাল।

'কিন্তু যদি কোন ভুল হয়ে যায়?' ভ্রূ কোঁচকাল ট্রেসি। 'রিচার্ড কি বলেছে মনে আছে? রক বেননকে না মারতে পারলে নিজে সে আমাদের গুলি করে মারবে। ধরো বেনন আসছে, এমন সময় আমাদের ঘোড়াগুলো শব্দ করল, বুঝে ফেলল সে, তখন?'

'ঘোড়াগুলো অনেক দূরে রেখেছি। এতদূরে শব্দ আসবে না।'

চুপ করে গেল দু'জন। বলার মত কথা ফুরিয়ে গেছে। এখন শুধু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা।

মাঝরাতের বেশ অনেকক্ষণ পরে শোওয়া অবস্থা থেকে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল র‍্যান্ডাল। ফিসফিস করে বলল, 'ওয়্যাগনের শব্দ হলো না! শুনতে পাচ্ছ, ট্রেসি?'

কান পাতল ট্রেসি। আধ মিনিট পর বলল, 'হ্যাঁ, ওয়্যাগন।

আসছে সে!’

অস্ত্র বের করে তৈরি হয়ে বসল র‍্যান্ডাল আর ট্রেসি। তারা যে ঝোপটার আড়ালে আছে সেটা পথ থেকে বড় জোর ফুট খানেক দূরে। ট্রেইলের ঢাল বেয়ে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে উঠে আসছে ওয়্যাগন। তাদের একদম সামনে দিয়ে যাবে। ট্রেসি বা র‍্যান্ডালের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

হঠাৎ রক বেননের গান, অর্থাৎ বুক ফাটা হাহাকার ভেসে এলো। গলা কাঁপিয়ে চেঁচাচ্ছে বেনন, চারপাশে করুণ রস ছড়িয়ে দেবার আন্তরিক, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

স্যাম ব্যাস হ্যাড এ গ্যাল আপ ফ্রিসকো ওয়ে;
টু হিম শি উড বি ওয়েড,
বাট অ্যান আউট-লজ লাইফ ইজ ফুল অভ স্ট্রাইফ,
অ্যান্ড সো টু হার হি সেইড:

এক মিনিটের জন্যে থেমে গেল গান। ঘোড়াগুলোর সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলল বেনন। তারপর আবার বেজে উঠল গিটার। ডি মাইনর কর্ডে। বেনন বলছে কেন স্যাম ব্যাস বিবাহের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে আপত্তি জানাচ্ছে:

এ উইডো ইউ মাইট সাডেন বি
ইফ আই টুক এ লাভিং ওয়াইফ;
সো ডু নট ক্রাই, বাট সে গুড-বাই;
আই অ্যাম রাইডিং আউট অভ ইয়োর লাইফ।।

‘কোনমতেই এ ব্যাটাকে কোকিল বলা যাবে না,’ বিড়বিড় করল ট্রেসি। ‘পিস্তলের হাতটাও যদি গানের গলার মত হত, মেডিগান তাহলে আর মরত না!’

‘লোকটা গাধা নাকি!’ বলল র‍্যান্ডাল। ‘বোধহয় ভাবেইনি বিপদ হতে পারে। সাবধান, কাছে আসার পর গুলি করবে।’

আবছা আঁধারে ওয়্যাগনটাকে দেখা যাচ্ছে। আর ফুট পঞ্চাশেক। তারপরই...

বেচারা স্যাম ব্যাসকে মেয়েটার বাপ অত সহজে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। গানের আভোগী ধরেছে বেনন:

বাট দেন হার পও হি সেইস টু স্যাম:
ইয়াংম্যান, ইউ উড বেস্ট স্টেই হিয়ার;
উইদ দিস শট-গান, আই উইল মেক ইউ ওয়ান;
সো স্যাম লিভ্ড্ অ্যানাদার ইয়ার-র-র।।

গান শেষ হতে হতে ঝোপের পনেরো ফুটের মধ্যে এসে গেল বেননের ওয়্যাগন। আবছা আলোয় হবু খুনী দু'জন ওয়্যাগনের ওপর রসদপত্রের পাহাড় দেখতে পেল। ওদের শিকার পাদানীতে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলোর ওপর ঝুঁকে আছে। বোধহয় ঢাল বেয়ে উঠছে বলেই বেশি সতর্ক।

'তোরা দুটো দেখছি একেবারেই গাধা!' বেননকে বলতে শুনল ট্রেসি আর র‍্যান্ডাল। ঘোড়াগুলোকে বকছে বেনন। 'দেখিস, আমাকে উল্টে ফেললে তোদের গতরের ছাল তুলে ফেলব আমি।'

'শুরু করো ট্রেসি!' পিস্তলের ট্রিগার টেনে চেঁচিয়ে উঠল র‍্যান্ডাল।

অস্ত্রের গর্জনে টুকরো টুকরো হয়ে গেল গভীর রাতের প্রশান্তিমাখা নৈঃশব্দ্য। কমলা রঙের আগুন ঝিকিয়ে উঠল অস্ত্রের নলে। ওয়্যাগনের ওপর ঝাঁকি খেল ছায়ামূর্তি। ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। থেমে গেছে ওয়্যাগন।

'ওকে শেষ করে দিয়েছি!' ট্রেসির বলার ভঙ্গিতে মনে হলো বিশ্বজয় করেছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন। দড়িদড়া ধরে ঘোড়াগুলোকে শান্ত করার ফাঁকে বলল ট্রেসি, 'বেননের কি অবস্থা

দেখো তো, র‍্যান্ডাল। বেঁচে থাকলে ঝামেলা হবে।'

'বাঁচবে না,' শান্ত স্বরে বলল র‍্যান্ডাল। মাটিতে পড়ে থাকা নিথর দেহটার মাথায় গুলি করল সে। নির্দয়ের মত বারবার ট্রিগার টিপল। খালি করে ফেলল অস্ত্র। আগুনের ঝিলিকে দেহটা পলকের জন্যে দেখতে পেল র‍্যান্ডাল। ভয়ানক একটা সন্দেহ হঠাৎ দোলা দিল মনে। ট্রেসিকে ডাক দিয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বালল সে, কিন্তু মৃতদেহটা ভালমত দেখার সুযোগ পেল না। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তাদের ফুট তিনেক পেছনে, ওয়্যাগন থেকে কথা বলে উঠেছে কে যেন।

'তোমরা টবির পুতুলকে গুলি করেছ। টবি হ্যারিস ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।'

ঘুরে দাঁড়াল ট্রেসি আর র‍্যান্ডাল। র‍্যান্ডালের হাতে তখনও জ্বলছে ম্যাচের কাঠি। দু'জনেই ওরা রক বেননের সহজ টার্গেট। ওয়্যাগনের ওপর দু'হাতে দুটো সিক্সগান নিয়ে মালপত্রের ভেতর বসে আছে বেনন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে হৃদয়ে ওর দয়ামায়ার কোন স্থান নেই।

'হাত থেকে পিস্তল ফেলে দাও,' বলল বেনন। 'গানবেল্ট মাটিতে। তাড়াতাড়ি!'

নিভে গেছে র‍্যান্ডালের হাতে ধরা আগুন। ধপ ধপ শব্দে অস্ত্র কাছছাড়া করল দুই বদমাশ। আরও কয়েক সেকেন্ড পর গানবেল্ট পড়ার শব্দ হলো।

'তুমি…তুমি কোথায় ছিলে?' অবশেষে জানতে চাইল ট্রেসি। 'ওয়্যাগনে?'

অন্ধকারে হাসল বেনন! 'হ্যাঁ। এ থেকে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। কোনকিছু দেখলেই ঠিক দেখছ একথা কখনও ভাববে না আর।…যাই হোক, বোকা হলেও তোমরা আমাকে অনেক

জ্বালিয়েছ। একসঙ্গে এতগুলো কাজ! গান গাওয়া, গিটার বাজানো, টবির পুতুলকে জায়গায় আটকে রাখা, ঘোড়া সামলানো...' লাফ দিয়ে ওয়্যাগন থেকে নামল বেনন। 'মাথার ওপর হাত তোলো। চালাকি করলে খুন হয়ে যাবে।'

'কি করবে তুমি আমাদের নিয়ে?' নির্দেশ পালন করে জানতে চাইল র‍্যান্ডাল। দরদর করে ঘামছে।

'আমাদের কোন উপায় ছিল না,' বলল ট্রেসি। 'রিচার্ড কনেল বলেছে আমরা তোমাকে না মারলে সে আমাদের মারবে।'

'তাই বাধ্য হয়ে আমাকে তোমরা খুন করলে।' বেননের চেহারা ভীষণ গম্ভীর। ভাবছে সে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'খুব নীচু মনের মানুষ তোমরা। খুশি লাগত যদি খুন করে তোমাদের লাশগুলো ডায়মন্ড এইটে পৌঁছে দিতে পারতাম। কিন্তু অযথা খুন করা আমার স্বভাবে নেই। ছেড়ে দেব তোমাদের, তবে কথা দিতে হবে এই এলাকার একশো মাইলের মধ্যে থাকবে না।...পরের বার কিন্তু দেখা মাত্র গুলি করে মারব।'

'চলে যাব আমরা,' ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল র‍্যান্ডাল।

সায় দিল ট্রেসি। বলল, 'না গেলে রিচার্ড কনেল আমাদের খুন করে ফেলবে।'

'যাও তাহলে।'

'আমাদের পিস্তল...'

'ওগুলো আমার দরকার। খুন হওয়ার বিনিময়ে দুটো পিস্তল, দামটা খুব বেশি নয়।'

বেননের গলার স্বরে র‍্যান্ডাল আর ট্রেসি বুঝে গেল অস্ত্র ফেরত পাবার আশা ছাড়তে হবে। কথা বাড়াল না তারা। হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরই ঢাল পেরিয়ে আড়ালে চলে গেল। অপেক্ষা করল বেনন। দুটো ঘোড়ার শব্দ পেল। সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

উত্তর দিকে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো। এই এলাকায় র‍্যান্ডাল আর ট্রেসিকে কখনও দেখা যাবে না। লোকজনের টিটকারির হাসি বুলেটের চেয়েও মারাত্মক।

টবি হ্যারিসের পুতুলটাকে ওয়্যাগনে তুলে রওয়ানা হলো রক। এবার সীটে বসেই ওয়্যাগন চালাচ্ছে। ভাবছে, একটু দেরিই হয়ে গেল, হয়তো অ্যাডলারদের ঘুম থেকে তুলতে হতে পারে।

আধঘণ্টা পর কেবিনের কাছাকাছি পৌঁছে গেল বেনন। যা ভেবেছিল—কেবিন অন্ধকার। ভাবার তেমন একটা সুযোগ আর পেল না বেনন, হঠাৎ অন্ধকার জানালায় আগুনের ঝিলিক দেখল। কানের কাছে বুলেটের গুঞ্জন, পরমহূর্তেই রাইফেলের গর্জন!

ওয়্যাগনের সীটে প্রায় শুয়ে পড়ল বেনন। ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াগুলো। থেমে গেল ওয়্যাগন।

'তোমাদের আমি আসতে মানা করেছি,' কেবিন থেকে ধমকে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'শেষ সুযোগ দিচ্ছি। মরতে না চাইলে চলে যাও।'

'আমি ডায়মন্ড এইটের কেউ না,' জান বাঁচাতে চেঁচাল বেনন। 'গুলি কোরো না, আমি রক বেনন!'

ক্ষণিকের জন্যে নীরবতা। তারপরই অলিভিয়ার গলা শুনতে পেল বেনন। 'এই লোকের কথাই তোমাকে বলেছি, বাবা। আমাকে ঘোড়া ধার দিয়েছিল। ওই যে নিজেকে গায়ক মনে করে যে লোকটা।'

কান গরম হয়ে গেল বেননের। কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, আমাকে ঢুকতে দেবে কি দেবে না বলো!'

'কি চাও?' জানতে চাইল এডওয়ার্ড অ্যাডলার।

'আমি এখন থেকে তোমার ফোরম্যান। শহর থেকে রসদ নিয়ে

এসেছি।

কেবিনের ভেতর আলাপ চলছে। অলিভিয়ার গলা শুনতে পেল বেনন।

'লোকটা একেবারেই পাগল। ভেতরে আসতে দিয়ে দেখলে হয় কি চায়।'

'ঠিক আছে, ওর ওপর রাইফেল ধরে থাকো, আমি দেখতে যাচ্ছি।' এক মিনিট পর আলো জ্বলে উঠল, দরজা খুলে গেল কেবিনের। 'রাত বিরেতে এসব পাগলামির অর্থ কি?' বেননের ফুট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে জানতে চাইল এডওয়ার্ড।

ওয়্যাগন থেকে নামল বেনন। আঙুল তুলে ওয়্যাগনটা দেখাল। রসদপত্রের স্তূপটা বেশ উঁচু।

'সর্বনাশ! কি করে··· রিচার্ড কনেল বাধা দেয়নি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সংবিৎ ফিরে পেয়ে বেননের দিকে তাক করা অস্ত্রটা নামিয়ে নিল সে। মেয়েকে ডাকল। 'অলিভিয়া, দেখে যাও!'

উইনচেস্টার হাতে ওয়্যাগনের সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে আলো আসছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বেননকে দেখল দু'চোখে প্রশংসা নিয়ে। তারপর বলল অলিভিয়া, 'সত্যি তুমি পাগল।'

'পাগলী বলেই আমাকে চিনতে পারলে।' হাসল বেনন। পর মুহূর্তে তাড়া দিল। 'কি হলো, হাঁ করে কি দেখছ! হাত লাগাও, ওয়্যাগনটা খালি করতে হবে না!'

'বাবা, তুমি যাও, আমি ওকে সাহায্য করছি,' বলল অলিভিয়া।

ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত সাহায্যে কিছুটা হতচকিত এডওয়ার্ড অ্যাডলার। পরাজয় মেনে নিয়েছিল, হঠাৎ আশার আলো দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না এসব সত্যি ঘটছে। মেয়ের কথা শুনে

রুমালে চোখ মুছে কেবিনের দিকে পা বাড়াল সে।

মালপত্র নামাতে গিয়ে টবি হ্যারিসের ক্ষতবিক্ষত পুতুলটা চোখে পড়তেই আঁতকে উঠল অলিভিয়া।

'ভয় পেয়ো না,' বলল বেনন। 'এটাকে টবি হ্যারিসের দোকানের সামনে থেকে তুলে এনেছি। কিছুক্ষণের জন্যে আমার হ্যাট ধার দিয়েছিলাম, দুটো বদমাশ আমি মনে করে ওকে গুলি করে মেরেছে।'

'বেনন! তারমানে পথে তোমার বিপদ হয়েছিল!' চোখ বড় বড় করে তাকাল অলিভিয়া।

'বলার মত কিছু না।' দু'হাতে দুটো ময়দার বস্তা টেনে নামাল বেনন। দ্রুত খালি করতে লাগল ওয়্যাগন। অলিভিয়া উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে।

নয়

ওয়্যাগন খালি করে সবকিছু কেবিনে নিয়ে যেতে প্রায় আধঘণ্টা লেগে গেল ওদের। বস্তা থেকে একটা একটা করে জিনিস বের করছে আর টেবিলে সাজাচ্ছে অলিভিয়া। টেবিল ভরে গেল জিনিসপত্রে। সবশেষে কাগজের একটা প্যাকেট থেকে বেরোল সবুজ-সাদা ছিট দেয়া এক বোল্ট সুতি কাপড়।

'কী সুন্দর!' চেঁচিয়ে উঠল অলিভিয়া। তাকাল বেননের দিকে। খুশিতে চিকচিক করছে দু'চোখ। 'এটা কার··· কিসের জন্যে?'

'ভাবলাম জানালার পর্দা, বেডশীট বা অন্যকিছু বানাতে পারবে তুমি।'

হাসল অলিভিয়া। 'আমি অন্যকিছুই বানাব। বসো তোমরা, তোমাদের জন্যে আমি কফি করে আনছি।' দ্রুত পায়ে কিচেনের দিকে চলল অলিভিয়া। গুনগুন করে গান গাইছে আপন মনে।

বেননের সামনে একটা চেয়ারে বসে অনেকক্ষণ ভাবনায় ডুবে থাকল এডওয়ার্ড অ্যাডলার। অলিভিয়া কফি দেয়ার পর চুমুক দিল মগে। চেহারায় তৃপ্তি নিয়ে তাকাল বেননের দিকে। বলল, 'গুলি করার জন্যে সত্যি দুঃখিত। তুমি মরে গেলে বোকা বনে যেতাম।'

'আমি বনে যেতাম লাশ।' হাসল বেনন। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল। 'রিচার্ড কনেলের গানহ্যান্ডদের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আমি একটা শটগান আর রাইফেল কিনে এনেছি, পথে পেয়েছি দুটো পিস্তল আর গুলি ভরা গানবেল্ট। গুলির অভাব নেই। এবার ওরা এলে উপযুক্ত খাতির পাবে।'

হালকা পাতলা মানুষ এডওয়ার্ড। মাঝারি উচ্চতা। চুলে পাক ধরেছে। চেহারায় বয়সের ছাপ। তবে স্বচ্ছ নীল দু'চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই মুহূর্তে চোখ দুটো জমে ওঠা পানিতে ঝাপসা। বহুদিন পর তার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কেউ। 'শহরের এতগুলো মানুষ...' স্বগতোক্তি করল অ্যাডলার। 'কেউ প্রতিবাদ করেনি... আমি আর আমার মেয়ে...আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।' বেননের হাতটা শক্ত করে ধরল বুড়ো মানুষটা। 'তুমি পাশে এসে দাঁড়ানোয় আবার আমি লড়াই করার সাহস ফিরে পেয়েছি, নিজেকে আর একা মনে হচ্ছে না, বেনন।'

'তুমি একা নও, অনেকেই আছে তোমার সঙ্গে,' বলল বেনন। 'লেডি গ্লীন তাদের একজন। মালপত্র কেনার জন্যে আমাকে সে দুশো ডলার ধার দিয়েছে।'

'লেভি গ্লীন! আমি ভেবেছিলাম...'

'ভুল ভেবেছিলে। ধীরে ধীরে দেখবে বন্ধুর অভাব নেই তোমার।'

'আজকে কি ঘটল শহরে?' জানতে চাইল অলিভিয়া।

খুলে বলল বেনন। বলা শেষে দেখল অলিভিয়ার দৃষ্টিতে প্রশংসা আর শ্রদ্ধা ঝরে পড়ছে। এডওয়ার্ড অ্যাডলারের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেল বেনন। দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হলে এলাকার পরিস্থিতি ওর জানা দরকার। চুপ করে শুনছে অলিভিয়া। সিগারেট বানাচ্ছে ওদের দু'জনের জন্যে।

'হ্যাঁ, লেভি গ্লীন মোটামুটি সবই তোমাকে বলেছে,' বলল এডওয়ার্ড। 'কোন প্রমাণ নেই, তবে আমরা জানি কনেলরাই রাসলিঙ করছে বা করাচ্ছে।'

'লেভির মুখে শুনলাম রিচার্ড কনেল র‍্যাফটার এস কিনতে চেয়েছিল?'

'পাঁচ ভাগের একভাগ দামে।' গম্ভীর এডওয়ার্ডের চেহারা। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'ছয় বছর আগে অলিভিয়ার মা মারা যাবার পর এখানে এসেছি আমরা। প্রথম তিনবছর ঠিকমতই মর্টগেজের টাকা শোধ করতে পেরেছি। তারপর বছর তিনেক আগে ওদের মামার কাছ থেকে ওই র‍্যাঞ্চটা কিনে নিল কনেলরা। র‍্যাফটার এস থেকে গরু চুরি শুরু হলো। রিচার্ড কনেল টাকা খাইয়ে কাউহ্যান্ডদের হাত করায় বিদায় করে দিলাম ওদের। রাউন্ডআপ আর করতে পারলাম না। মর্টগেজের সুদ বাড়তে থাকল। ব্যাংকের কাছ থেকে বেশি দামে মর্টগেজ কিনে নিল রিচার্ড কনেল। তাকে টাকা শোধ দিতে না পারলে এমনিতেও র‍্যাফটার এস হারাব।'

'মর্টগেজের কথা লেভি আমাকে কিছু বলেনি। ও বোধহয়

ব্যাপারটা জানে না।'

'না জানাই স্বাভাবিক। যতদূর জানি মর্টগেজটা এখনও রেজিস্ট্রি করেনি কনেলরা।' বেননের সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরাল এডওয়ার্ড অ্যাডলার। 'ওরা রেজিস্ট্রির টাকা খরচা করতে চায়নি, ভেবেছিল সহজেই আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে। শহরে কনেলদের এক গানহ্যান্ড আমাকে অপমান করে ডুয়েলে নামাল। লোকটাকে শেষ করতে পারলাম, তবে গুলি লেগে পায়ের হাড় ভেঙে গেল। ভেবেছিলাম একাই রাউন্ডআপ করে অন্যশহরে যাব, গরু বেচব, তা আর হলো না। অলিভিয়া যেতে চায়, কিন্তু ওকে পাঠাতে সাহস পাই না।'

'বাবার ধারণা আমি নিজেকে দেখে রাখতে শিখিনি,' অনুযোগের সুরে বলল অলিভিয়া।

'তোমার বাবাকে দোষ দেয়া যায় না। কনেলরা পাগলা কুকুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওদের সঙ্গে লড়াই করে টিকতে হলে আমাদের আরও লোক দরকার। র‍্যাঞ্চের কাজ নতুন করে শুরু করতে হবে।' এডওয়ার্ড অ্যাডলারের দিকে তাকাল বেনন। 'আমার এসব কথা বলা বোধহয় ঠিক হলো না। আমি এখনও জানি না আমাকে তুমি ফোরম্যান করছ কিনা।'

'করছি না,' মাথা নাড়ল এডওয়ার্ড, 'তুমি এখন থেকে আমার পার্টনার। সমান পার্টনার।'

'ভবঘুরে মানুষ আমি, কবে কোথায় চলে যাব, পার্টনার হওয়া আমাকে মানায় না।'

বেননের চোখে চোখ পড়তেই মুখ নামিয়ে নিল অলিভিয়া। নখ দিয়ে কাপড় খুঁটতে লাগল। কি যেন বলার ছিল, কিন্তু বলবে বলবে করেও বলল না।

পরবর্তী একঘণ্টায় এডওয়ার্ডের সঙ্গে আলাপ সেরে নিল

বেনন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার আমার ফেরা উচিত। শহরে পৌছতে পৌছতে ভোর হয়ে যাবে। টবি হ্যারিস টের পাওয়ার আগেই পুতুলটাকে আগের জায়গায় রাখতে হবে, নাহলে বিপদ হতে পারে।'

'বিপদ?' মুখ তুলল অলিভিয়া। কুঁচকে গেছে ধনুকের মত ভ্রূ জোড়া।

খুলে বলল বেনন।

'আমি ভেবেছিলাম সকালে তোমাকে নাস্তা খাইয়ে চমকে দেব,' হতাশ চেহারায় বলল অলিভিয়া। 'অনেক দিন ভাল কিছু রাঁধিনি, ভেবেছিলাম তোমার ওপর পরীক্ষা করে দেখব রান্নার হাত আগের মত আছে কিনা।'

'থেকেই যাও, বেনন,' বলল এডওয়ার্ড। 'এই সুযোগ হেলায় হারিয়ো না। একেবারে মায়ের রান্নার হাত পেয়েছে অলিভিয়া। না খেলে ঠকে যাবে।'

'তোমার গিটারটা সঙ্গে এনেছ?' হঠাৎ জানতে চাইল অলিভিয়া।

হাসল বেনন। 'হ্যাঁ। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। আমার ধারণা তুমি আমার গান পছন্দ করো না।'

'এখন মনে হচ্ছে পছন্দ করি।' লাজুক হাসল অলিভিয়া।

দরজার দিকে পা বাড়াল বেনন। বলল, 'তাহলে অপেক্ষা করো, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাইয়ে গান শোনাতে আসছি।'

দরজার হাতলে হাত রেখে থমকে দাঁড়াল বেনন। দ্রুত গতিতে কেবিনের দিকে ছুটে আসছে একটা ঘোড়া। কাছে চলে এসেছে খুরের শব্দ।

বেননের হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এলো। রাইফেল তুলে নিয়েছে এডওয়ার্ড অ্যাডলার।

'ভেতরে রক বেনন আছে?' কেবিনের সামনে ঘোড়া থামিয়ে চেঁচাল আরোহী।

'জাগ হ্যান্ডেল—লেভির ওখানে কাজ করে,' কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে র‍্যাঞ্চারকে বলল বেনন। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। দেখল ঘোড়া থেকে নেমেছে ভবঘুরে। জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমাওনি? এতরাতে হঠাৎ এখানে?'

'লেভি পাঁচ ডলার হেরে গেছে।' হাসল লোকটা। 'আমি এক সপ্তাহের বেতন বাজি ধরেছিলাম তুমি ঠিক মত পৌঁছাতে পারবে। লেভি ভয় পাচ্ছিল, আমাকে বলল স্টেবল থেকে তোমার ঘোড়াটা নিয়ে এখানে এসে দেখতে তুমি বহাল তবিয়তে আছ কিনা। কনেলদের কয়জনকে মেরে এসেছ?' কৌতূহলী চোখে তাকাল সে।

সংক্ষেপে বলল বেনন পুতুল শিকারের ঘটনা। পাশে দাঁড়িয়ে আরেকবার শুনল অ্যাডলার। কফিতে ভরা মগ জাগ হ্যান্ডেলের হাতে তুলে দিল অলিভিয়া।

'ভাল হয়েছে তুমি এসেছ,' জাগ হ্যান্ডেলের কৌতূহল মেটানোর পর বলল বেনন। 'রাতটা এখানেই কাটাব। তুমি আমার ঘোড়াটা রেখে বাকবোর্ডটা নিয়ে যাবে? খুব উপকার হয় যদি জেনে ফেলার আগেই টবির পুতুলটা আগের জায়গায় রেখে আসতে পারো।'

'পেছনে গোটা দশেক ছালা বেঁধে নেব,' বলল জাগ হ্যান্ডেল। 'ব্যাটা যদি সত্যি গুলি করে মাংসে লাগাতে পারবে না।'

'লেভিকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো,' বলল র‍্যাঞ্চার।

'দেব।' মাথা দোলাল জাগ হ্যান্ডেল। 'আরেকটা কাজ করব। আজ রাতের ঘটনা সবাইকে বলে বেড়াব। বলা যায় না, হয়তো মানুষের হাসি ঠাট্টা সহ্য করতে না পেরে দেশ ছেড়ে পালাবে রিচার্ড

কর্নেল!' বিদায় নিয়ে বাকবোর্ডে উঠল জাগ। দক্ষ হাতে শহরের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াগুলোকে।

স্পীডিকে বার্নে নিয়ে যাওয়ার সময় বেননের পাশে থাকল বাপবেটি। ভ্রূ কুঁচকে রেখেছে বেনন। স্পীডির দানাপানি দিয়ে এডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। 'দেখে যা মনে হয় জাগ হ্যান্ডেল লোকটা আসলে তা নয়। আমি ছাড়া কাউকে স্পীডি স্যাডলে বসে থাকতে দেয় না, অথচ জাগ হ্যান্ডেল ঠিকই ভাকা ওয়েলস থেকে ওকে চালিয়ে এনেছে। দক্ষ ঘোড়সওয়ার না হলে কাজটা অসম্ভব। আলাপ করে দেখতে হবে, রাজি হলে ওকে কাউহ্যান্ডের কাজে নিয়ে নেব।'

দশ

পরদিন দুপুর বারোটার সময় ভাকা ওয়েলসে পৌঁছল বেনন। মুখে তখনও লেগে রয়েছে অলিভিয়ার হাতের সুস্বাদু রান্নার স্বাদ।

প্রধান সড়ক ধরে ধীর কদমে এগোচ্ছে স্পীডি।

বেনন আশা করেছিল রিচার্ড কুনেল বা ডায়মন্ড এইটের গানহ্যান্ড শহরে ওর জন্যে ওত পেতে থাকবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। ডায়মন্ড এইটের কারও পাত্তা নেই। ওকে দেখলেই হাসছে লোকজন। নড করছে। হঠাৎ যেন ওদেরই একজন হয়ে গেছে বেনন। *সাহসী* লোকদের পছন্দ করে সবাই। দুর্বলের পক্ষ নিয়ে লড়লে সাধারণ মানুষের ভালবাসা পাওয়া যায়, আরেকবার

উপলব্ধি করল বেনন।

টবি হ্যারিসের দোকানটা পেরিয়েই ধক করে উঠল ওর বুক। অজান্তেই শক্ত হয়ে গেল কোমর থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত মাংসপেশী। এই রে, বিছানায় বুঝি উপুড় হয়ে থাকতে হয় সপ্তাখানেক, ভাবল সাহসী বেনন। ওকে দেখেই চড়া গলায় হাঁক ছেড়েছে টবি হ্যারিস।

'অ্যাই! তুমি! এদিকে এসো, কথা আছে!'

দোষ করে ফেলেছে, তার চেয়েও বড় কথা পালাবার উপায় নেই, তাই বিষের মত তেতো চেহারা করে স্পীডির পিঠ থেকে নামল বেনন। দোকানির সামনে দাঁড়িয়ে মিনমিন করে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ডাকছ?'

'তুমিই তো রক বেনন, তাই না?' শটগানটা হাত বদল করে বাঁ হাতে নিল টবি। 'তুমি কালকে রাতে আমার ম্যানিকিন নিয়ে গেছিলে।'

ব্যাটা বাঁ-হাতি নাকি! ঝেড়ে দৌড় দেয়ার জন্যে তৈরি হলো বেনন। করুণ চেহারা দেখে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। বন্দুকটা কাঁধে তুললেই "থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা"। 'আমি দোষী,' তাড়াতাড়ি স্বীকার গেল রক। 'কত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বললেই দিয়ে দেব।'

'এক পয়সাও দিতে হবে না।' বেননের মুখোভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল টবি। বেননকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে বলল, 'দারুণ একটা কাজের কাজ করেছ। ওই কনেলদের বদমাশগুলোই সবাইকে আমার ম্যানিকিনের গায়ে গুলি করতে শিখিয়েছে। যেখানে যাচ্ছিলে যাও এবার, এটা বলতেই তোমাকে ডেকেছিলাম।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' শটগানটা আড় চোখে দেখে নিয়ে টবির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল বেনন। মনে হচ্ছে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে

ওর। পেছন দিক থেকে এসে ওর পেছনদিকটা ঝাঁঝরা করবে না ছররা গুলি। টবি হ্যারিসের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া গেল।

অনেক লোক জুটেছে, টবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হিয়ার ইজ এ গো সেলুনে ঢুকে দেখল বেনন। ওকে দেখেই ঝলমল করে উঠল লেভি গ্লীনের মুখ। থপথপ করে এগিয়ে এসে, খুশি খুশি গলায় বলল, 'এসে গেছ তাহলে?' হাঁক ছাড়ল সে, 'জাগ হ্যান্ডেল! সেলুনের তরফ থেকে সবাইকে ড্রিঙ্ক দাও। বেনন বুঝুক ভাকা ওয়েলসের মানুষ নীরস নয়। মজার কৌতুক উপভোগ করতে জানে।'

ড্রিঙ্ক দেয়া হলো। সবার প্রশ্নের জবাব দিতে অনেকক্ষণ লেগে গেল বেননের। অবশেষে মিনিট বিশেক পরে মুক্তি পেয়ে কাউন্টারে, লেভি গ্লীনের সামনে এসে দাঁড়াল সে। ভবঘুরেকে কোথাও দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জাগ হ্যান্ডেল কোথায়?'

'জানি না, ড্রিঙ্ক দিয়েই বেরিয়ে গেছে,' জবাব দিল গ্লীন। 'বাইরে কোথাও নাক ডাকাচ্ছে হয়তো।'

'মুখটা খুলেছে কে, তুমি নাকি জাগ হ্যান্ডেল?' ভ্রূ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল রক।

'দু'জনেই। আগামী কয়েকদিন বোধহয় মুখ দেখাতে পারবে না কনেলরা। এদিকে আমার ব্যবসা জমে উঠেছে, সবাই আসছে র‍্যান্ডাল আর ট্রেসির নাকাল হওয়ার খবরটা জাগ হ্যান্ডেলের মুখ থেকে শুনতে। তুমি ওদের চোখে মহাপুরুষ হয়ে গেছ!'

'বেশি কথা বললে রিচার্ড কনেল তোমার ওপর চড়াও হতে পারে। ভাল কথা, জাগ হ্যান্ডেলকে কাজ দিতে চাই, তোমার আপত্তি নেই তো?'

'না। মরুক রিচার্ড ব্যাটা। ঘণ্টাখানেক আগে আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে মেরে ফেলবে। এদিকে ওর পোষা শেরিফ তোমাকে

খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'কি নাম লোকটার?'

'কোলম্যান।'

'আমাকে পেতে হলে তাকে তাড়াহুড়ো করতে হবে,' বলল বেনন। 'স্ন্যাশ ও আর লেযি ভি'তে যাব। দেখি ওরা কোন সাহায্য করতে পারে কিনা।'

'চোখ কান খোলা রেখো।' বেননের দিকে ঝুঁকে এলো লেভি। 'ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না।'

'রাখব।' সেলুনমালিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো বেনন। জাগ হ্যান্ডেলকে খুঁজতে হবে, লোকটার সঙ্গে কথা বলা জরুরী।

সেলুনের পাশের গলিতেই জাগ হ্যান্ডেলকে পেয়ে গেল বেনন। সেলুনের ছায়ায় একটা পিপেয় পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে। চোখ বন্ধ। মুখটা হাঁ করা। মৃদু মৃদু নাক ডাকছে নিয়মিত বিরতি দিয়ে।

ভবঘুরের সামনে থামল বেনন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'ভান না করলেও চলে, যতই চেষ্টা করো কোনদিনই তুমি রেল এঞ্জিন হতে পারবে না।'

একটা চোখ খুলে বেননকে দেখল জাগ হ্যান্ডেল। বিরাট একটা হাঁই তুলল। অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'কখন এলে! ভান? কক্ষনো না। ঘুমের অভাবটা একটু পূরণ করে নিচ্ছিলাম।'

'অভাব?' হাসল বেনন। 'কক্ষনো না। যদি ধরে নিই সত্যিই ঘুমাচ্ছিলে, তাহলে বলতে হয় ওটা অগ্রিম ঘুম।'

'ধরে নেয়ার কি আছে, ঘুমাচ্ছিলাম না কেন মনে হলো তোমার?'

'অনেকগুলো কারণে। কোনটা বলব? যেভাবে তুমি কান

পেতে কথা শোনো...' চিন্তিত চেহারায় জাগ হ্যান্ডেলের দিকে তাকাল বেনন। 'সেজন্যেই তোমাকে খুঁজছি। আমার জানা দরকার এদিকের রেঞ্জ সম্বন্ধে কতটুকু কি জানো তুমি।'

'আমি কিছু জানি কে বলল তোমাকে? ভাকা ওয়েলসে পা রেখেছি এক হপ্তাও হয়নি।'

'কেউ বলেনি। আমার ধারণা হয়েছে।'

চোখ সরু করে বেননকে দেখল জাগ হ্যান্ডেল। মনস্থির করল কিছু বলবে কি বলবে না। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা কাঠি তুলে নিয়ে বালিতে আঁচড় দিয়ে বলল, 'ভাল মত খেয়াল করো।'

র‍্যাঞ্চগুলোর ব্র্যান্ড আঁকছে সে।

জাগ হ্যান্ডেলের সামনে বসে গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল বেনন।

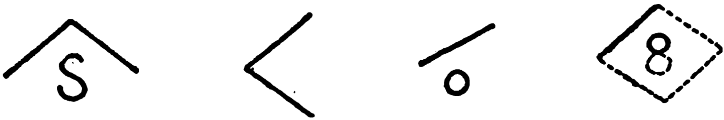

র‍্যাফটার এস লেযি ভি স্ল্যাশ ও ডায়মন্ড এইট

আঁকা শেষে তাকাল জাগ হ্যান্ডেল।

'কি বুঝলে? তিনবছর আগে রিচার্ড কনেলরা ওদের মামা আব্রাহাম হপকিন্সের কাছ থেকে র‍্যাঞ্চটা কিনেছে। সে সময় র‍্যাঞ্চটার নাম ছিল সার্কেল টেন। পরে নাম আর ব্র্যান্ড বদলেছে কনেলরা। সার্কেল টেন ক্যাটলের ডানপাশে ব্র্যান্ড করত। রিচার্ড কনেল অন্যান্যদের মতই বামপাশে করে। শোনা যায় সৎ মামাকে ঠকিয়ে র‍্যাঞ্চটা মায়ের নামে করে নিয়েছে ওরা। কেউ কেউ অবশ্য বলে গায়ের জোরে...'

'কিন্তু কানের মার্কিং?' আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলো বেনন, স্পষ্ট বুঝতে পারছে কি কীর্তি চালাচ্ছে কনেলরা।

'এই দেখো।' আবার কাঠিটা তুলে কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল জাগ হ্যান্ডেল।

র‍্যাফটার এস লেযি ভি স্ল্যাশ ও ডায়মন্ড এইট

'র‍্যাফটার এস, লেযি ভি বা স্ল্যাশ ও যে যেভাবেই চিহ্ন দিক, ডায়মন্ড এইট চিহ্ন দেয়ার পর কারও কিছু বোঝার সাধ্য নেই।'

'নিখুঁত, মন্তব্য করল বেনন। 'তবে বুঝতে পারছি না আগেই কেউ সন্দেহ করেনি কেন।'

'সন্দেহ তো করেই না, বরং লেযি ভি'র বাক কারবি আর স্ল্যাশ ও'র জর্জ ভন রিচার্ড কনেলকে বিশ্বাস করে। রাউন্ডআপের সময় ভাকা ওয়েলসের পুবে লেযি ভি আর স্ল্যাশ ও'র ক্রুরা একসঙ্গে কাজ করে। শহরের পশ্চিমে রাউন্ডআপ করার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হয়েছে ডায়মন্ড এইট আর র‍্যাফটার এসকে। গত কয়েকবছর রাউন্ডআপ করছে না র‍্যাফটার এস। ডায়মন্ড এইট যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। এই তিন বছর করেওছে। ওদের কাজ তদারক করার মত কেউ নেই ওখানে, তারপরও ঝুঁকি নেয় না, রিচার্ড কনেল মেক্সিকান বর্ডারে নিয়ে চোরাই গরু বেচে।'

'খুব চালাকি করছে বুঝলাম।' গম্ভীর বেননের চেহারা। 'কিন্তু আমরা যদি নকশাদার ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন দিয়ে ব্র্যান্ডিং করি, তাহলে? ইদানীং সবাই নকশাওয়ালা আয়ার্ন ব্যবহার করছে।'

'খরচ আছে।'

'তা আছে। কিন্তু খরচটুকু না করলে ফতুর হয়ে যেতে

হবে।...আচ্ছা, জাগ হ্যান্ডেল, দায়ি আ ছ এমন কোন কাজ নেয়ার কথা ভাবছ তুমি?'

'আমি? কাজ!' আকাশ থেকে পড়ল ভবঘুরে। ভাব দেখে মনে হলো কাজের কথা শুনেই যেন ওর বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মুখটা হাঁ। দু'চোখ বিস্ফারিত। ভ্রূ কুঁচকে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে।

'আমি জানি তুমি ভাল কাউহ্যান্ড।'

'পারলে ভাকা ওয়েলসের কাউকে কথাটা বিশ্বাস করাও।' পিপেয় হেলান দিল জাগ হ্যান্ডেল। 'কাউবয়ের কাজ দু'তিনবার করিনি তা নয়, তবে দু'তিন দিনের বেশি টিকিনি কোথাও। আমাকে দিয়ে ওসব হবেটবে না।'

'তুমি একটা মিথ্যুক,' হাসল বেনন, 'তবে আমার মত না। উঁহুঁ, ধারেকাছেও লাগো না তুমি। স্পীডিকে নিয়ে অ্যাডলারদের ওখানে গিয়েই ধরা পড়ে গেছ।' উঠে দাঁড়াল বেনন। 'তোমাকে র‍্যাফটার এস র‍্যাঞ্চে কাজ দেয়া হলো। আমি যাচ্ছি লেযি ভি আর স্ল্যাশ ও র‍্যাঞ্চে, ফিরে এসে...'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই। আমাদের...'

'কিন্তু...'

'আবার কিন্তু!' প্রায় খেপে উঠল বেনন। 'বুড়ো প্যাঁচার মত ঝিম ধরে বসে থেকো না, জাগ, এক্ষুণি দৌড় দাও, ব্ল্যাক স্মিথের দোকানে গিয়ে একটা নকশাদার ব্র্যান্ডিং আয়ার্ন বানিয়ে নিয়ে র‍্যাফটার এস-এ চলে যাও। আমার কথা বললেই এডওয়ার্ড বুঝবে।'

'আমার কাজ কি হবে ওখানে?' হাল ছেড়ে জানতে চাইল জাগ হ্যান্ডেল।

'ঘোড়া দাবড়ে বেড়াবে। আমার ধারণা এডওয়ার্ড অ্যাডলার যা

ভাবছে তার চেয়ে রেঞ্জে র‍্যাফটার এসের গরু অনেক বেশি আছে। কাজ আপাতত শুরু করো, লোক বাড়লে তখন আর বেশি খাটতে হবে না।'

'ঠিক আছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জাগ হ্যান্ডেল। 'চেষ্টা করে দেখি।'

'স্ল্যাশ ও আর লেযি ভি থেকে এসে তোমাকে সাহায্য করব। দেখবে কোন অসুবিধা হবে না।'

এগারো

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল বেনন। ধড়মড় করে উঠে পড়ল জাগ হ্যান্ডেল। শব্দটা তারও কান এড়ায়নি।

কাছেই বুট জুতোর শব্দ। দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছে তিন-চারজন লোক। এত ব্যস্ততা কাদের!

লোকগুলো গলিমুখে আসতেই রিচার্ড কনেলকে চিনতে পারল বেনন। হাঁটার সময় এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কাকে যেন হন্যে হয়ে খুঁজছে লোকটা। পাশে হাঁটছে আরও দু'জন। প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

'আমাকে খুঁজছ?' নরম গলায় জানতে চাইল বেনন। লোকগুলো থমকে তাকানোয় চেহারার মিল দেখে বুঝল সঙ্গের দু'জন রিচার্ড কনেলের ভাই।

চেহারা ছাড়া আর কিছুতে তিন ভাইয়ের মিল প্রায় নেই বললেই চলে। এলমার কনেল বড় হলেও রিচার্ডকেই দেখতে বয়স্ক

লাগে। হালকা পাতলা দেহ এলমারের। মুখটা সরু। বেমানান হলুদ গোঁফ শলার ঝাড়ুর মত। লোকটা একটু কুঁজো। কাঁধ দুটো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হাত দুটো অস্বাভাবিক লম্বা; প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। এক নজরে অ্যাঙগাসটাস কর্নেলকেও চিনতে পারল বেনন। লেডি গ্রীন নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে। নীল রঙা সিল্কের শার্ট আর গ্যাবার্ডিনের খয়েরী প্যান্টের কারণে প্রথম দেখায় লোকটাকে শহুরে জুয়াড়ী মনে হয়।

তবে বেননের ভুল হলো না, বিষাক্ত সাপ এই অ্যাঙগাসটাস।

'আমি তোমাকে খুঁজছি না, তবে শেরিফ কোলম্যান তোমাকে খুঁজছে,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চড়া গলায় জানাল রিচার্ড কর্নেল। চোখ সরু করে বেননকে দেখছে তার দুই ভাই।

'ওকে বোলো খুঁজলে এখন আমাকে সে শহরেই পাবে।'

'জানে বাঁচতে চাইলে চলে যাও, বেনন,' শীতল স্বরে হুঁশিয়ার করল অ্যাঙগাসটাস, 'নাহলে আমি...'

'চুপ করো, অ্যাঙগাসটাস,' ধমক দিয়ে ছোট ভাইকে থামাল রিচার্ড, 'আমাকে কথা বলতে দাও।' বেননের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'আমার সঙ্গে লাগতে এলে কাউকে আমি ছেড়ে দিই না, বেনন। তোমাকেও দেব না।'

গম্ভীর হয়ে গেল বেননের চেহারা। বলল সে, 'তোমার সঙ্গে এব্যাপারে আমার মিল আছে। ট্রেসি আর র‍্যান্ডাল লাগতে এসেছিল কোন এক গর্দভের নির্দেশে। ওদের এই এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেছি আমি। এখন আমার জানতে ইচ্ছে করছে কোন্ সে গর্দভ যার কথা শুনে বোকামি করেছিল ওরা।'

লাল হয়ে উঠল রিচার্ড কর্নেলের চেহারা। 'ওদের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই,' বলল সে। 'আমি এমনকি জানতাম না পর্যন্ত ওরা অ্যাম্বুশ করতে যাচ্ছে।'

'কথাটা বিশ্বাস করতে বলছ?'

'তোমার ইচ্ছা।' হাতের ঝাপটায় ইশারা করে পা বাড়াল রিচার্ড কনেল। এলমার এগোল তার পেছনে। গলিমুখ পার হয়ে চলে গেল ওরা চোখের আড়ালে।

'তোমার কথা বোধহয় শেষ হয়নি?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে অ্যাঙগাসটাসকে দেখল বেনন।

'না, শেষ হয়নি।' দু'পা এগিয়ে থামল অ্যাঙগাসটাস। ধকধক করে জ্বলছে দু'চোখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'শেষবারের মত বলছি, বেনন, চলে না গেলে আমার হাতে মারা পড়বে তুমি।'

'তাই?' দু'পা একটু ফাঁক করে দাঁড়াল বেনন।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পরস্পরের চোখে তাকিয়ে থাকল দু'জন। তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল অ্যাঙগাসটাস কনেল। 'এখনও সময় হয়নি, বেনন।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে গলি থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

'এরাই তিন কনেল?' নিশ্চিত হওয়ার জন্যে জানতে চাইল বেনন।

'হ্যাঁ।' পাশে এসে দাঁড়াল জাগ হ্যান্ডেল। 'লেডি গ্রীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'খুঁজছিল তোমাকে। সাবধান করে দিতে চায়—কনেলরা ভয়ঙ্কর।'

'ওকেই সাবধানে থাকতে বোলো। এই গোলমালে জড়ানো ওর ঠিক হচ্ছে না।'

'আমিও বলেছি, কিন্তু কিছুতেই শুনবে না।' শ্রাগ করল জাগ হ্যান্ডেল। 'তোমাকে ওর পছন্দ হয়েছে, বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছে, এখন তোমার পক্ষ নিয়ে দরকার হলে দোজখে যাবে।'

মাথা দোলাল বেনন। 'লেভির মত মানুষ হয় না। র‍্যাঞ্চে যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে দেখা করে যেয়ো। এখন যাও ব্ল্যাকস্মিথের ওখান থেকে ব্র্যান্ডিঙ আয়ার্ন তৈরি করে নাও। সময় কিন্তু বেশি নেই, কনেলরা কোন চাল দেবার আগেই কাজ শুরু করতে হবে আমাদের।'

নিঃশব্দে হাঁটা দিল ভবঘুরে। হিয়ার ইজ এ গো'র সামনে থেকে স্পীডিকে নিয়ে এগোল বেনন। সিলভার স্পার সেলুন পার হওয়ার সময় ভেতরে তাকাল। কনেলদের কেউ নেই ওখানে। রাস্তায় লোক চলাচল স্বাভাবিক। ওকে দেখে হাত নাড়ল কেউ কেউ। খবরটা ভালই ছড়িয়েছে।

শহর থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল স্পীডি। স্ল্যাশ ও'র পথ চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না বেননের, গতরাতে পথের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে এডওয়ার্ড অ্যাডলার। স্ল্যাশ ও মাইল পাঁচেক দূরে থাকতে প্রাকৃতিক দৃশ্য পাল্টে গেল। মাঝে মাঝেই গ্র্যানিট পাথরের বড় বড় চাঙর দেখতে পেল বেনন। জমি ঢেকে জায়গায় জায়গায় ঘন হয়ে জন্মেছে ইউক্কা, চ্যাপারাল আর মেসকিট ঝোপ। টিলাটক্করে ভরা পাহাড়ী এলাকা। এঁকেবেঁকে কখনও পাহাড়ের মাঝ দিয়ে কখনও পাশ কাটিয়ে গেছে ট্রেইল। লেযি ভি আর স্ল্যাশ ও'র ছোট কয়েক পাল গরু দেখতে পেল বেনন।

ট্রেইল তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে। বাঁকটা ঘুরেই দুটো টিলার মাঝখানে স্পীডিকে থামাল সে। ডানদিকের টিলার দিক থেকে মেসকিট ঝোপ ভেঙে নেমে আসছে দু'জন অশ্বারোহী। যতই এগিয়ে আসছে ছড়িয়ে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরছে তারা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বেননকে সামনে এগুতে বাধা দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

ঝোপঝাড়ের কারণে ভাল দেখা যায় না, তব দু'জনকেই চিনতে

পারল বেনন। অ্যাঙগাসটাস আর এলমার কনেল। ওকে শেষ করতে এবার কনেলরা দুই ভাই এসেছে। কোথায় যাচ্ছে সেটা অত জোরে উঁচু গলায় জাগ হ্যান্ডেলকে বলা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। আফসোস করল বেনন। নিশ্চয়ই ওর কথা শুনতে পেয়েছিল কনেলরা।

এখনও লেজ গুটিয়ে পালানো সম্ভব। কাজটা অসম্মানজনক হলেও নিরাপদ। ভ্রূ কুঁচকে ভাবল বেনন কি করবে। খুনোখুনিতে সায় দিল না ওর মন। স্পীডিকে ঘুরাতে গিয়েও থমকে গেল। ওর নড়াচড়া কনেলদের চোখ এড়ায়নি। ঘোড়া থামিয়ে রাইফেলের দিকে হাত বাড়িয়েছে দুই ভাই।

পালাতে গেলে রাইফেল, সামনে এগোলে সিক্সগান!

মুক্তির পথ নেই!

বেননের ইচ্ছে হলো দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়ে বোকামির প্রায়শ্চিত্ত করে। রাইফেলটা পর্যন্ত সঙ্গে আনেনি সে!

দেখা যাক কথা বলে লোকগুলোর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় কিনা। চুপ করে স্পীডির পিঠে বসে থাকল বেনন। কনেলরা কাছে আসবে সেই অপেক্ষায় আছে। বুঝতে পারছে সহজে এই বিপদ কাটাতে পারবে সে সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বারো

বেনন নড়ছে না দেখে স্ক্যাবার্ডে রাইফেল রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে

এগিয়ে এলো অ্যাঙগাসটাস আর এলমার কনেল। মেঘের মত ধূলিকণা উড়িয়ে থামল একেবারে স্পীডির সামনে। বেননের বাঁ পাশে এলমার আর ডান পাশে অ্যাঙগাসটাস। কথা বলছে না কেউ। ভ্রূ কুঁচকে বেননকে দেখছে, তবে চেহারায় বিজয়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

চওড়া একটা সরল হাসি উপহার দিয়ে দু'ভাইকে বিস্মিত করে তুলল বেনন। 'প্রতিযোগিতায় একটর জন্যে জিতেছে অ্যাঙগাসটাস,' ফলাফল ঘোষণার সুরে বলল সে

'আবোলতাবোল কথার অর্থ কি?' চোখ গরম করে তাকাল এলমার।

'তোমরা ঘোড়দৌড়ে নেমেছিলে না?' নিরীহ চেহারায় চোখ পিট পিট করে তাকাল বেনন।

'কিসের ঘোড়দৌড়?' এবার মুখ খুলল অ্যাঙগাসটাস।

'আমি ভাবলাম তোমরা দেখতে চাইছ কার ঘোড়াটা বেশি জোরে দৌড়ায়, সেজন্যেই তো বিচারক হবার জন্যে থামলাম!'

'তুমি ভালমতই জানো আমরা কেন এসেছি,' ঠোঁটে টিটকারির হাসি নিয়ে বলল অ্যাঙগাসটাস। 'ভেবেছ লোকজনকে আমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিয়ে পার পাবে?'

'পার যাতে না পাই সেজন্যেই কি দু'জনকে আসতে হলো? তোমরা একজন যথেষ্ট নও?'

'একজনই যথেষ্ট, তবে...'

'তুমি চুপ করো, অ্যাঙগাসটাস, আমি তোমার বড়ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল বেনন। তাকাল এলমার কনেলের দিকে। 'কি ব্যাপার, এলমার?'

'খুন করব তোকে আমি!' অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল অ্যাঙগাসটাস।

'অ্যাই, থামো!' ধমক দিল এলমার। 'রিচার্ড বলেছে আমার

নির্দেশে চলতে হবে তোমাকে।' টুকটুকে লাল হয়ে গেল অ্যাঙগাসটাস। ছোটভাইকে অস্ত্রের দিক থেকে হাত সরাতে দেখে বেননের দিকে তাকাল এলমার। 'দেখো বেনন, আমরা চাই না কোন ঝামেলা হোক। সেজন্যেই এলাকা ছেড়ে চলে যাবার একটা সুযোগ দিচ্ছি। তুমি চলে গেলে ভাকা ওয়েলসে কেউ কাঁদবে না। ভেবে দেখো। সিদ্ধান্ত তোমার হাতে।'

'যদি আমি থেকেই যাই?' কণ্ঠস্বরে কৌতূহলের হালকা মিশেল দিল বেনন।

পাকা বদমাশের মত হাসল এলমার। চোখের কোণে অসংখ্য ভাঁজ পড়ল। 'সেটা ঠেকাতেই আমরা এসেছি,' বলল সে। 'থাকবে না যেতে চাইবে সেটা তোমার ব্যাপার। তবে একটা কথা ঠিক, যাই করো, ভাকা ওয়েলসে আর ফিরতে পারছ না। শেষ করে দেব।'

'ভাবতে হবে আমাকে,' চিন্তিত চেহারায় বলল বেনন। সিগারেটের জন্যে বুক পকেটে হাত ভরে দেখল কনেলরা অস্ত্র বের করতে যাচ্ছে। 'মগজটা ধোঁয়া দিয়ে পরিষ্কার করে নিই,' আশ্বস্ত করল বেনন। একটা সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝুলিয়ে ম্যাচের জন্যে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করল সে বুক পকেটে। দেখল অস্ত্রের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে দুই ভাই। বসার ভঙ্গি শিথিল। সন্দেহ নেই নিশ্চিন্ত বোধ করছে। নিশ্চিত যে বেনন কিছু করার সাহস পাবে না।

'তোমরা আমাকে বিপদে ফেলে দিলে,' সিগারেট ধরিয়ে বলল বেনন। 'মরতেও ইচ্ছে হয় না, আবার এডওয়ার্ড অ্যাডলারকে হতাশ করতেও...' বেননের তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হলো গভীর দ্বিধায় ভুগছে। 'না, অ্যাডলারদের ছেড়ে চলে আমার যাওয়া চলবে

না।' কথাটা শেষ করেই এক সঙ্গে কয়েকটা কাজ করল সে। জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল অ্যাঙগাসটাসের মুখে। স্পারের খোঁচা খেয়ে স্পীডি গিয়ে ঢুঁ দিল এলমার কনেলের ঘোড়াকে। বেননের হাতে বেরিয়ে এসেছে সিক্সগান। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে অস্ত্র ছোঁয়ার আগেই পেট ফুটো হয়ে গেল এলমারের। ঘোড়া থেকে পড়ে গেল সে। গলা ফাটিয়ে ফেলছে চিৎকার করে।

নাকের ডগায় অ্যাঙ্গাসটাসের বুলেটের ছ্যাঁকা খেলো বেনন। এক ঝটকায় স্পীডিকে ঘুরিয়ে নিল। দেখল দ্বিতীয়বারের মত তাক করছে লোকটা। দেরি না করে কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টিপল বেনন। নির্ভুল লক্ষ্য ভেদ। ঠিক যেখানে চেয়েছিল সেখানেই গর্ত খুঁড়ল .৪৫ বুলেট।

রাগে গর্জন ছেড়ে অস্ত্র ফেলে দিল অ্যাঙগাসটাস। বামহাতে ডান কাঁধ চেপে ধরল। তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে চেয়ে আছে বেননের চোখে।

তার বড় ভাই মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে, যন্ত্রণায় শরীর মোচড়াচ্ছে।

'নামো, তোমার ভাইকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাও,' শান্তস্বরে নির্দেশ দিল বেনন। বোঝার উপায় নেই এই পর্যন্ত মনে মনে ভাগ্যকে বিশবার ধন্যবাদ দিয়ে ফেলেছে। মরে গেলে দুঃখ নেই, বুক কাঁপছে নাকটা আরেকটু হলে উড়ে যেত ভেবে। এমনিতেই নিজের চেহারা নিয়ে ও সন্তুষ্ট নয়। কড়া চোখে অ্যাঙগাসটাসকে দেখল বেনন। গড়িমসি করছে লোকটা। 'কি হলো, নামছ না কেন! গুলি করে মাটিতে ফেলতে হবে?'

তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে আছাড় খেল অ্যাঙগাসটাস কনেল। গালি দিয়ে হাঁচড়ে পাচড়ে উঠল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে

ভাইকে চিত করে ক্ষতটা দেখল, তারপর তাকাল বেননের দিকে। 'বাঁচবে,' বলল সে, 'তবে ওকে আমি একা ঘোড়ায় ওঠাতে পারব না।'

অ্যাঙগাসটাসকে পিছিয়ে যেতে ইশারা করে স্পীডির পিঠ থেকে নামল বেনন। আহত এলমারকে তুলে দিল তার সোরেলে। স্যাডলে লম্বা একটুকরো দড়ি পেয়ে বাঁধল ভালমত। জ্ঞান হারিয়েছে এলমার। লোকটা পড়ে যাবে না নিশ্চিত হয়ে আবার স্পীডির স্যাডলে চাপল বেনন।

'আমার হাতটা ব্যান্ডেজ করে দেবে না?' জানতে চাইল অ্যাঙগাসটাস।

'না।'

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল না লোকটা। অনেক কসরত করে, দু'বার আছাড় খেয়ে তৃতীয়বারের চেষ্টায় স্যাডলে উঠল। ভাল হাতে ধরে রেখেছে এলমারের ঘোড়ার দড়ি। ভাকা ওয়েলসের দিকে যাওয়ার আগে শেষবারের মত বেননের দিকে তাকাল অ্যাঙগাসটাস। দু'চোখে নগ্ন ঘৃণা। গোঙানি থামাতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রেখেছে। ঠোঁট কেটে যাওয়ায় দু'কষা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত নামছে। জিভ দিয়ে রক্ত চেটে নিয়ে বলল সে, 'ভেবো না ঘটনা শেষ হয়েছে। শুরু হলো মাত্র। রিচার্ড যখন জানবে, তোমাকে ও...'

'খুন করবে? আবার?' ভ্রূ কুঁচকে হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল বেনন। 'এসব কথা বলতে হয় না। কেউ তোমাকে শেখায়নি? শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখাও...মানসিক ডাক্তার।...আর হ্যাঁ, রিচার্ডকে বোলো আমি ওকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।'

দাঁতে দাঁত চেপে মুখ ফিরিয়ে নিল অ্যাঙগাসটাস। স্পারের

খোঁচা খেয়ে ছুটল তার ঘোড়া। পেছনে এলমার কনেলের ঘোড়াটা দড়িতে টান পড়ায় মাথা নিচু করে এগোল। একটু পরই হারিয়ে গেল ট্রেইলের বাঁকে।

খুরের শব্দ শুনে লোকটা ভাকা ওয়েলসের দিকে যাচ্ছে নিশ্চিত হয়ে স্ল্যাশ ও'র পথ ধরল বেনন।

তেরো

ডিমের কুসুমের মত রঙ ধরে দিগন্তে মুখ লুকাল সূর্যটা। দ্রুত নামছে ছায়া, এমন সময় স্ল্যাশ ও র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে পৌঁছল বেনন।

জুতো খুলে রেলিঙের ওপর দু'পা তুলে দিয়ে পোর্চে একটা চেয়ারে আরাম করে বসে আছে স্ল্যাশ ও'র মালিক—বাক কারবি। স্পীডিকে থামিয়ে নামল বেনন।

চৌকো আকৃতির ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক কারবি। বয়স সত্তরের ওপরে, কিন্তু চোখে এখনও তার তরুণ ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 'হাওডি, স্ট্রেঞ্জার।' গম্ভীর চেহারায় বেননের আপাদমস্তক দেখল র‍্যাঞ্চার। হাত নেড়ে পাশের খালি চেয়ারটা দেখাল। 'বসো, বিশ্রাম নাও। আমি কারবি।'

'আমি রক বেনন।' স্পীডির দড়ি পোর্চের রেলিঙে বাঁধল বেনন। প্রথম দেখাতেই বুঝে ফেলেছে বাক কারবি মেজাজী লোক, বুনো মোষের মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ। কোন কাজে গোঁ ধরলে শেষ না

দেখে ছাড়বে না।

অতিথির সম্মানে উঠে দাঁড়াল কারবি। খাবার খুঁটতে খুঁটতে একটা মোরগ পোর্চে ওঠার তাল করছিল, গায়ে একদলা থুতু ফেলে ওটাকে চমকে দিল সে। তারপর পলায়নপর মোরগের দিক থেকে ফিরে এসে তার দৃষ্টি আবার স্থির হলো রেননের ওপর। 'বেনন, অ্যাঁ? আমিও তাই ভাবছিলাম। যখনই দেখলাম ঘোড়া নিয়ে আসছ। আমি বললাম, বাক কারবি, এই ছোঁড়াটা রক বেনন, কর্নেলদের লেজ মাড়াচ্ছে যে।' হাত বাড়িয়ে দিল র‍্যাঞ্চার। 'খুব খুশি হলাম তুমি এসেছ দেখে।'

'আমার কথা তুমি জানলে কোথায়?' হাসল বেনন। হ্যান্ডশেক করে র‍্যাঞ্চারের পাশে বসল।

র‍্যাঞ্চারের চেয়ারটা রকিং। রেলিঙে পায়ের ধাক্কা দিয়ে দুলতে লাগল কারবি। পকেট থেকে মোটা দুটো চুরুট বের করে একটা বেননকে দিল। চুরুট ধরানোর কিছুক্ষণ পর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সকালে আমার একটা ছেলে শহর থেকে ফিরেছে, তার মুখে শুনলাম তোমার কথা।' ভ্রূ কুঁচকে বেননকে দেখল সে। 'লড়াই কিসের? বলো তো শুনি।'

'ব্যক্তিগত একটা হিসেব ছিল, শোধ করে দিয়েছি,' বলল বেনন। 'কর্নেলদের ফোরম্যান খুন হয়েছে আমার হাতে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছ?'

মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে।

'এই এলাকায় পা দিয়ে জানলাম,' বলে চলল বেনন, 'একদল বাজে লোক, যাদের তোমরা কর্নেল বলে জানো, এডওয়ার্ড অ্যাডলারকে দুর্বল পেয়ে অত্যাচার করছে। কেউ ঠেকাচ্ছে না, নির্বিবাদে রাসলিঙ, গোলাগুলি, রেঞ্জ দখলের পাঁয়তারা করছে

কনেলরা। হয় নির্বোধ, নাহলে চোখ বুজে আছে সবাই। কনেলদের পছন্দ হয়নি, তাই অ্যাডলারদের পক্ষ নিয়েছি আমি।'

'হুম!' উঠানে একদলা থুতু ফেলল কারবি। চেয়ারটা ঘুরিয়ে বেননের মুখোমুখি বসল। গম্ভীর চেহারা। কিছুক্ষণ মাথা নেড়ে বলল, 'দেখো, বেনন, অ্যাডলারদের ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কিচ্ছু এসে যাবে না আমার ওরা ফতুর হয়ে গেলে।' সিগারে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল র‍্যাঞ্চার। তারপর বলল, 'রাসলিঙ যখন শুরু হয়, একদিন আমার এখানে এলো এডওয়ার্ড অ্যাডলার। ভনও ছিল তখন। আমাদের দু'জনকে এডওয়ার্ড রাসলার বলে অপমান করল। আমরাই নাকি সুযোগ মত তার গরু সরাচ্ছি!'

'তারপর?'

'খুনোখুনি হয়ে যেত ভন না ঠেকালে।' বেননের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'কনেলদের মামা ভাল লোক ছিল বলেই এডওয়ার্ডের ধারণা হয়েছে কনেলরা কোন অন্যায় করতে পারে না। বুঝুক এখন কেমন লাগে। আমি জানি লোকটা পথে বসবে, তবে আগ বাড়িয়ে সাহায্য করব না। আমিও না, ভনও না। অ্যাডলারকেই সাহায্য চাইতে হবে।'

'তুমি তো জানো এডওয়ার্ড অ্যাডলার সাহায্য চাওয়ার লোক না, তাছাড়া ওরকম বোকার মত মাথা গরম করার পর কোন্ মুখে আসে,' বলল বেনন। 'ওর হয়ে আমি তোমার সাহায্য চাইছি।' র‍্যাঞ্চার চুপ করে থাকায় প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। 'আচ্ছা, মিস্টার কারবি, কখনও তোমার মনে হয়নি স্ল্যাশ ও'র ব্র্যান্ড পাল্টে ডায়মন্ড এইট করা কতখানি সহজ?'

ভাবতে গিয়ে র‍্যাঞ্চারের গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। কুঁচকে গেল কাঁচা পাকা ঘন ভ্রূ।

'তাছাড়া তুমি গরুর কানের নিচ থেকে তিনকোনা করে কাটো, ডায়মন্ড এইট কেটে নেয় গরুর প্রায় অর্ধেক কান। তোমার স্ল্যাশ ও'র চিহ্ন গায়েব করে দিতে পারবে ওরা পানির মত সহজে।'

মাথা দোলাল চিন্তিত র‍্যাঞ্চার। সিগারে বড় করে একটা টান দিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি কোনদিন। হতে পারে। অসম্ভব কিছু না। না, রিচার্ড কনেলকে কখনও আমার ভাল মানুষ মনে হয়নি।' বেননের দিকে তাকাল সে। 'তবে, এটাও ঠিক যে গত দু'বছর আমার তেমন কিছু গরু খোয়া যায়নি।'

'র‍্যাফটার এসকে পথে বসিয়ে তারপর তোমাদের ধরবে রিচার্ড কনেল,' বলল বেনন। 'একবারে সবখানে খাবলা দেয়ার মত বোকা সে নয়। একে একে কাজ সারবে, দখল করবে সবগুলো র‍্যাঞ্চ।'

'যা বলছ তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে তোমার হাতে?'

'না। তবে আমি অ্যাডলারদের সাহায্য করি তা চায় না ওরা। এখানে আসার পথে রিচার্ড কনেলের দুই ভাই আমাকে ট্রেইলে থামিয়েছিল, বলল এলাকা ছেড়ে চলে না গেলে মেরে ফেলবে।'

'তারপর?'

'তারপর ওদের আহত করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এলাম। ওদের আদেশ মানতে আমার মন সায় দিল না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ দু'জনের বিরুদ্ধে একা লড়েছ তুমি? জিতেছ? কারবির বিস্ফারিত চোখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠল। 'কি অবস্থা ওদের?'

'এলমার কনেল পেটে গুলি খেয়েছে। ছোটটা কাঁধে।'

উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল র‍্যাঞ্চার। ঘন ঘন সিগারে টান দিয়ে একলাফে উঠে বসল পোর্চের রেলিঙে। গ্রিজলি ভালুক, মনে মনে বলল বেনন। বুনো মোষ নয়, মধু লোভী ভালুক—রসবোধ

আছে। গল্পের গন্ধ পেয়ে র‍্যাঞ্চারের দু'চোখ চিকচিক করছে খুশিতে।

'বলো দেখি, ছোকরা, কি করে কি ঘটল। একদম প্রথম থেকে। কিছু যেন বাদ না পড়ে!'

ভার্ড হিলসে আসার পর থেকে এপর্যন্ত ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি ঘটনা বেননের মুখ থেকে বিশদ শুনে ছাড়ল র‍্যাঞ্চার। জানা গেল সে-ও বেননের মতই *ডাকোটা জোন্সের ভক্ত। বেননের নামও আগে শুনেছে। বেননকে গভর্নর ক্ষমা করেছেন একথাও তার অজানা নেই। একটা কথাও অবিশ্বাস করল না সে। বেননের কথা যখন শেষ হলো রাগে জ্বলছে বাক কারবির দু'চোখ। কয়েক মিনিট কথাই বলতে পারল না রাগে। সিগারটা নিভে গেছে খেয়াল নেই।

কিছুক্ষণ পর অন্ধকারে র‍্যাঞ্চারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনল বেনন। 'যেকোন সাহায্য করতে আমি রাজি, বেনন। মনে কোন দ্বিধা রেখো না, কি চাই শুধু বলো। টাকা আছে আমার...'

'টাকা নয়, আমার দরকার ভাল দু'জন পাঞ্চার।' র‍্যাফটার এস রেঞ্জে কিভাবে কাজ শুরু করবে র‍্যাঞ্চারকে খুলে বলল বেনন। মতামত চাইতে ভুলল না। অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ চাইতে লজ্জা নেই।

সব শুনে র‍্যাঞ্চার বলল, 'আমার সেরা দু'জনকে দেব। ক্লেম অসবোর্ন আর ম্যাট অলিভার।'

'ধার হিসেবে দিতে হবে,' বলল বেনন। 'বেতন দেয়ার সাধ্য আমাদের নেই।'

অন্ধকার হয়েছে। র‍্যাঞ্চারের চেহারা দেখা যায় না, তবে

---

* দুর্বিপাক

কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল খেপে গেছে।

'বেতন! বেতনের কথা কে তোমাকে বলেছে ছোকরা? তুমি শুধু খাওয়া দিলেই চলবে। না দিলে আমার এখান থেকে খেয়ে যাবে ওরা। আর কিছু বলার আছে?'

'না। ধন্যবাদ।'

'বেশ!' একটু নরম হলো কারবি। 'রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে। ছেলেরা সবাই বাইরে, সাপারের সময় আবার একবার আলাপ করব আমরা। আমার ধারণা জর্জ ভনও খুশি হয়ে লোক দেবে। ভনটা পাগল, বুঝলে। লেযি ভি'র উন্নতির দিকে খেয়াল নেই, সারাদিন কি সব বই থেকে মাথা মুণ্ডু ছাইপাঁশ পড়ে। তবে লোকটা ভাল।...আহা, আমি খালি বকবক করছি! যাও ঘোড়াটা বার্নে রেখে এসো। হাত মুখ ধুয়ে আসবে। খাবার টেবিলে ধুলো আমি একদম পছন্দ করি না।'

সাপার টেবিলে বেননের সঙ্গে স্ল্যাশ ও আউটফিটের পরিচয় হলো। একজন বয়স্ক ফোরম্যান, একজন হাড্ডিসার বুড়ো কুক আর ছয়জন পাঞ্চার মিলে চালায় র‍্যাঞ্চটা। পাঞ্চারদের কারও বয়সই পঁচিশের বেশি না। র‍্যাঞ্চারের তুলনায় কুকের প্রতি অনেক বেশি সম্ভ্রম দেখাচ্ছে তারা। কঙ্কালের হাতের রান্না এত ভাল হতে পারে বিশ্বাস হতে চাইল না বেননের।

কুক স্যাকে লম্বা একটা টেবিলের স্ল্যাশ ও'র সবাইকে তিনবেলা হাজিরা দিতে হয়। ছত্রিশ বছর আগে বাক কারবির বউ মরেছে। সেই থেকে এই নিয়ম। বেনন জানল, র‍্যাঞ্চার নিঃসন্তান। কাউহ্যান্ডদের নিজের ছেলের মত দেখে। কর্মচারীরাও জান দিয়ে দেয় তার জন্যে। সম্পর্কটা খুবই চমৎকার—মালিক-কর্মচারীর নয়।

হাসি ঠাট্টায় মেতে আছে টেবিলে বসা কাউবয়রা। পরিবেশটা বেননের ভাল লাগল।

খাওয়া শেষে হাত তুলে সবাইকে চুপ করাল বাক কারবি। ভাল বক্তা সে। স্বতঃস্ফূর্ত একটা ভাব আছে বলার ভঙ্গিতে। অল্প দু'চার কথায় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল সে। শেষে বলল, 'কোনও প্রমাণ নেই যে কনেলরা রাসলিঙ করাচ্ছে। তবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বেননকে দু'জন কাউবয় ধার দেব।' সবাইকে এক নজর দেখল র‍্যাঞ্চার। 'ম্যাট অলিভার আর ক্লেম অসবোর্ন, তোমরা এখন থেকে র‍্যাফটার এসের জন্যে কাজ করবে। বেননের নির্দেশ বিনা প্রশ্নে মেনে চলবে। দেখো, স্ল্যাশ ও'র যেন বদনাম না হয়।'

'আমার কোন আপত্তি নেই,' বলল অসবোর্ন।

মাথা নাড়ল ম্যাট অলিভার। 'আমারও নেই।' তাকাল সে বেননের দিকে। 'আচ্ছা, স্ট্যাম্প-আয়ার্নের কথা কিছু ভেবেছ? রাসলিঙ বন্ধ করার মোক্ষম ব্যবস্থা।'

'ভেবেছি। এতক্ষণে বোধহয় র‍্যাফটার এসের জন্যে একটা বানিয়েও ফেলেছে ব্ল্যাকস্মিথ। মিস্টার কারবি চাইলে তোমরাও স্ল্যাশ ও'র জন্যে বানাতে পারো।'

'একশোবার চাই,' ছোটখাট একটা গর্জন ছাড়ল বাক কারবি। 'জর্জ ভনকেও বলব। এতদিন গাফিলতি করা আমাদের ঠিক হয়নি। বেশি বাড় বেড়েছে রাসলারদের। এবার টাইট দিয়ে দেব।' বেননের দিকে তাকাল সে। 'বেনন, তোমার কোন নির্দেশ আছে? অসবোর্ন আর অলিভার এখন থেকে তোমার লোক।'

'ওরা তাড়াতাড়ি র‍্যাফটার এস-এ পৌঁছলে ভাল হয়। এডওয়ার্ড অ্যাডলার আর অলিভিয়া ওখানে একা আছে।'

'একটু পরই রওয়ানা হয়ে যাব,' বলল অসবোর্ন। আড্ডা ছেড়ে

এখনই উঠতে মন চাইছে না ওর।

সবাই বুঝল ব্যাপারটা। বেননও চাপাচাপিতে গেল না। খানিক দেরিতে তেমন কিছু যাবে আসবে না। তাছাড়া জাগ হ্যান্ডেল ঠিকই সময় মত পৌঁছে যাবে। এডওয়ার্ড অ্যাডলারও যোদ্ধা হিসেবে ফেলনা নয়।

জমে উঠল আড্ডা। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ হচ্ছে, কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে আসছে রিচার্ড কনেলের কথা।

'হয়তো ক্যাটল ডিটেকটিভ খুন হওয়ার পেছনে রিচার্ড কনেলের হাত আছে,' বলল হাড্ডিসার কুক। এতক্ষণ সে চুপ করে সবার আলাপ শুনেছে। 'কে জানে, রিচার্ড হয়তো নিজেই খুন করেছে।'

'লাশটা দেখে সবার ধারণা হয়েছিল দুর্ঘটনা, ডিটেকটিভ নিজের গুলিতেই মরেছে,' আপত্তি জানাল ফোরম্যান। এর বয়সও বাক কারবির কাছাকাছি।

তর্ক শুরু হয়ে যাবার আগেই মুখ খুলল বেনন। 'এডওয়ার্ড অ্যাডলারের মুখে শুনেছি সে-ই ক্যাটল অ্যাসোসিয়েশনকে ডিটেকটিভ পাঠাতে বলেছিল। প্রথম লোকটা তদন্ত শুরু করার আগেই অ্যাসোসিয়েশন অন্য একটা কাজে তাকে ডেকে নেয়। দ্বিতীয় লোকটা আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি।' সবার ওপর চোখ বোলাল বেনন। 'আমি তোমাদের এসব বলছি কারণ অনেকের ধারণা আমিই হচ্ছি অ্যাসোসিয়েশনের পাঠানো নতুন ডিটেকটিভ।'

'কিন্তু?' কৌতূহলী চোখে তাকাল র‍্যাঞ্চার।

'কিন্তু আসলে আমি তা নই।' হাসল বেনন। 'ডিটেকটিভ হলে ভাল হত। কিন্তু ক্যাটল মালিকরা বিশ্বাস করে আমাকে ও কাজ দেবে না। যাই হোক, আমি নিশ্চিত যে কাউকে না কাউকে ওরা

পাঠাবে।'

'পাঠালে কি হবে?'

'উপকার,' বলল বেনন।

'কি উপকার?' ভ্রূ কোঁচকাল কারবি।

'তাড়াতাড়ি ঝামেলা চুকে যেত। হয়তো শেরিফের ঝামেলা থেকেও বাঁচতাম। শুনলাম লোকটা নাকি আমাকে খুঁজছে। কেন তা জানি না।'

'অনেক গল্প হয়েছে, এবার ওঠো সবাই,' টেবিলে চাপ ; দিয়ে তাড়া লাগাল র‍্যাঞ্চার। নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে গেল কুক শ্যাক ছেড়ে।

ভেঙে গেল আসর। বেননের সঙ্গে কথা সেরে র‍্যাফটার এসের পথে রওয়ানা হয়ে গেল ক্লেম অসবোর্ন আর ম্যাট অলিভার। মিনিট পাঁচেক পরে বাক কারবির সঙ্গে লেযি ভি'র পথ ধরল বেনন।

ট্রেইল ছেড়ে খোলা প্রান্তর দিয়ে গেলেও স্ল্যাশ ও থেকে লেযি ভি'র দূরত্ব পনেরো মাইল। বেশ রাত হলো ওদের লেযি ভিতে পৌঁছতে। তবে জর্জ ভন জেগে আছে। বাতি জ্বলছে তার র‍্যাঞ্চহাউজে।

অবিবাহিত মানুষ জর্জ ভন। ইংরেজ। চাপা স্বভাবের। তবে কারবির সঙ্গে বেননকে দেখে যথেষ্ট আন্তরিক ব্যবহার করল সে। দাড়ি কামানো সুদর্শন চেহারা জর্জ ভনের। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মাঝারি উচ্চতা। হাল্কা-পাতলা, তবে পেটা দেহ। চুলের রঙ বাদামী, জায়গায় জায়গায় সাদার ছোপ লেগেছে। চোখ দুটো আকাশের মত নীল। লোকটার সবকিছুতেই একটা পরিপাটি ভাব। র‍্যাঞ্চহাউজ সাজানোয় ইংরেজদের পরিমিতি বোধের ছাপ। কোথাও বাড়তি বা ফালতু কোন জিনিস নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

লিভিঙরূমে নিয়ে বসানোর আগে বেননকে একটা প্রশ্নও করল না সে।

ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিল। পাঁচটা চেয়ার ঘিরে আছে ওটাকে। বসল বেনন আর কারবি।

টেবিলে রাখা চ্যাপটা খয়েরী বোতলটা দেখাল ইংরেজ। 'স্কচে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?' জানতে চাইল। অতিথি দু'জন আপত্তি না করায় বলল, 'তোমাদের বুরবন আমার গলা দিয়ে নামে না। বেশি কড়া।'

তিনটা গ্লাসে স্কচ ঢালল সে। দুটো গ্লাস অতিথিদের দিয়ে নিজের গ্লাসটা তুলে চোখ বুজে এক ঢোকে খেয়ে নিল দেড় আউন্স মদ। তারপর কৌতূহলী চোখে কারবির দিকে তাকাল। 'কি ব্যাপার, মুখটা এত গম্ভীর করে রেখেছ কেন?'

'তুমিও গম্ভীর হয়ে যেতে যদি জানতে এতদিন আমরা গাধামি করেছি।'

'গাধামি?'

'বোকামি, গাধামি, পাগলামি যা ইচ্ছে বলতে পারো; কোনটাই আমরা কম করছি না। আমরা...'

'নিজেদের এত খারাপ ভাবা কি ঠিক হচ্ছে?' মৃদুস্বরে প্রতিবাদ জানাল জর্জ ভন।

'একশো বার হচ্ছে!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কারবি। স্কচে ঘন ঘন চুমুক দেয়ার ফাঁকে বলে যেতে লাগল রক বেনন আসার পর থেকে ভার্ড হিলসে কি কি ঘটেছে। র‍্যাফটার এস-এ গানহ্যান্ডদের আক্রমণ, সেলুনে বেননের সঙ্গে পাইকের সন্দেহজনক আচরণ, বুল মেডিগানের সঙ্গে বেননের ডুয়েল, লেভি গ্রীনের সাহায্য, রিচার্ড কনেলের হুমকি, বেননকে খুন করতে ট্রেসি আর র‍্যান্ডালকে

পাঠানো, জাগ হ্যান্ডেলের কথা, তারপর আজকে বেননের ওপর দুই কনেলের নির্দেশ জারি করা এবং তার পরিণতি—কিছুই বলতে বাদ রাখল না।

চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে শুনল জর্জ ভন। খালি হয়ে গেলে ভরে দিল মদের গ্লাস। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠল তার চেহারা। মুখ হাঁড়ি করায় বাক কারবির চেয়ে কোন অংশে কম গেল না সে। কুঁচকে গেল বাদামী ভ্রূ। হঠাৎ উঠে চলে গেল সে পাশের ঘরে। ফিরে যখন এলো, কোমরে ঝুলছে গানবেল্ট। উরুতে সিক্সগান। 'বলতে পারো রিচার্ড কনেলকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল সে।

হাসল বেনন। জর্জ ভনের আচরণে কোন কপটতা নেই। খাঁটি মানুষ। পছন্দ হয়েছে লোকটাকে ওর। জর্জ ভনের মত মানুষ কখনও পিঠে ছুরি মারে না।

'এই বিরোধে একান্ত বাধ্য না হলে ব্যক্তিগত ভাবে জড়ানো তোমার ঠিক হবে না, মিস্টার ভন,' বলল বেনন।

'বেননের কাউহ্যান্ড দরকার,' বলল কারবি। 'আমি দু'জন ধার দিয়েছি। তুমিও যদি দাও কাজ চলে যাবে ওর।'

'অবশ্যই।' কিছুক্ষণ ভেবে রাজি হলো ভন। 'আমি লী আর ফেরেলকে দেব। লড়তে জানে ওরা। লড়তে ভালবাসে। বয়স কম, তাই মাথাটা একটু গরম, তবে কাজের ছেলে। অপেক্ষা করো, আমি ডেকে আনছি।'

পাঁচ মিনিট পর বাংকহাউজ থেকে ফিরে এলো জর্জ ভন। সঙ্গে উনিশ-বিশ বছরের দুই শক্তসমর্থ কাউবয়। পরিচয় করিয়ে দিল সে ওদের। লালচে চুলের লম্বা যুবক মেসকিট ফেরেল। আজ পর্যন্ত ওকে ট্র্যাক হারাতে দেখেনি কেউ। পাথরের ওপর দিয়ে টিকটিকি

হেঁটে গেলেও খুঁজে বের করে ফেলে। দ্বিতীয়জন টেনেসি লী। সঙ্গীর তুলনায় একমাথা খাটো, তবে দ্বিগুণ চওড়া। চোখ দুটো সর্বক্ষণ হাসছে। কৌতুক প্রিয়, হাসতে এবং হাসাতে ভালবাসে। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। কিলবিলে পেশী সারা শরীরে। খাটতে পারে গাধার মত।

দু'জনকেই পছন্দ হলো বেননের। এদের ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়। পশ্চিমে বেড়ে ওঠা সরল সোজা ছেলে এরা। মনের মধ্যে প্যাঁচঘোঁচ নেই। মনে এক কথা মুখে আরেক—তেমন করবে না মরে গেলেও।

ফেরেল আর লীকে র‍্যাফটার এস র‍্যাঞ্চে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে কারবি আর জর্জ ভনের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করল বেনন। টুকিটাকি কিছু বিষয়ে মত বিনিময় করল। লেযি ভি'তেই কাটিয়ে দিল রাতটা।

সকালে র‍্যাঞ্চারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগোল সে ভাকা ওয়েলসের দিকে। জানতে হবে কনেলদের সঙ্গে গতকালের লড়াই কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে শহরে।

লেভি গ্রীনের সঙ্গেও একবার দেখা করা দরকার। ভাগ্য ভাল হলে কাজে লাগবে এমন কোন জরুরী তথ্য পেয়েও যেতে পারে।

চোদ্দ

সকাল এগারোটায় হিয়ার ইজ এ গো সেলুনে ঢুকল ক্রিস্টোফার পাইক। লেভি গ্লীন ছাড়া সেলুনে তখন কেউ নেই। মস্ত পেটে ঢেউ তুলে বার কাউন্টারে এসে দাঁড়াল গ্লীন।

'কি চলবে?'

'ব্র্যান্ডি।'

ড্রিঙ্ক সার্ভ করে বিলটা ড্রয়ারে রাখল গ্লীন। নির্বিকার চেহারায় সতর্ক নজর রাখল গানহ্যান্ডের ওপর।

ক্রিস্টোফার পাইকের পরনে ধূলিমলিন একটা শার্ট। জায়গায় জায়গায় ঘামের সঙ্গে মিশে চাপড়া হয়ে আছে ধুলো। পরিশ্রান্ত লাগছে লোকটাকে।

'অনেকদূর থেকে ফিরলে বোধহয়?' নীরবতা ভাঙল গ্লীন।

'এত কৌতূহল কিসের,' বিরক্ত হলো পাইক। 'না। শহর ছেড়ে কোথাও যাইনি।'

লোকটা মিথ্যে বলছে বুঝেও কিছু বলল না গ্লীন। জিজ্ঞেস করল, 'এলমারের কি অবস্থা, জ্ঞান ফিরেছে?'

'হ্যাঁ। ডাক্তার বলল বাঁচবে।'

'আর অ্যাঙগাসটাস?'

'কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেই ভাঙা হাড় জোড়া লেগে যাবে।' গ্লাস তুলেও আবার নামিয়ে রাখল পাইক। 'এলমারকে রিচার্ড ডায়মন্ড

এইটে নিয়ে গেছে। বেননের বারোটা বাজাবে এবার রিচার্ড। বেনন শেষ। চালাকি করে বারবার পার পাবে না।'

'চালাকি?' না জানার ভান করল গ্লীন।

'হ্যাঁ। জানো না তুমি? এলমার আর অ্যাঙগাসটাসকে অ্যাম্বুশ করেছে রক বেনন। মেরেই ফেলত, কিন্তু গুলি ছুঁড়ে শেষ পর্যন্ত লোকটাকে ভাগাতে পারে অ্যাঙগাসটাস।'

'বেনন অ্যাম্বুশ করেছে একথা কে বলছে?'

'এলমার আর অ্যাঙগাসটাস দু'জনেই।'

'ওরা তো বলবেই। আমার ধারণা ওরাই বেননকে অ্যাম্বুশ করতে গিয়ে বোকা বনেছে, নাহলে ভাকা ওয়েলসের অত পুবে কি করছিল ওরা? ডাক্তার বলল দু'জনেই সামনে থেকে গুলি খেয়েছে। দু'জনের বিরুদ্ধে একা বেনন কি-সামনে এগোবে? নিশ্চয়ই ওরাই বেননের পথ আটকেছিল।'

এক চুমুকে গ্লাস খালি করে ঠক করে কাউন্টারে নামিয়ে রাখল পাইক। চোখ গরম করে গ্লীনকে বলল, 'বেশি কথা বলো তুমি।'

মাথা কাত করে সায় দিল সেলুনমালিক। 'হয়তো বলি। তবে তার মধ্যে ফালতু কথা কমই থাকে। আমি তো বলব, রিচার্ড কনেলকে যতটুকু চিনি, এরই মধ্যে বেননকে মারতে রেঞ্জে গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছে সে।' পাইকের চেহারায় ক্ষণিকের পরিবর্তন গ্লীনের নজর এড়াল না। চমকে উঠেছে লোকটা। রক্ত সরে গিয়েছিল মুখ থেকে। তারমানে ভুল বলেনি সে, ঠিক জায়গায় ঢিল পড়েছে।

মাথাটা খাটাতে চেষ্টা করল গ্লীন। কারণ ছাড়া তার সেলুনে আসে না পাইক। এখন কেন এসেছে? বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না, কারণটা বুঝে ফেলল গ্লীন। পাইকের ধুলোময় শার্টই বলে দিচ্ছে

বেননকে মারতে রিচার্ড কনেল কাকে রেঞ্জে পাঠিয়েছিল। বেননকে না পেয়ে ফিরে এসেছে পাইক। সেলুনে এসে এখন অপেক্ষা করছে। জানে, বেনন শহরে এলে এখানে আসবেই। নিশ্চয়ই দেখামাত্র বেননকে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছে রিচার্ড কনেল। বেনন কি আসছে তাহলে?

গ্রীনের থলথলে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। কাঁপছে বুকের ভেতরটা। খুনীটাকে সে ঠেকাবে কি করে? হঠাৎ অনুভব করল গ্রীন রক বেননকে কতখানি পছন্দ করে সে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ঝুঁকি নেবে। কাউন্টার ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। সমানে মুখ চলছে।

'বারটা পাহারা দাও, পাইক। আমি আসছি। হঠাৎ মনে পড়ল, একটু আগেই একজন বলে গেছে পোর্চে রাখা ব্যারেলটা থেকে মদ পড়ছে। দামী মদ। সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। ভেতরে এনে আরেকটা ব্যারেলে রাখা দরকার। কি করে যে ভুলে গেলাম!'

ভ্রূ কুঁচকে লেভি গ্রীনকে বেরিয়ে যেতে দেখল পাইক। একা হতেই বিড়বিড় করে গাল দিল, 'মোটা গাধা। সময় হলেই তোকেও শেষ করব।' হাসিতে ভরে উঠল পাইকের মুখ। কেউ দেখার নেই, বোতলে মুখ লাগিয়ে লম্বা চুমুক দিল। কয়েক চুমুকে চারভাগের একভাগ শেষ করে কাউন্টারে নামিয়ে রাখল বোতলটা। ভাবতে লাগল রক বেননের কথা। লোকটাকে খুন করতে সত্যিই মজা পাবে সে।

একটা টিলার ওপর থেকে বেননকে দেখেছে সে। বেননের সঙ্গে রাইফেল আছে দেখে খোলা জায়গায় মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নেয়নি। শহরে আসছে বেনন। চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। সেলুনে ঢুকবে, ভাবতেও পারবে না আগেই সে তৈরি হয়ে এখানে

বসে আছে। বেনন দরজায় একবার পা রাখলেই...

এসময় সেলুনে খদ্দের থাকে না। থাকবে শুধু লেভি গ্রীন। তাকেও...অখুশি হবে না রিচার্ড কনেল। বাকিটা র‍্যাঞ্চারের নির্দেশে সামলে নেবে শেরিফ।

পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। বোতলটা আবার ঠোঁটে তুলেছে পাইক, এমন সময় এসে ঢুকল লেভি গ্রীন। পাইককে ওই অবস্থায় দেখে বলল, 'গলায় আটকে মরবে তো! আস্তে ধীরে খাও।'

মুখ থেকে বোতল সরাল পাইক। 'ব্যারেল থেকে মদ পড়া বন্ধ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল গ্রীন। 'কাঠের আঠাতেই ফুটো বন্ধ।'

বাইরে হিচর‍্যাকের কাছ থেকে বেননের দরাজ গলা শুনতে পেল পাইক। বোধহয় ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলছে। কাউন্টারে কোমরের এক পাশ ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে। উরুর পাশে ঝুলিয়ে দিল দু'হাত। আঙুলগুলো অস্ত্রের বাঁট স্পর্শ করে থাকল।

বেনন বলছে: 'তুই একটা হারামির বাচ্চা। আয়, এদিকে আয়! ডুবে ডুবে পানি অনেক খাওয়া হয়েছে, মড়াখেকো ঘোড়ামুখো বদমাশ! কি হলো আয়! ভাল হচ্ছে না কিন্তু।'

'ওই যে বেনন এসেছে।' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল গ্রীন। অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপছে অন্তর। পাইকের ভাবভঙ্গি থেকে বুঝে ফেলেছে তার ভয় অমূলক নয়। অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে পাইকের হাতে। নিষ্ঠুর চোখ দরজায় নিবদ্ধ। কোন সুযোগ দেবে না, বেনন ঢুকলেই গুলি করবে লোকটা। নিশ্চয়ই সাক্ষিকেও বাঁচিয়ে রাখবে না।

'অ্যাই, কি হচ্ছে এসব, পাইক!' মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করল গ্রীন।

'চুপ করে থাকো, গ্লীন।' দরজার ওপর থেকে চোখ সরল না পাইকের। 'বাড়াবাড়ি করলে খুন করে ফেলব।'

নিজের সিক্সগানটা জাগ হ্যান্ডেলকে ধার দেয়া ভুল হয়ে গেছে, অনুশোচনা হলো লেভির। বুড়ি বেটসি অ্যান থাকলে ক্রিস্টোফার পাইককে ঠেকানো যেত।

দ্রুত পেরোচ্ছে এক একটা মিনিট। বেননের এখনও পাত্তা নেই। অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করতে লাগল পাইকের মনে। বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে লোকটা? এখনও আসছে না কেন! দীর্ঘ উত্তেজনাময় অপেক্ষা তীব্র মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে। পাইকের শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে গেছে। অসহ্য! এত দেরি কেন!

অস্ত্র হাতে দরজার দিকে পা বাড়াল পাইক। ব্যাটউইঙের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, শুনতে পেল পেছনে হাসছে কে যেন। পুরুষালি হাসি, লেভির মত চিকন কণ্ঠস্বর নয়।

পেছন থেকে ভেসে এলো ভরাট গলা। 'অস্ত্র ফেলে ঘুরে দাঁড়াও, পাইক।

নির্দেশ পালন করে পেছন ফিরল পাইক। দেখল সিক্সগান হাতে কাউন্টারে ঠেস দিয়ে হাসছে বেনন। নিশ্চয়ই পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে। দরজাটার কথা ভুলে গিয়ে মস্ত বড় বোকামি হয়ে গেছে। রাগে কাঁপতে লাগল পাইক।

ভ্রূ নাচাল বেনন। 'কাদার মধ্যে মাছ ধরতে চাইছিলে?'

'না, আমি...আমি আসলে একজনের অপেক্ষায় ছিলাম।' হাসার চেষ্টা করল পাইক। 'চমকে দেব ভেবেছিলাম।'

'কে সে? আমি নই তো?'

'না।'

দীর্ঘ একটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত পাইকের চোখে তাকিয়ে থেকে

লোকটার মনে মৃত্যুভয় জাগিয়ে তুলল বেনন। তারপর হোলস্টারে অস্ত্র রেখে বলল, 'তুমি ভাল করেই জানো কতখানি বিশ্বাস করি তোমাকে। শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি, অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাও। আর কখনও লাগতে এসো না। এর পরেরবার আগে গুলি করে পরে জানতে চাইব কেমন আছ।' আঙুল তুলে মেঝেতে পড়ে থাকা অস্ত্র দেখাল বেনন। 'নিয়ে দূর হও এখান থেকে।'

ধীরে ধীরে ঝুঁকে অস্ত্র তুলে সাবধানে হোলস্টারে পুরল পাইক। ঝুঁকি নেয়ার সাহস হলো না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে একটুর জন্যে আজকে মরেনি সে। পাঁজরে দমাদম বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। টের পেল সরসর করে মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল ঘামের ধারা নামছে। বেনন লোকটার হাসি আত্মা কাঁপিয়ে দেয়, মনে মনে স্বীকার করল পাইক। আন্তরিক হাসি আর চোখের ঠাণ্ডা অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুবই বেমানান। লোকটা কি করতে যাচ্ছে আগে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই।

মাথা নিচ করে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল পাইক।

গানহ্যান্ড চলে যাওয়ার পর সেলুনমালিকের দিকে তাকাল বেনন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি না থাকলে আজকে রক বেনন মরে ভূত হয়ে যেত। ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে আর ফোলাব না, ফেটে যেতে পারো।'

'আমি চিন্তা করছি মরে যাই কিনা,' ভ্রূ কুঁচকে বলল গ্রীন। 'পাইক যদি টের পায় শটগানে আমার কোন ব্যারেলই নেই, তাহলে আমি শেষ।' বেননের বাড়ানো হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল সে। নিজেও একটা গ্লাস নিল। বিয়ার ঢালতে ঢালতে বলল, 'এসো প্রার্থনা করি যাতে অনেকদিন বাঁচি।'

পাইককে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে সেলুন থেকে বেরিয়েছে জানাল

গ্রীন।

জানে বেঁচেছে, তবু খুশি হতে পারল না বেনন। বলল, 'এসবে জড়ানো তোমার মোটেই ঠিক হয়নি। হাতের কাছে এখন থেকে সবসময় একটা গুলি ভরা অস্ত্র রেখো।'

'বাদ দাও তো।' কপালের ঘাম মুছল সেলুনমালিক। 'তোমার কাজ কতদূর এগোল?'

বলল বেনন।

পনেরো

'এত মোটা হওয়া আমার উচিত হয়নি।' বিরক্ত চেহারায় মাথা নাড়ল লেভি গ্রীন। 'হাতির মত মোটা নাহলে তোমার পাশে লড়তে পারতাম।' কৌতূহলী চোখে বেননকে দেখল সে। 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে শেরিফের দেখা হয়েছে? হয়নি? ভাল। দেখা হওয়ার আগেই শহর ছেড়ে ভেগে পড়ো। শেরিফ তোমাকে খুঁজছে। খুন, খুনের চেষ্টা, হুমকি, ঝামেলা পাকানো—যা মাথায় এসেছে অভিযোগ করেছে কনেলরা। ডাক্তার যদিও তার রিপোর্টে লিখেছে সামনাসামনি লড়াইতে গুলি খেয়েছে দুই কনেল, তবে কোলম্যান গোলমাল পাকাতে চেষ্টা করবে।'

'কোলম্যানটা কে?'

'শেরিফ।'

'ও, হ্যাঁ, নামটা ভুলে গিয়েছিলাম। এখনও তার সঙ্গে দেখা

হয়নি আমার।'

'আগে পরে যখনই হোক দেখা হবে। মনে রেখো লোকটা ফোলানো বেলুন, রিচার্ড কনেলের নির্দেশে কাজ করে।'

'ওরকম মানুষকে সবাই শেরিফ করল কেন?'

'বুঝতে পারেনি লোকটা এরকম। ক্ষমতা হাতে পেয়েই চোখ উল্টে নিয়েছে। মেয়র তার শ্বশুর। মেয়াদ শেষের আগে লোকটাকে কিছুতেই অফিস থেকে সরানো যাবে না, মেয়ের জামাইয়ের প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারবে না আমাদের বুড়ো মেয়র।'

'বেচারা।' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল বেনন। তারপর বলল, 'আমি এখন র‍্যাফটার এস-এ ফিরব। ইচ্ছে আছে দু'তিনদিন থাকব ওখানে। কাজকর্ম দেখাশোনা করব। কোন···যেকোন প্রয়োজন পড়লে একবার শুধু খবর পাঠিয়ো, আমি উড়ে চলে আসব।'

'চিন্তা কোরো না, যখনই বিপদ দেখব সাহায্য চেয়ে লোক পাঠাব। শেষে বিরক্ত হয়ে যাবে তুমি।'

দরজা পর্যন্ত এসে বেননকে বিদায় দিল লেভি। জানল না এখনই শহর ছাড়তে পারবে না বেনন।

পোর্চ থেকে নেমেও সারেনি বেনন, ওর সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল মোটা মত একজন। লোকটার শার্টে, বুক পকেটের ওপর চকচক করছে টিনের তারা। লোমশ হাত তুলে বেননকে থামতে বলল লোকটা। বুঝে ফেলল বেনন, এই লোকই ভাকা ওয়েলসের শেরিফ—কোলম্যান।

লোকটা কথা বলতে হাঁ করতেই হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল বেনন। ঘন ঘন ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই শেরিফ কোলম্যান? আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম।'

'দেখা করতে যাচ্ছিলে? কিন্তু···' ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেল কোলম্যান।

'তুমিই তো কোলম্যান?' আরেকদফা হ্যান্ডশেক করল বেনন। 'ভালই হলো এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে! গভর্নর বলেছিলেন ভাকা ওয়েলসে যদি যাও, অবশ্যই কোলম্যানের সঙ্গে দেখা করবে। কোলম্যান তোমাকে মাথায় উঠিয়ে...'

বড় বড় হয়ে গেল শেরিফের চোখ। 'আমাদের স্টেটের গভর্নর তোমার পরিচিত?'

'পরিচিত?' দুঃখে হাসার চেষ্টা করল বেনন। 'গভর্নর আর আমার বাবা ছোটবেলার বন্ধু। তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু।'

'তাই?' সন্দেহের দোলায় দুলছে শেরিফ।

শেরিফের হাতটা ছেড়ে দিল বেনন। 'অবশ্যই। আমি কি মিথ্যে বলছি? ওয়াশিংটন ডিসিতে দেখা হতেই জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। রাতে না খাইয়ে ছাড়বেন না। গভর্নরকে তো চেনো, একবার কিছু বলে ফেললে আর ছাড়বেন না। মানা করতে পারলাম না। বাবার বন্ধু। দারুণ মজার লোক। এমন সব গল্প বলেন হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়। এবার সবচেয়ে মজা পেয়েছি দুই সুইডিশের কাহিনী শুনে। একবার হয়েছে কী...'

বেননকে থামিয়ে দিল শেরিফ। 'শোনো, বেনন, ভাকা ওয়েলসে যা হচ্ছে সেটা বাজে একটা পরিস্থিতি ডেকে আনছে। এভাবে আমরা চলতে দিতে...'

'পারি না,' বাকিটা পূরণ করল বেনন। চেহারা বিস্মিত, কিছুটা হতচকিত। 'কি অবাক কাণ্ড, শেরিফ,' বলল সে, 'এই একই ভাষায় এই একই কথা বলেছেন গভর্নর। সাপারের পর লাইব্রেরীতে বসে তিনি বললেন, "বেনন, ভাকা ওয়েলসে যা হচ্ছে সেটা একটা বিচ্ছিরি পরিস্থিতি ডেকে আনছে। এভাবে আমরা চলতে দিতে পারি না। তুমি যখন ওদিকেই যাচ্ছ, অবশ্যই কোলম্যানের সঙ্গে দেখা করবে। তোমার মুখ থেকে পরিস্থিতি জানতে পেলে মনে যদি একটু

শান্তি পাই। কোলম্যানকে ভাল লোক বলেই জানতাম, অথচ ওর নামে বাজে বাজে রিপোর্ট আসছে। শুনছি মেয়রের জামাই বলে নাকি যা ইচ্ছে তাই করছে। সময় পেলে একটু খোঁজ করে দেখো তো।"

'চিন্তা করতে পারো, শেরিফ, গভর্নরের মত উঁচুতলার মানুষ কতখানি বিচলিত হলে আমাকে এমন করে অনুরোধ করতে পারেন? ভেবে দেখেছ কতখানি দায়িত্ব সচেতন? তোমাদের পরম সৌভাগ্য এমন গভর্নর পেয়েছ।'

'শুনলাম তুমি নাকি আউট-ল ছিলে?' প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টায় জানতে চাইল শেরিফ।

'ঠিকই শুনেছ। তোমাদের গভর্নরই আমাকে ক্ষমা পাইয়ে দিয়েছেন।'

ভেতরের খবর জানত না কোলম্যান। মনে সন্দেহ ছিল বেনন মিথ্যে বলছে। পুরানো ওয়ান্টেড পোস্টারে বেননের ছবি দেখেছে, শুনেছে ক্ষমা প্রাপ্তির খবর, এতদিনে জানল কার হাত ছিল ক্ষমাপ্রাপ্তির পেছনে। ভেবেছিল আউট-ল ছিল স্বীকার করবে না বেনন। কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে স্বীকার করেছে লোকটা। তারমানে যা বলছে মিথ্যে বলছে না, পায়ের তলায় শক্ত জমিন আছে। অবিশ্বাস দূর হয়ে গেল শেরিফের মন থেকে। সেই জায়গায় স্থান নিল স্বার্থচিন্তা।

'আচ্ছা...গভর্নর...বাজে রিপোর্টের কথা কি যেন বলছিলে?' জানতে চাইল সে। মনস্থির করে ফেলেছে, প্রথম সুযোগেই বেননকে বাসায় দাওয়াত করে খাওয়াতে হবে। কনেলরা চুলোয় যাক, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

'গভর্নর বললেন, "বেনন, শুনছি একদল গুণ্ডা বদমাশ ভাকা ওয়েলসে যা ইচ্ছা তাই করছে। তাদের সঙ্গে শেরিফের

যোগসাজশ আছে একথাও কানে আসছে। তুমি যখন ওদিকেই যাচ্ছ একটু খোঁজ নিয়ে জানিয়ো। ঘটনা সত্যি হলে তদন্তের ব্যবস্থা করব, দরকার হলে সৈন্য পাঠিয়ে দুর্বৃত্তদের তাড়া করব। আমার স্টেটে এসব চলবে না।'' ' শেরিফের চোখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকাল বেনন, যেন ভেতরটা দেখে নিতে চাইছে। তারপর থেমে থেমে বলল, 'গভর্নর আমাকে রিপোর্টগুলো পড়ে শোনাননি। তবে ভাকা ওয়েলসে এসে গত তিনদিনে যতটুকু যা টের পেয়েছি, রিপোর্টগুলো কাদের ব্যাপারে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। তোমার সাবধান হওয়া উচিত, শেরিফ।'

রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল কোলম্যান। কাঁপছে রুমাল ধরা হাতটা।

'কো···কোথাও নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে···রিপোর্টগুলো···' তোতলাতে শুরু করল কোলম্যান। 'ভাকা ওয়েলসে···দু···দুর্বৃত্ত।'

'শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তো ভাল দেখছি না,' ভ্রূ কুঁচকে বলল বেনন। চেহারায় অসন্তোষ। 'এই তো প্রথম যেদিন ভাকা ওয়েলসে এলাম বুল মেডিগান না কি যেন নাম লোকটার, বিনা কারণে খুন করতে এলো আমাকে। তারপর ডায়মন্ড এইটের কয়েকজন···শুনেছ নিশ্চয়ই? গভর্নরকে জানাতেই হবে, বারবার করে আমাকে অনুরোধ করেছেন তিনি।'

'প্লীজ, মিস্টার বেনন,' অনুনয় করল শেরিফ, 'দয়া করে গভর্নরকে এখনই কিছু বলে দিয়ো না। আমি দেখছি কতটা কি করা যায়।'

'শুনলাম খুনের অভিযোগে নাকি আমাকে খুঁজছ তুমি?'

'খুনের অভিযোগে? তোমাকে?' আকাশ থেকে পড়ল কোলম্যান। 'কেন খুঁজব? ডাক্তার তো বলেইছে কনেলরা সামনাসামনি লড়াইয়ে আহত হয়েছে। কে যে গুজব ছড়াচ্ছে,

ধরতে পারলে জেলে পুরে দিতাম। আসলে শহরে নতুন কেউ এলে আলাপ করতে হয়, সেজন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম।'

'তারমানে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই?'

'না।'

'আমি দেখব তোমার ব্যাপারটা। কথা দিতে পারছি না, তবে আপাতত গভর্নরকে কিছু জানাব না।' শেরিফের ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করে পা বাড়াল বেনন। মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিল। কোলম্যান গভর্নরের নাম জিজ্ঞেস করলেই বিদ্যা ফাঁস হয়ে যেত। বলা যায় না গলায় হয়তো এঁটে বসত ফাঁসির দড়ি।

পেছন থেকে ডাক দিল শেরিফ। 'মিস্টার বেনন, এক মিনিট।'

ধক করে উঠল বেননের বুক।

'আজ রাতে তুমি শহরে থাকছ?' মোলায়েম সুরে চাইল কোলম্যান। 'আমার বাসায় সাপারটা খেলে খুব খুশি হব আমি।'

ফোঁস করে আটকে রাখা দম ছাড়ল বেনন। না থেমেই বলল, 'দেখি সময় করে উঠতে পারি কিনা। পারলে আসব।'

ষোলো

দূর থেকে দেখল ক্রিস্টোফার পাইক, হাসতে হাসতে ঘোড়ায় চড়ে ভাকা ওয়েলস থেকে চলে গেল বেনন। দেখল মাথা নিচু করে চিন্তিত চেহারায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে শেরিফ কোলম্যান। বুঝতে পারল বড় ধরনের কোন গোলমাল পাকিয়েছে লোকটা।

একটু পর নড়ে উঠল শেরিফ। তার পেছনে হাঁটতে লাগল পাইক। নিচু স্বরে গাল বকছে। কপালটাই খারাপ। কোলম্যানের হাত থেকেও ফস্কে বেরিয়ে গেছে বেনন। রিচার্ড কনেল কি বলবে কে জানে। ঝালটা কার ওপর ঝাড়বে? ওর না কোলম্যানের ওপর? ভ্রূ কুঁচকে হাঁটার গতি বাড়াল পাইক। সিলভার স্পার সেলুনে ঢুকে পড়েছে শেরিফ।

পাইক ঢুকে দেখল কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে কোলম্যান। ওকে দেখেই লাল হয়ে গেল লোকটার মুখ। অন্যদিকে তাকাল যাতে কথা বলতে না হয়। পাত্তা না দিয়ে তোর উপায় আছে! মনে মনে বাপ-মা তুলে গাল দিল পাইক। শেরিফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সেলুনটা খালি। এই অবেলায় ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। বারকীপ ডায়মন্ড এইটের লোক। কথা বলার সময় সতর্ক হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

'কোলম্যান, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'বলো?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শেরিফকে দেখল পাইক। 'সাহস হারিয়ে ফেলেছিলে?'

'কি বলতে চাও?'

'না বোঝার ভান করছ কেন, তোমার না বেননকে কয়েদ করার কথা? রিচার্ড নিজে অভিযোগ নামায় শপথ করে সই দিয়েছে, তারপরও তুমি গাধার মত...'

'খবরদার, গালাগালি করবে না!'

'একশোবার করব। কিছুই শোনোনি, রিচার্ড আসুক আগে, বুঝবে কেমন লাগে। ওকে কয়েদ করলে না কেন?'

'তুমি কেন সেলুনের ভেতরে ওকে খুন করতে পারলে না?

সকালে তো খুব শুনিয়ে গেছ বেনন খুন হবে। গুলির শব্দের অপেক্ষায় ওয়ারেন্ট হাতে দাঁড়িয়ে থাকলাম যাতে বাতাসে কথা না ছড়ায়, দেখি বেত খাওয়া কুকুরের মত চেহারা করে সেলুন থেকে বেরোচ্ছ। কেন, তোমার সাহসে কুলায়নি ওকে...'

'চোপ!' প্রচণ্ড একটা ধমক দিল পাইক। রাগে ডানহাত মুঠো পাকিয়ে গেছে। কাঁপছে সারা শরীর।

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কোলম্যান।

নিজেকে সামলে নিয়ে পাইক বলল, 'আমি বেননকে মারিনি ভেবেছি...। আমি কি জানি নাকি তুমি অপদার্থের মত ওকে ছেড়ে দেবে! হঠাৎ তোমার সাহস উবে গেল কেন? কি ব্যাপার, দু'পায়ের ফাঁকে লেজ গোটালে কেন?'

'বাজে কিছু রিপোর্ট পেয়ে গভর্নর ওকে ভাকা ওয়েলসে পাঠিয়েছে।'

'কিসের গভর্নর?' কুঁচকে গেল পাইকের কপাল।

'আমাদের স্টেটের গভর্নর। বেননের রিপোর্টের ওপর আমার ক্যারিয়ার নির্ভর করছে।'

হাসবে না কাঁদবে বুঝে পেল না পাইক। শেরিফ এখন খ্যাঁক করে ওর পায়ে কামড়ে দিলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এলোক ঘোর উন্মাদ।

'মাথাটা মাঝে মাঝে একটু খাটিয়ো।' অবশেষে জবান ফিরে পেল পাইক। 'রাজনৈতিক নেতাদের চেনো না? ছাগল নাকি? বেননের কথা বিশ্বাস করলে কি করে! ভাকা ওয়েলস পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেলেও গভর্নরের কিছু যাবে আসবে না। তাছাড়া আগামী ইলেকশন দুই বছর পর! গাধা পেয়ে চাপা পিটিয়ে পার পেয়ে গেছে বেনন। তোমার জায়গায় আমি হলে...যাই হোক,

এক্ষুণি ওয়ারেন্ট সহ রওয়ানা হয়ে যাও। বেননকে র‍্যাফটার এস-এই পাবে।'

মাথা নাড়ল শেরিফ। 'বেনন মিথ্যে বললে আমি ঠিকই টের পেতাম। আমার ভুল হয়নি। না, অসম্ভব। সৈন্যরা যদি আসে কি হবে জানো? এসেই প্রথমে ওরা আমার ক্ষমতা কেড়ে নেবে। তারমানে আমি শেষ। আমি যাচ্ছি না, শখ থাকলে তুমি গিয়ে বেননের সঙ্গে কথা বলে দেখো গে।'

'তাহলে আমাকে ডেপুটি করো।' শয়তানি হাসি হাসল পাইক। 'ওকে মেরে নিয়ে আসব।'

'অসম্ভব। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না হলে আমি তোমাদের সঙ্গে নেই। বেনন মরলেই গভর্নর সৈন্য পাঠাবে।'

'রিচার্ড কনেল কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।'

'আমার কিছু করার নেই।' হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল কোলম্যান।

অকথ্য ভাষায় কয়েকটা গালি দিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল পাইক। গা রী রী করছে তার। মেরুদণ্ডহীন কেঁচোটার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো মেরেই বসত। রাগ সামলাতে পারবে না বুঝতে পেরে সরে এসেছে। রাগটা ঝাড়া দরকার কারও ওপর। মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে রাগ, রূপ নিচ্ছে শীতল ক্রোধে। কেন যেন মনে হচ্ছে ঠকানো হয়েছে তাকে। শেরিফের কথাগুলো ভাবলেই গায়ের জ্বালা বেড়ে যাচ্ছে।

সেলুনে ঢোকার আগেই কে সতর্ক করল বেননকে? সে আর রিচার্ড ছাড়া আর কেউ জানত না হিয়ার ইজ এ গো'তে বেননকে সে খুন করবে।

হাঁটতে হাঁটতে লেভি গ্রীনের সেলুনের সামনে চলে এসেছে

পাইক। বাঁ পাশেই সেলুনের চওড়া বারান্দা। সেদিকে একবার তাকাল সে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল। কি যেন মনে পড়তে গিয়েও পড়ছে না।

সেলুনটা পেরোনোর পর মনে পড়ল পাইকের। পোর্চে একটা মদের ব্যারেল থাকার কথা ছিল। ওটা নেই। সেলুন থেকে বেরোনোর সময় ছিল?

না। ছিল না। যতই তাৎপর্যহীন হোক, একবার দেখলে কিছু ভোলে না সে।

লেভি গ্রীন!

ব্যারেল ঠিক করার নাম করে লোকটা বেননকে সতর্ক করে দিয়েছিল!

দাঁড়িয়ে পড়ল পাইক। একবার ভাবল লেভি গ্রীনকে সেলুনে ঢুকে শেষ করে দেয়। কিন্তু খানিক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত পাল্টাল সে। ফিরে চলল সিলভার স্পার সেলুনে।

শেরিফ এখনও একা; স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল পাইক। দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়। 'তাহলে বেননের ব্যাপারে তুমি মত পাল্টাচ্ছ না?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল সে।

'না।'

'ভেবে দেখো।'

'দেখেছি।' শ্রাগ করল শেরিফ। 'আমার কিছু করার নেই।'

'আমি এখন ডায়মন্ড এইটে যাচ্ছি,' রাগ দেখিয়ে বলল পাইক। 'রিচার্ডকে জানাব তুমি পিঠ দেখিয়েছ। আমি জানি রিচার্ড তোমাকে ছাড়বে না। ভুলেও ভেবো না পার পাবে। এতদিন ধরে বেআইনী যা কিছু করেছ সব কিছুর প্রমাণ আছে।' বিরক্ত চেহারায় শেরিফকে দেখল পাইক। তারপর বলল, 'এবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে

সেগুলো তুলে দেবে রিচার্ড। যে তদন্তের ভয় পাচ্ছ সেই তদন্তই হবে, ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

কথা শেষে দরজার কাছে চলে এসেছে পাইক, প্রায় দৌড়ে তাকে ধরল কোলম্যান। অনুনয় করে বলল, 'পাইক, তুমি না আমার বন্ধু? বাঁচাও আমাকে পাইক, সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব, যা বলবে করব, শুধু রিচার্ডকে আমার ওপর খেপিয়ে দিয়ো না, একটু দয়া করো।' পাইকের হাত আঁকড়ে ধরেছে সে। মুখটা রক্তশূন্য। কাঁপছে নিচের ঠোঁট। কেঁদে ফেলবে যেকোন সময়।

হাতটা ছাড়িয়ে নিল পাইক। নিষ্ঠুর চেহারায় শেরিফকে দেখে নিয়ে পা বাড়াল। ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে এলো শহর থেকে। টের পাচ্ছে, সেলুনের দরজায় দাঁড়িয়ে এখনও তার দিকে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কোলম্যান।

ট্রেইলে বাঁক ঘুরে থামল পাইক। শহর থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না। শেরিফ ভাববে ডায়মন্ড এইটে ফিরে যাচ্ছে সে। যেতে দেখেছে সাক্ষ্য দেবে। লেভি গ্রীন খুন হলে ওকে জড়ানো আর সহজ হবে না। পোক্ত অ্যালিবাই তৈরি করেছে সে। শহরে কেউ ওকে দেখে ফেললেও প্রমাণ করা কঠিন হবে। আস্তে আস্তে ঠোঁট প্রসারিত হলো পাইকের। নিঃশব্দে হাসছে সে। হ্যাটের কানা নামিয়ে আনল চোখের ওপরে। মুখ চেনা কঠিন হবে।

এসময়ে সেলুনে খদ্দের থাকে না। থাকবে শুধু লেভি গ্রীন!

নির্জন ক্রসরোড দিয়ে আবার শহরে ঢুকল পাইক। কারও চোখে ধরা না পড়েই চলে এলো হিয়ার ইজ এ গো'র পাশের গলিতে। ঘোড়াটা রেখে হাঁটতে লাগল। সেলুনে ঢুকল পেছনের দরজা দিয়ে। নিঃশব্দে পৌঁছে গেল লেভির পেছনে।

আনমনে গ্লাস পরিষ্কার করছে লেভি। কিছুই টের পেল না।

বেল্টের তলা থেকে ক্ষুরধার মেক্সিকান ছোরাটা বের করল পাইক। হাসছে সে। হাসতে হাসতেই এক হাতে লেভির চুলের মুঠি ধরে তলোয়ারের মত করে ছুরি ধরা হাতটা গলায় নামিয়ে আনল সে। পোচ দিল কয়েকবার। চেহারা থেকে তখনও হাসি মোছেনি, যেন গল্পগুজবের ফাঁকে মুরগি জবাই করছে।

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো লেভির গলা থেকে। দু'ফাঁক হয়ে গেছে গলা। পেছনে সরে দাঁড়াল পাইক। গ্লাস মোছার কাপড়টা দিয়ে ছোরাটা মুছে বেল্টে রাখল।

দড়াম করে টুল থেকে পড়ল লেভি। কাউন্টারের পেছনে মেঝেতে ছটফট করছে। দু'চোখ বিস্ফারিত। ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে জবাই করা গলা থেকে। বাতাসে রক্তের গন্ধ। গলার নালি দিয়ে ভলকে ভলকে বেরোচ্ছে তাজা রক্ত। মেঝেতে লাল একটা পুকুর তৈরি হচ্ছে।

এক মিনিট ছটফট করল লেভি গ্রীন। তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহ। বেননের কাছে সাহায্য চাওয়া আর হলো না ওর।

মৃতদেহের মুখে থুতু ফেলে ঘুরে দাঁড়াল পাইক।

শহর থেকে বেরিয়ে ভেবে দেখল, কোথাও কোন ভুল করেনি। কোনভাবেই এই খুনের সঙ্গে তাকে জড়ানো যাবে না।

ছোরাটা বের করে বাঁটে আরেকটা নতুন দাগ দিল সে। যাচ্ছে ডায়মন্ড এইটে।

সতেরো

স্যাপারের খানিক পরে র‍্যাফটার এস-এ বসে খবরটা পেল বেনন। বিরাট একটা ধাক্কা খেলো মনে। এতখানি খারাপ লাগবে ও ভাবতেও পারেনি। বোঝেনি অজান্তে কখন এতখানি ভালবেসে ফেলেছিল ও সরল সোজা মানুষটিকে। মনে হচ্ছে জীবন থেকে কি যেন একটা হারিয়ে গেছে ওর। নড়ে উঠেছে বুকের ভেতর কোথায় যেন। অনেক গভীরে কোথাও কোন অজানায় অশ্রু ঝরছে। অশ্রু-অশ্র মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছে ও, নিজেকে শাসনে বাঁধতে পারছে না। পারছে না নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে।

চোখের জল নামবে বুঝতে পেরে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিল বেনন। বিড়বিড় করে বলল, 'পোকাগুলো কেন যে জ্বালাচ্ছে!'

এক ঘণ্টাও লাগল না ওর ভাকা ওয়েলসে পৌঁছতে। সারাটা পথ ভাবল বেনন। মাত্র একজন মানুষ পারে ছুরি দিয়ে ওরকম নৃশংস ভাবে খুন করতে। লেভির কোন শত্রু ছিল না। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে পারে এমন একমাত্র মানুষ হচ্ছে পাইক। হ্যাঁ, পাইক। ক্রিস্টোফার পাইকের বেল্টে একটা ছুরি দেখেছে ও।

প্রায় মাঝরাত। এত রাতেও শেরিফের অফিসে আলো জ্বলছে। দরজায় নক না করেই সোজা শেরিফের অফিসে ঢুকল বেনন। শেরিফকে টেবিলের ওপাশ থেকে চমকে তাকাতে দেখে বলল, 'কোলম্যান, আমি ক্রিস্টোফার পাইককে খুঁজছি।'

'সে তো ডায়মন্ড এইটে গেছে। কেন খুঁজছ?'

'তুমি ঠিক জানো?' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল বেনন।

'হ্যাঁ। যেতে দেখেছি।'

শেরিফের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। লিভারি স্টেবল থেকে একটা লণ্ঠন এনে হিয়ার ইজ এ গো'র পাশের গলিটা ভালমত পরীক্ষা করল। খুনীকে চেনার মত কোন চিহ্ন নেই। ধুলোতে শুধু বুটের ছাপ। এক জায়গায় ঘোড়ার নাদি। ওখানে ঘোড়া রেখেছিল খুনী। পেছনের দরজা দিয়ে সেলুনে ঢোকে, লেভিকে জবাই করে পালিয়ে যায়। কেউ তাকে দেখেনি, কিন্তু বেনন জানে কে সে।

পাইক! ক্রিস্টোফার পাইক!

দাঁতে দাঁত চেপে নামটা উচ্চারণ করল বেনন।

ভোর।

ডায়মন্ড এইট র‍্যাঞ্চ।

মেসরুমে লম্বা টেবিলটার চারপাশে বসে নাস্তা সারছে ছয়জন পাঞ্চার। টেবিলের এক মাথায় বড় চেয়ারটায় বসে রিচার্ড কনেল। তার ডানদিকে বসেছে অ্যাঙগাসটাস। কাঁধে ব্যান্ডেজ। বামদিকে ক্রিস্টোফার পাইক। বাকি পাঁচজন ফারগো ফেল্লস, হাব হুইলার, ট্যাট মুনসন, ক্যালিকো ওয়ার্ডেন আর স্কুইন্ট ক্যান্ট্রেল। প্রত্যেকেই কঠোর চেহারার বদমেজাজী মন্দ লোক, বসের আদেশে যেকোন কাজ করতে পারে নির্বিকার চিত্তে।

এলমার কনেল এখনও বিছানায় পড়ে আছে। র‍্যাঞ্চহাউজটা কুক শ্যাক থেকে একশো গজ দূরে। এতদূর আসতে তাকে বারণ করেছে ডাক্তার।

‘এলমারের নাস্তা সাজাও, চিনো,’ কুক ঢুকতেই বলল রিচার্ড, ‘আজকে ওকে আমিই পৌঁছে দেব।’

কিচেনে ফিরে গেল চীনা কুক। বাসন-পেয়ালার খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে, সেই সঙ্গে বিরক্তি সূচক উক্তি। রোগীর জন্যে আলাদা পথ্যের নির্দেশ দিয়েছে ডাক্তার।

‘এলমারের অবস্থা এখন কেমন?’ জানতে চাইল ট্যাট মুনসন।

‘ভাল না,’ বলল রিচার্ড, ‘তবে বাঁচবে। এখনই বেননের মুখোমুখি হতে চায়!’

‘বেনন আমার,’ চাপা আক্রোশ ভরে বলল অ্যাঙগাসটাস। ‘হাতটা সারলেই ওকে খতম করে দেব।’

‘দূরে সরে থেকো।’ হাসল রিচার্ড। ‘পরের বার হয়তো তোমাদের দু’জনকেই মেরে ফেলবে বেনন। এলমার আর তোমার তুলনায় সে অনেক চালু।’

‘যতটা ভাবছ ততটা না,’ গোমড়া মুখে বলল অ্যাঙগাসটাস। ‘একবার চমকে দিতে পেরেছে বলেই বারবার না। ঘোড়াটা যদি লাফ না দিত ওকে মেরে ফেলতে পারতাম।’

‘কিন্তু পারোনি।

‘সুযোগ নিয়েছিল।

‘পরেরবারও নেবে না তার ঠিক কি?’ ভ্রূ কুঁচকে ছোটভাইকে দেখল রিচার্ড। তারপর বলল, ‘ঠেকাতে না পারলে সর্বনাশ করে ছাড়বে লোকটা।’

‘আমি একবার চেষ্টা করে দেখব, বস্?’ জানতে চাইল ফেল্পস। অনুমতির আশায় জ্বলজ্বল করছে তার ট্যাড়া দুটো লালচে চোখ।

মজা পেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল রিচার্ড। হাসি থামার পর বলল, ‘মরে যাবে। খামোকা মরে যাবে। অস্ত্র ছোঁয়ার আগেই

দেখবে কপালে তিন নম্বর একটা চোখ হয়েছে তোমার।' সবার ওপর চোখ বোলাল র‍্যাঞ্চার। 'তোমাদের মধ্যে পাইক সবচেয়ে চালু, তবে বেননের মত অতটা না। বাদ থাকলাম আমি। শেষ পর্যন্ত আমাকেই দাঁড়াতে হবে বেননের সামনে।'

'সেলুনে পাইক যখন অপেক্ষা করছিল, আর বেনন এলো পেছন থেকে, তখন যদি ওখানে থাকতে পারতাম, দারুণ একটা মজা দেখা যেত,' বলল ক্যালিকো ওয়ার্ডেন। 'পাইকের চেহারা দেখে হাসতে হাসতে খুন হয়ে যেতাম।'

'ফালতু কথা বাদ দাও,' বিরক্ত চেহারায় বলল পাইক। 'ওই লেভি হারামজাদা সাবধান না করলে বেননকে বাঁচতে হত না।'

'শহর থেকে খবর না আসা পর্যন্ত ঘাড় থেকে চিন্তা নামবে না।' পাইকের দিকে তাকাল রিচার্ড। 'তুমি ঠিক জানো তো কেউ দেখেনি? কেউ দেখে থাকলে কিন্তু বিপদ হবে। লেভিকে অনেকেই পছন্দ করত, তাছাড়া এভাবে খুন করা...'

'কেউ দেখেনি। কোলম্যানকে দেখিয়ে ভাকা ওয়েলস থেকে বেরিয়ে তারপর গোপনে কাজ সেরেছি। উঁহুঁ, কেউ দেখেনি। আর দেখলেই কি, প্রমাণ করতে পারবে না আমিই খুনী।'

'তবু সাবধান হওয়া ভাল। ছোরাটা কয়েকদিন সঙ্গে রাখা বাদ দাও।'

রিচার্ডের কথায় সায় দিল সবাই।

'গতকাল র‍্যাফটার এস রেঞ্জে চারজন কাউবয় দেখলাম।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল স্কুইন্ট ক্যান্ট্রেল। 'রিচার্ডের কথা মত দূর থেকে নজর রাখায় কাউকে চিনতে পারিনি। সম্ভবত স্ল্যাশ ও আর লেযি ভি থেকে ওদের ধার দিয়েছে।'

'সামনে বড় একটা লড়াই আসছে বুঝতে পারছি।' রিচার্ডের

গম্ভীর দৃষ্টি সবার ওপর ঘুরে এলো। 'একটা কথা সবাই মনে রেখো, যা-ই করতে হোক না কেন র‍্যাফটার এস আমাদের চাই। কিছুতেই এডওয়ার্ড অ্যাডলারকে মর্টগেজের টাকা শোধ করতে দেয়া যাবে না। দরকার হলে ঝুঁকি নিয়েও রাসলিঙ বাড়াতে হবে।'

'তুমি ভুল পথে ভাবছ, রিচার্ড,' বলল অ্যাঙগাসটাস। 'অলিভিয়া অ্যাডলারকে পটাতে পারলেই র‍্যাফটার এস আমাদের হবে। বেশি না, এক মাস সময় দাও আমাকে।'

'অলিভিয়া অ্যাডলার বাজারের মেয়ে না যে তোমাকে হাত বাড়াতে দেখলেই কোলে চড়ে বসবে। ওই ধরনের মেয়েরা জীবনসঙ্গী বাছাই করে নেয়। তোমাকে পাত্তা দেবে না।'

'জোর করে যদি বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়...'

'না।' কড়া গলায় ধমক দিল রিচার্ড। 'খবরদার ওই মেয়ের ধারে কাছে যাবে না! এমনিতেই ভাকা ওয়েলসে কেউ আমাদের পছন্দ করে না। মেয়েঘটিত সমস্যায় জড়ালে সবাই বিরুদ্ধে চলে যাবে। আমার কাজ আমাকেই করতে দাও, তুমি নাক গলাতে এসো না। প্রথম কাজ হচ্ছে রক বেননকে খুন করা। বেনন মরলেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে।'

একটা ট্রেতে এলমার কনেলের নাস্তা নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো কুক। ট্রে নামিয়ে রাখল সে রিচার্ডের সামনে। এখনও মুখটা বুলডগের মত বিকৃত করে রেখেছে।

'ফিরে এসে সবার কাজ ঠিক করে দেব।' ছোটভাইকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রিচার্ড কনেল। হাতে ট্রে। 'প্রত্যেকে যার যার অস্ত্র পরীক্ষা করে রাখো। আমরা আজকেও অ্যাডলারদের ওপর হামলা করতে পারি।'

কনেলরা বেরিয়ে যেতেই উত্তেজিত বাকবিতণ্ডা শুরু হলো।

গানবেল্ট পরতে বাংকহাউজে চলে গেল দু'জন। তেল আর ন্যাকড়া দিয়ে ·৪৫ কোল্ট মুছতে লাগল স্কুইন্ট।

এক ঘণ্টা পর রিচার্ডের নির্দেশে বাংকহাউজের সামনে জড় হলো সবাই। প্রত্যেকে সশস্ত্র। প্রস্তুত।

সবার ওপর চোখ বোলাল রিচার্ড। দুর্ধর্ষ লোকগুলো তার আদেশের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকের স্বার্থ ডায়মন্ড এইটের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। পিছাবে না কেউ। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম অ্যাডলারদের আক্রমণ করব,' বলল রিচার্ড। 'পরে ভেবে দেখেছি কাজটা ঠিক হবে না। কোন প্রশ্ন উঠুক তা আমরা চাই না। আমাদের দরকার বেননকে। ওকে একা পেতে হবে। কোন ভাবে যদি খবর পৌঁছানো যায় আমি তার জন্যে ভাকা ওয়েলসে অপেক্ষা করছি, বেননের সাহস থাকলে যাতে আসে, তাহলে নিজের সম্মান রক্ষা করতে তাকে আসতেই হবে। আমি বদলা নিতে চাইলে কেউ কিছু বলবে না, আমার দুই ভাইকে গুলি করেছে সে। শহরে ঢোকার পথে দু'জন যদি অ্যাম্বুশ করে...'

'কে যেন আসছে,' ট্রেইলের দিকে আঙুল তাক করে হঠাৎ বলে উঠল হাব হুইলার।

তাকাল সবাই। পুবদিকে ধুলোর মেঘ। ঝড়ের বেগে আসছে অশ্বারোহী। এখনও অনেক দূরে, চেহারা দেখা যায় না, শুধু বোঝা যায় ঋজু ভঙ্গিতে বসেছে ঘোড়ায়।

চোখের ওপর হাত রেখে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল রিচার্ড কনেল। আগন্তুকের পেছনে সূর্য থাকায় দেখা যাচ্ছে না ভাল। 'ডাক্তারের এখনও আসার সময় হয়নি,' কিছুক্ষণ পর বলল সে। 'কোলম্যান হবে বোধহয়। পরে হয়তো ভেবে দেখেছে চোখ উল্টে

নিয়ে কাজটা ভাল করেনি। আসুক একবার, ওর ছাল ছাড়াবার ব্যবস্থা করব। কথা যখন শেষ করব আমার পা ধরে মাপ চাইবে শুয়োরের বাচ্চা।'

'ওই লোক কোলম্যান হতে পারে না,' দ্বিমত পোষণ করল মুনসন। 'বসার ভঙ্গি মেলে না। তাছাড়া কোলম্যানের ঘোড়ার বাপেরও সাধ্য হবে না অত জোরে ছোটে। ছুটলে ভয়ে মুতে ফেলত কোলম্যান।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল ক্যালিকো ওয়ার্ডেন।

কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল সবাই। কাছে চলে আসছে অশ্বারোহী। হঠাৎ চাপা স্বরে গাল দিয়ে উঠল পাইক। অ্যাঙগাসটাস কনেলও চিনতে পেরেছে।

'আরে, তাই তো!' আরও এক মিনিট পর মাথা দোলাল রিচার্ড কনেল। 'কি চায় লোকটা?'

'গুলি খেতে চায়!' বাম হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এলো অ্যাঙগাসটাস কনেলের। সরু হয়ে গেল চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে রাখায় উঁচু হয়ে উঠেছে চোয়ালের হাড়।

অস্ত্র পাইকও বের করেছে। অ্যাঙগাসটাসকে বলল সে, 'তুমি খেলনা রাখো। বেনন আমার।'

'তোমরা দু'জনই রাখো,' ধমক দিল রিচার্ড কনেল। 'বাড়াবাড়ি কোরো না। আমি জানতে চাই বেনন কেন আসছে।'

অসন্তুষ্ট হলেও নির্দেশ পালন করল পাইক আর অ্যাঙগাসটাস। তবে পাইকের হাত দুটো অস্ত্রের বাঁট ছুঁয়ে থাকল। 'আমাকে দিয়ে খুনের কথাটা স্বীকার করাতে এসেছে,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড কনেল। 'বলে দিয়ো তুমি কিছু জানো না। কথা শেষে...'

বাকিটা রিচার্ড কনেল বলল না, বুঝে নিল সবাই। কয়েক মিনিট কথা বলল না কেউ।

একই গতিতে মোড় নিয়ে র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে ঢুকল বেনন। মাথায় আজ খুন চেপেছে ওর। বিপদের তোয়াক্কা করছে না। আজ প্রমাণের দরকার নেই, আজ চাই রক্ত। পাইকের রক্ত। লেভি গ্রীনের রক্তঋণ শোধ করতে হবে আজ। নিজের ওপরও রাগ হচ্ছে বেননের। নিজেকে মনে হচ্ছে অপরাধী। ওর কারণেই এভাবে বিপদে জড়িয়েছে নিরীহ নির্বিরোধী লেভি। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব না থাকলে এভাবে খুন হত না মানুষটা। ওকে বাঁচাতে গিয়েই...

বেননকে উন্মত্তের মত আসতে দেখে সরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেল সবাই। তবে তার দরকার পড়ল না। লোকগুলোর থেকে পনেরো ফুট দূরে ধুলোর মেঘ তুলে আচমকা থামল স্পীডি।

'কি চাও?' বেনন স্যাডল থেকে নামছে না দেখে কড়া গলায় জানতে চাইল রিচার্ড কনেল।

রিচার্ডের ওপর স্থির হলো বেননের দৃষ্টি। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর সবাইকে বাদ দিয়ে স্থির হলো ক্রিস্টোফার পাইকের ওপর। নিষ্পলক চোখে লোকটাকে দেখল বেনন। তারপর হিমশীতল কণ্ঠে বলল, 'লেভিকে আমার ভাল লাগত। লেভি আমার বন্ধু ছিল, পাইক।'

সবাই অনুভব করল ভয়ঙ্কর একটা ঝড়ের আগের সেই স্তব্ধ পরিবেশের মত কি যেন ভয়াবহ একটা আছে বেননের বলার ভঙ্গিতে। অন্তরে কাঁপ ধরে গেল পাইকের। মনে পড়ল প্রথম দিন সেলুনে বেননের মুখোমুখি হওয়ার স্মৃতি। সেদিনও হাসিখুশি লোকটার হঠাৎ পরিবর্তনে এরকমই ভয়ে ঘামছিল সে। লেভিকে সে খুন করেনি বলতে চাইল পাইক। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

বুঝে গেল অস্বীকার করে কোন লাভ হবে না। চোখ নামিয়ে নিল তীব্র দৃষ্টির সামনে।

গ্র্যানিটের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সবাই। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না বেনন। স্যাডল থেকে নেমে পাইকের দিকে দু'পা এগিয়ে থামল। 'অস্ত্র বের করবে না, পাইক?' খানিকটা যেন অনুনয়ের সুরে জানতে চাইল ও। 'লেভিকে তুমি যতটুকু দিয়েছ তার চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ দিচ্ছি আমি তোমাকে। লেভি নিরস্ত্র ছিল, কিন্তু তোমার অস্ত্র আছে।'

জবাব দিতে পারল না ক্রিস্টোফার পাইক। নড়ল না একচুল।

পিন পতন নীরবতা।

অঙ্গারের মত জ্বলছে বেননের চোখ। কিন্তু কণ্ঠস্বর আশ্চর্য শান্ত। 'আমার দিকে তাকাও পাইক। দেখো, তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি।'

ঝট করে মাথার ওপর দু'হাত তুলল বেনন। প্রথমবারের মত ক্রোধ প্রকাশ পেল গলায়। 'পাইক! এটা শেষ সুযোগ!'

চোখ তুলল পাইক। একই সঙ্গে অনুভব করল বিস্ময়, আনন্দ আর স্বস্তি। এবার, এতদিন পর সত্যিই বেননকে বাগে পেয়েছে সে। সামনেই বেনন দাঁড়িয়ে। দু'হাত মাথার ওপর হ্যান্ডসআপের ভঙ্গিতে। হ্যাঁ, এখন...এইবার!

চাবুকের মত হোলস্টারে ছোবল মারল পাইকের হাত। কিন্তু অদম্য ভয় বা যে কোন কারণেই হোক স্বাভাবিক দ্রুততায় হয়তো ড্র করতে পারল না সে। অন্তত উপস্থিত সবার তাই মনে হলো।

পাইক অস্ত্র ছোঁয়ার আগেই নেমে এলো বেননের হাত। দেখে মনে হলো সিক্সগান দুটোই লাফ দিয়ে ওর তালুতে গিয়ে বসেছে।

পর পর দু'বার ধুলো উঠল পাইকের বুক পকেট থেকে। ধাক্কা

খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল পাইক। তখনও অস্ত্র খাপ মুক্ত করতে পারেনি। তীব্র অবিশ্বাস নিয়ে একবার বেননকে দেখল সে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। ধুলোতে মাকড়সার জালের মত নকশা—রক্তের, দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে।

কয়েকবার মাত্র ঝাঁকি খেয়ে নিথর হয়ে গেছে পাইক। হাস্যকর নিরীহ লাগছে মৃতদেহটা।

'লেভি গ্লীন খাঁটি একজন মানুষ ছিল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনন। জীবনে এরকম ওর কমই হয়েছে, পাইককে খুন করেছে বলে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হচ্ছে না। রিচার্ড কনেলের ওপর সিক্সগান তাক করল বেনন। 'সবাইকে নিরস্ত্র হতে বলো, নাহলে খুন হয়ে যাবে।'

চোখ দেখেই বুঝতে পারল রিচার্ড কনেল, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না বেনন। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে সঙ্গীদের উদ্দেশে আস্তে করে মাথা কাত করল সে।

ভাইয়ের জীবন আশঙ্কা, তবু সবার শেষে অস্ত্র ফেলল অ্যাঙগাসটাস।

'এবার সবাই প্রেইরির দিকে হাঁটতে থাকো,' বলল বেনন। 'দুশো গজের আগে পেছন ফিরবে না। ফিরলে...' আঙুল তুলে স্পীডির বুটে রাখা রাইফেলটা দেখাল সে।

রিচার্ড কনেলের পাশাপাশি পা বাড়াল অ্যাঙগাসটাস আর গানহ্যান্ডরা। পাইকের মৃত্যু গভীর ছাপ ফেলেছে সবার মনে। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

লোকগুলো একশো গজ যাওয়ার পর স্পীডির পিঠে উঠল বেনন। ফিরে চলল র‍্যাফটার এসের দিকে।

'সবাই মিলে ওকে শেষ করতে পারতাম,' হাঁটতে হাঁটতে ক্ষোভ প্রকাশ করল অ্যাঙগাসটাস। 'তোমার কথা মত অস্ত্র না

ফেললে বেনন এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত।'

'সঙ্গে আমিও। আমার বদলে তোমার দিকে বেনন তাক করে থাকলে একথা বলতে পারতে না।'

'আমি ড্র করতাম।'

'করলে না কেন, কে তোমাকে মানা করেছিল?'

'তুমি। তুমিই জানতে চেয়েছিলে বেনন কেন আসছে।'

'তারপরও অনেক সময় পেয়েছ, অ্যাঙগাস। আসলে তোমার সাহস হয়নি।'

বড় ভাইয়ের কথায় প্রতিবাদ করল না অ্যাঙগাসটাস। অসন্তুষ্ট চেহারায় হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না, তবে রিচার্ড মিথ্যা বলেনি। আজকের দিনটা ছিল বেননের। তবে তারও দিন আসবে।

আঠারো

দ্রুত পেরোল দশটা কর্মমুখর দিন। বেননের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিক একটা পরিবেশ ফিরে এসেছে র‍্যাফটার এস র‍্যাঞ্চে। কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে। অলিভার আর ক্লেম অসবোর্নকে বেনন গরু ব্র্যান্ডিঙের দায়িত্ব দিয়েছে। উপত্যকার ব্র্যান্ডিঙ ছাড়া বাছুরগুলোতে র‍্যাফটার এসের ব্র্যান্ড দেবে ওরা। এখনও ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারে না এডওয়ার্ড অ্যাডলার। তবে বসে নেই সে। স্ট্যাম্প আয়ার্ন আগুনে গরম করে, তুলে দেয় কাউবয়দের হাতে।

বেনন, জাগ হ্যান্ডেল, টেনেসি লী আর মেসকিট ফেরেলও অত্যন্ত ব্যস্ত। র‍্যাঞ্চহাউজের উত্তর আর পশ্চিম দিকের টিলাটক্কর তন্ন তন্ন করে রাউন্ডআপ করছে ওরা। ট্রোজার মাউন্টিন আর ড্রগুলোতে প্রচুর গরু পেল ওরা যেগুলো গত কয়েকবছর রাউন্ডআপ করা হয়নি বলে বুনো হয়ে উঠেছে। বেশির ভাগই ব্র্যান্ড করা হয়নি। এক থেকে তিন বছর বয়সী হেয়ারফোর্ড।

প্রতিদিন কিছু কিছু করে ওগুলোকে ধরল বেননরা। পরদিন সকালে ব্র্যান্ডিং করল অলিভার আর অসবোর্ন।

থাকার কথা তিন হাজার গরু, কিন্তু আছে মাত্র দেড় হাজার। তাও এডওয়ার্ডের ধারণার চেয়ে নয়শো বেশি। এখনও খুব খারাপ অবস্থায় নেই র‍্যাফটার এস। বছরখানেক ঠিকমত চালাতে পারলে র‍্যাঞ্চটা লাভজনক হয়ে উঠবে। সমস্যা হচ্ছে, হাতে অত সময় নেই। মর্টগেজের টাকা মাস ছয়েকের মধ্যে শোধ দিতে হবে।

ক্রিস্টোফার পাইক মারা যাবার পর চাঞ্চল্যকর আর কিছু ঘটেনি। ভাকা ওয়েলসের গোরস্থানে লেডি গ্রীনকে কবর দেয়া হয়েছে। চারপাশের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যারা বাস করে, সবাই এসেছিল ফিউনারেলে। লেডিকে কবর দেয়ার পরদিন সবাই জানল টেবিলের ওপর একটা রেজিগনেশন লেটার রেখে বউকে নিয়ে শহর ছেড়ে কেটে পড়েছে শেরিফ কোলম্যান। সম্ভবত দেয়াল পত্রিকায় জনগণের মনোভাব তাকে বুদ্ধিমান করে তুলতে ভূমিকা রেখেছে। কোথায় যাচ্ছে বুড়ো শ্বশুরকেও বলে যায়নি সে। স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

বর্তমানে শহরে কোন ল-অফিসার নেই। বেনন ভেবেছিল এই সুযোগে হাঙ্গামা করবে ডায়মন্ড এইটের পাঞ্চার আর গানহ্যান্ডরা। কিন্তু তেমন কিছু এখনও ঘটেনি। সম্ভবত পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়া

পর্যন্ত সময়ক্ষেপণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিচার্ড কর্নেল।

গরু রাউন্ডআপের পর র‍্যাঞ্চে কাজ অনেক কমে গেছে। ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরকে জানার সুযোগ হয়েছে; জেনেছে বেনন আর অলিভিয়া। এডওয়ার্ডের হাবভাবে মনে হচ্ছে মেয়ের স্বামী হিসেবে বেননকে তার বেশ পছন্দ। কিন্তু আসল ব্যাপার জানে না বেচারা। আজ পর্যন্ত অলিভিয়ার হাত ধরেনি বেনন। কথা হয়েছে শুধু চাওয়া-পাওয়া, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়ে। আভাসে বেননকে প্রশ্রয় দিয়েছে অলিভিয়া, সুযোগটা নিতে সায় দেয়নি বেননের মন। আসলে কি চায়, মনস্থির করতে পারেনি ও। মুক্ত, স্বাধীন একটা দায়-দায়িত্বহীন জীবন, নাকি সংসারের মোহ-মায়াজালের চির বাঁধন? কোন মেয়েকে প্রতারণা করতে পারবে না ও। সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভেবে চিন্তে। সেজন্যে সময় দরকার।

ইদানীং ওকে দেখিয়ে ম্যাট অলিভারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ গল্প করছে মেয়েটা। কথায় কথায় হাসছে। বেনন খেয়াল করেছে ও তাকালেই অলিভারের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ঢেলে দেয় অলিভিয়া। ঈর্ষা জাগানোর চেষ্টা, সম্ভবত। ওর ধারণা ভুলও হতে পারে। মেয়েদের হৃদয়গত এসব জটিল ব্যাপার ঠিক বোঝে না বেনন। বোকা আউট-ল বলে বন্ধুরা খেপাত ওকে। সেজন্যে অবশ্য দুঃখ নেই ওর।

'বিকেলে কি করবে, বেনন?' দুপুরের খাওয়া শেষে একদিন জানতে চাইল এডওয়ার্ড অ্যাডলার। সকালে র‍্যাফটার এসের শেষ গরুটাও ব্র্যান্ডিং করেছে ওরা। হাতে কোন কাজ নেই।

'একবার ঘুরতে বেরোব, যদি ইচ্ছে হয়।'

'আমরা কি করব?' জানতে চাইল টেনেসি লী।

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল বেনন। তারপর বলল, 'জাগ

হ্যান্ডেলকে নিয়ে বেরোব আমি। উত্তরের রেঞ্জে নজর রাখবে ম্যাট অলিভার। মেসকিট আর টেনেসি, তোমরা এখানেই থাকবে। তোমাদের হাতের কাজ ভাল। বার্নটাও রঙ করা দরকার। সত্যিকার শিল্প কাকে বলে দেখিয়ে দাও।' হাসল বেনন। ক্লেম অসবোর্নের দিকে তাকাল। 'আমাদের সাপ্লাই শেষ। চেহারা দেখে বুঝতে পারছি শহরে যেতে পারলে খুশি হও তুমি। ক্লেম, অলিভিয়ার লিস্ট নিয়ে ভাকা ওয়েলস থেকে ঘুরে আসা তোমার দায়িত্ব।'

'তুমি মানুষকে ক্রীতদাসের মত খাটাও, বেনন,' ভ্রূ কুঁচকে বলল টেনেসি লী। 'তাও ভাল যে বলোনি বার্ন রঙ করার পর নতুন করালের খুঁটি পোঁতার গর্ত, বেড়া মেরামত—এসব হালকা কাজগুলো সেরে নিয়ো!'

'ভাল কথা মনে করেছ। ওগুলো ছাড়াও আরও কিছু কাজ...'

বেননকে থামিয়ে দিল মেসকিট ফেরেল। 'টেনেসি,' বলল সে, 'মুখটা বন্ধ রেখে জান বাঁচাতে শেখোনি? পাগলকে সাঁকো নাড়াতে বারণ করতে আছে?'

হাসল সবাই। এক সঙ্গে কাজ করতে করতে চমৎকার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ওদের মাঝে।

'বেনন,' জিজ্ঞেস করল অলিভিয়া, 'জাগ হ্যান্ডেল আর তোমার সঙ্গে আমিও যদি যাই, কোন আপত্তি আছে?'

'বিন্দুমাত্র না,' বলল জাগ হ্যান্ডেল। হাসছে বেননের দিকে চেয়ে।

'যদি তোমার বাবার কোন আপত্তি না থাকে,' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন।

'আপত্তি নেই।' মাথা নাড়ল র‍্যাঞ্চার। 'তবে একা বসে থাকতে পারব না। রাঁধব। রাতে আমার রান্না সহ্য করতে হবে।'

অলিভিয়া ছাড়া সবার মুখ শুকিয়ে গেল। 'তাহলে আমি তৈরি হয়ে আসি।' কেবিনের দিকে পা বাড়াল অলিভিয়া। 'বেনন, আমার স্যাডলটা একটু বেঁধে রাখবে?'

'একটু বাঁধলে আছাড় খেয়ে পড়বে। ভালমতই বাঁধব।'

অলিভিয়া চলে যেতেই ভেঙে গেল আসর, টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সবাই। ব্যস্ত হয়ে গেল যার যার কাজে।

পাঁচ মিনিট পর রাইডিঙ ড্রেস পরে এলো অলিভিয়া। চমৎকার লাগছে তাকে দেখতে। মুগ্ধ হয়ে তাকাল বেনন। অলিভিয়া হালকা-পাতলা, তবে প্রকৃতি দিয়েছে অঢেল। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব। তবে সবচেয়ে সুন্দর পান পাতার মত মুখ আর কাজল কালো মায়াময় বড় বড় চোখ দু'খানি। নিষ্পাপ চাহনি। মাঝে মাঝেই রমণীসুলভ রহস্যময়তা খেলা করে দু'চোখে। এমুহূর্তেও ওখানে তেমনই অমোঘ আকর্ষণ।

চোখ ফিরিয়ে নিল বেনন। অলিভিয়াকে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল।

'আমরা কি পশ্চিমে যাব?' র‍্যাঞ্চহাউজ থেকে গজ পঞ্চাশেক এগিয়েই জানতে চাইল জাগ হ্যান্ডেল। র‍্যাঞ্চে কাজ নেয়ার পর অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এসেছে ভবঘুরের ভেতর। গত কয়েকদিন একফোঁটা মদ ছোঁয়নি। কাজ দেখে কে বলবে ক'দিন আগেও পাঁড় মাতাল ছিল! গত দশ দিনে নিজেকে সেরা কাউবয় হিসেবে প্রমাণ করেছে সে।

'ঠিক আছে, পশ্চিমেই চলো,' আপত্তি করল না বেনন। 'দেখা যাক, ট্রোজানের কাছে ব্র্যান্ডিঙ ছাড়া দু'একটা গরু থাকতেও পারে। থাকলে ব্র্যান্ডিঙ করব। পরবর্তী পদক্ষেপের আগে নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভাল।'

'পরবর্তী পদক্ষেপ?' জিজ্ঞেস করল অলিভিয়া। দু'জনের মাঝখানে ঘোড়া চালাচ্ছে সে।

'ক্যাটল বায়ারের খোঁজ লাগাতে হবে। ব্র্যান্ডিঙ করতে গিয়ে রাউন্ডআপ করেছি, এখন ওগুলোকে ছড়িয়ে পড়তে না দিয়ে বেচে দেয়াই ভাল। এক ঢিলে দুই পাখি।'

'ভাল বুদ্ধি,' বলল জাগ হ্যান্ডেল।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল বেনন। কটনউডের গা ঘেঁষে র‍্যাঞ্চহাউজ, সবুজ ঘাসে মোড়া একটা ঢালের গোড়ায়। ওসব ছাড়িয়ে প্রেইরিতে নজর গেল ওর। চরছে দেড়হাজার মোটাতাজা হেয়ারফোর্ড গরু। গত দশ দিনের হাড়ভাঙা রাউন্ডআপের ফল।

'জাগ হ্যান্ডেল একাই অন্তত পাঁচশো গরু ধরে এনেছে,' বলল বেনন।

অন্যমনস্ক চেহারায় হাসল জাগ হ্যান্ডেল। ভ্রূ একটু কুঁচকে আছে। ভাবছে কি যেন।

মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ ঘোড়া থামাল জাগ হ্যান্ডেল। বেনন আর অলিভিয়াও থামল।

'তুমি কি নির্দিষ্ট কোথাও যাচ্ছ, বেনন?'

'না। কেন?'

'এমনি।' হাসল জাগ হ্যান্ডেল। 'তোমরা বেড়াও। ভাবছি আমি একাই একটু রেঞ্জ ঘুরে দেখব।'

লাল রঙের ছোপ পরল অলিভিয়ার গালে। ব্যস্ত হয়ে স্যাডল দেখতে লাগল।

'ব্যাপার কি বলো তো?' বেননের চেহারায় অস্বস্তির ছাপ। অলিভিয়া হয়তো মনে করবে কৌশলটা জাগ হ্যান্ডেলকে শিখিয়েছে সে।

'দক্ষিণের রেঞ্জে যাব একবার।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। 'জায়গাটা ডায়মন্ড এইটের বেশি কাছে। বিপদ হতে পারে।'

'আমি জানি। অতদূরে যাব না।'

'বেশ, যাও।' কিছু একটা চলছে জাগ হ্যান্ডেলের মাথায়, কি সেটা জানতে চাইল না বেনন। লোকটা বুদ্ধিমান, উপযুক্ত কারণ ছাড়া মুখ খুলতে চায় না, জোর করা উচিত নয়।

'অ্যাডিয়োস।'

দক্ষিণে রওয়ানা হয়ে গেল জাগ। দূরে সরে গেল। দ্রুত ছুটছে তার ঘোড়াটা।

একটানা একঘণ্টা ঘোড়া ছোটাল জাগ। র‍্যাঞ্চের রেঞ্জ পেরিয়ে চলে এসেছে ডায়মন্ড এইটের এলাকায়। গতি কমাল সে। সাবধানে এগোতে লাগল, ডায়মন্ড এইটের গানহ্যান্ডদের চোখে ধরা পড়তে চায় না।

সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঢেউ খেলানো এখানে ঘন সবুজ প্রান্তর। একেকটা ঢালের মাথায় উঠলে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। তারপর বাধা হয়ে দাঁড়ায় আরেকটা ঢাল।

হাঁটার গতিতে এগোচ্ছে এখন জাগ। কাছ থেকে ডায়মন্ড এইটের গরু দেখার ইচ্ছে। যখনই দু' একটা চোখে পড়ছে, ঘোড়া থামাচ্ছে সে, ব্র্যান্ড পরীক্ষা করে দেখছে। বেশ কিছু গরুর গায়ে নতুন ব্র্যান্ড করা হয়েছে। লোম গজানো দূরের কথা, ঘা শুকায়নি এখনও। ভ্রূ কুঁচকে এগোল জাগ হ্যান্ডেল। র‍্যাফটার এসের দেখাদেখি ডায়মন্ড এইটও ব্র্যান্ডিঙ আর রাউন্ডআপে মন দিয়েছে। কেন? বিক্রির সময় দাম কমিয়ে দেয়ার ইচ্ছা? ডায়মন্ড এইটের

লোক নজর রাখছে, কাজ করার সময় টের পেয়েছে ওরা। সূর্যের আলোয় বিনোকিউলারের কাঁচ ঝিকিয়ে উঠেছে। কি চায় রিচার্ড কনেল?

পনেরো মিনিট দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে থামল জাগ। আরও এগোনো ঠিক হবে কিনা ভাবল। কনেলদের র‍্যাঞ্চহাউজ মাত্র আধঘন্টার পথ। সিদ্ধান্ত নিয়ে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে চলল সে। অবাক হয়েছে। রেঞ্জে ডায়মন্ড এইটের কারও ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। কোথায় লোকগুলো? কি করছে?

আধঘন্টা র‍্যাফটার এসের দিকে এগোল জাগ। বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। খামোকা সময় নষ্ট হয়েছে। এদিকের রেঞ্জে গরুর পাল যা ছিল পেছনে ফেলে এসেছে সে। মাঝে মাঝে শুধু দেখা যাচ্ছে ডায়মন্ড এইটের দলছুট দু'একটা গরু। কাজের কাজ কিচ্ছু হয়নি। কনেলরা রাসলিঙ করছে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে আশা করেছিল, এখন বুঝতে পারছে অতখানি আশাবাদী হওয়া বোকামি। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে জাগের।

হাতের বামে তিনটে গরু চরছে।

দাঁত দিয়ে ঘাস ছিঁড়ছে, কিন্তু চোখ ওর দিকে। এগোতে দেখলেই দৌড় দেবে। শেষবার কপাল ঠুকতে থামল জাগ। ঠিক করল এবারই শেষ, এরপর গরু দেখলে চোখ বুজে পার হয়ে যাবে।

অশ্বারোহীর মতলব ভাল না বুঝে দৌড়াতে শুরু করল গরুগুলো। ব্র্যান্ডিঙের ব্যথা এখনও ভুলতে পারেনি। লেজ তুলে পাঁই-পাঁই করে ছুটছে।

জাগ হ্যান্ডেল ধাওয়া করল ওগুলোকে। স্যাডল বুট থেকে বের করে ফেলেছে ল্যাসো। গরুগুলো বেশ এগিয়ে গেছে, ওগুলোর দশ ফুটের মধ্যে যেতে মিনিটখানেক লাগল ওর। মাথার ওপর বার

কয়েক ঘুরিয়ে যে গরুটার মুখ সাদা সেটাকে লক্ষ্য করে ল্যাসো ছুঁড়ল ও।

অব্যর্থ লক্ষ্য। গরু বেচারির গলায় এঁটে বসল দড়ির ফাঁস। দাঁড়িয়ে গেল জাগ হ্যান্ডেলের পনি। দড়ির দৈর্ঘ্য ফুরোতেই টান টান হয়ে গেল ল্যাসো, স্যাডল হর্নে প্যাঁচানো দড়িটা ইস্পাত-দৃঢ় হয়ে উঠল।

হঠাৎ টান পড়ায় ভারসাম্য হারিয়ে আছাড় খেল হেয়ারফোর্ড। চোখ উল্টে গেল। ভীষণ ভয় পেয়েছে। হয়তো ভাবছে এই বুঝি ছিল নিয়তি, অত্যাচারের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিঙ তো করেইছে, এখনই কসাইয়ের মত ছুরি হাতে ছুটে আসবে।

সত্যি যমদূতের মত নামল জাগ হ্যান্ডেল। ব্র্যান্ড পরীক্ষা করে হাসি ফুটল যমদূতের মুখে। মনে মনে কল্পনা করল চোরাই গরু ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে জানলে কেমন হত রিচার্ড কনেলের চেহারা।

গরুর গলায় এঁটে বসা ল্যাসো একটু ঢিলে করে গিঁঠ পাল্টে দিল যাতে টান পড়লে ফাঁস না লাগে। তারপর এগোল র‍্যাফটার এসের দিকে। ওর পনির পেছনে প্রাণপণে ছুটছে হেয়ারফোর্ড। গুঁতো মেরে ফায়দা হবে না। দু'একবার চেষ্টা করেছে। পারেনি। পনিটা বেশি চালাক, কাছে গেলেই দৌড়ের ফাঁকে লাথি মারে।

উনিশ

সাপার টেবিলে দেরি করে এলো ক্লেম অসবোর্ন। বেননদের খাওয়া তখন শেষ হয়েছে। তবুও ভদ্রতা করে টেবিলে বসে থাকল ওরা। জাগ হ্যান্ডেল চিন্তিত। বাকিরা গল্পগুজব করছে। শহরে যাওয়া আসা খাটনির কাজ। দ্রুত খালি হয়ে গেল অসবোর্নের প্লেট।

'তারপর, শহরে নতুন কিছু ঘটল?' ক্লেমের খাওয়া শেষ হতেই প্রশ্ন ছুঁড়ল ম্যাট অলিভার।

'দারুণ একটা খবর আছে,' সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বলল অসবোর্ন, 'শহর থেকে ফেরার সময় দেখলাম কনেলদের গানহ্যান্ডরা আসছে। আমিও বুদ্ধি করে অপেক্ষা করলাম। খোঁজ নিতেই জানা গেল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে ওরা। কুক লোকটাও আছে দেখলাম। কি কারণে সবাই একসঙ্গে চাকরি ছেড়েছে তা অবশ্য জানি না।'

'রিচার্ড কনেল খুবই ধূর্ত,' বলল গম্ভীর র‍্যাঞ্চার, 'দাবার ঘুঁটি সাজাচ্ছে সে। গানহ্যান্ডরা চাকরি ছেড়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না। এটা ফাঁদ।'

'গুজবও হতে পারে, আমি তো আর ওদের সঙ্গে কথা বলিনি। হয়তো ফুর্তি করতে গেছে।'

'তবু এটাই সুযোগ,' বলল বেনন, 'আমি কনেলদের ওখানে যাব।'

'কেন?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল জাগ হ্যান্ডেল, এডওয়ার্ড আর অলিভিয়া। বাকিরা চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে।

'ব্যক্তিগত কাজে। ওদের একা পাওয়া দরকার।'

শুরু হয়ে গেল বেননের পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা। একেক জন একেক ভাবে প্রশ্ন করছে। কেউ খেয়াল করেনি কখন নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে জাগ হ্যান্ডেল। পাঁচ মিনিট পরে ফিরল সে। হাতে গরুর কাঁচা চামড়া। শুধু ব্র্যান্ডিঙের জায়গাটা কেটে এনেছে। বিকেলে র‍্যাফটার এস রেঞ্জে ঢুকে গুলি করে গরুটাকে মেরেছে সে। সবাইকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে বলল, 'অসবোর্নের কথা শুনে বুঝলাম ডায়মন্ড এইট রেঞ্জে কাউকে দেখিনি কেন।'

'তারমানে...' চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল বেননের। 'তারমানে তুমি ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। এটা দেখো।' চামড়াটা উল্টো করে মেঝেতে বিছাল জাগ। 'আজকে বিকালে মেরেছি।'

ঝুঁকে এলো সবাই।

উল্টেপাল্টে চামড়ার দু'দিক ওদের দেখাল জাগ।

লোমের ওপর ডায়মন্ড এইটের ব্র্যান্ড স্পষ্ট, তবে ভেতরের দিকে র‍্যাফটার এস। পুরানো ব্র্যান্ডের সঙ্গে নতুন ব্র্যান্ড যেখানে জোড়া লেগেছে সেজায়গাটা সহজেই চেনা যায়। ডায়মন্ড এইটের '৪' সমান পুরু নয়, অর্ধেক চিকন অর্ধেক মোটা। ডায়মন্ডের নিচের অংশটাও খানিকটা বেশি ঘন।

গম্ভীর হয়ে গেল সবার চেহারা। এখনও চুপ করে আছে, গালাগাল দিয়ে কনেলদের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে না শুধু অলিভিয়া উপস্থিত আছে বলে।

'আমরা জানতাম কনেলরা রাসলিং করছে,' বলল জাগ হ্যান্ডেল। 'এতদিনে প্রমাণ পাওয়া গেল।'

'সাহস আছে তোমার, জাগ,' বলল অসবোর্ন। 'মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছ। তুমি তো জানতে না গানহ্যান্ডরা শহরে। সবার তরফ থেকে ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে তোমার।' জাগ হ্যান্ডেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে। 'আমারটা আমি দিয়ে দিলাম।'

'আমারই বা পিছিয়ে থাকি কেন।' এগিয়ে এলো ম্যাট অলিভার। বাকিরাও বাদ থাকল না। র‍্যাঞ্চিঙ ওদের জীবিকা, রাসলারদের মানুষ মনে করার কারণ নেই কারও। দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে প্রত্যেকের চোয়াল, কনেলদের খুন করে টুকরো টুকরো করতে পারলে মনে শান্তি পাবে।

'শেরিফ তো পালিয়েছে,' কিছুক্ষণ পর বলল র‍্যাঞ্চার, 'সে থাকলে এখন কনেলদের গিয়ে ধরতে পারত।'

হাসল জাগ হ্যান্ডেল। 'তোমাকে আইনের প্রতিনিধি খুঁজতে হবে না, সামনেই সে দাঁড়িয়ে আছে।'

'কে?' সমস্বরে উচ্চারিত হলো প্রশ্নটা। একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে সবাই। অলিভিয়া শুধু তাকিয়ে আছে বেননের দিকে।

'আমি না,' মাথা নাড়ল, বেনন। 'জাগ হ্যান্ডেল।'

'নামটা জুগানডেল,' শুধরে দিল জাগ। 'আরটেক্সিকো ক্যাটলমেন'স অ্যাসোসিয়েশনের গোয়েন্দা।'

বিস্ফারিত হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের চোখ। বলল সে, 'তাই তো বলি এতদিন হয়ে গেল অ্যাসোসিয়েশন এখনও লোক পাঠাচ্ছে না কেন!'

'ছদ্মবেশ নিয়েছিলাম, যাতে প্রমাণ করতে পারি আমার সহকর্মীর মৃত্যুর জন্যে রিচার্ড কনেল দায়ী। কিন্তু ঘটনার মোড় ঘুরে

যাওয়ায় সেটা আর সম্ভব হলো না।' গরুর চামড়াটা মুড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল জুগানডেল। 'অবশ্য এটাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।'

'ডায়মন্ড এইটে কখন যাবে?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'সকালে। একা আমি কনেলদের গ্রেফতার করতে পারব না, তোমাদের সাহায্য লাগবে আমার।' সবাইকে দেখে নিয়ে বলল জুগানডেল, 'খুনখারাবি চলবে না, বাধ্য নাহলে গোলাগুলিতে যাব না আমরা।'

'দূর!' হতাশ চেহারায় স্বগতোক্তি করল মেসকিট ফেরেল, 'লড়াই না হলে আর মজা কিসের!'

সায় দিয়ে মাথা দোলাল কাউবয়রা। বেনন গম্ভীর। ভাবছে কি যেন। কিছুক্ষণ পর র‍্যাঞ্চারকে বলল টালি বইটা নিয়ে আসতে।

কাউবয়রা বাংকহাউজে ফেরার পর কিচেন টেবিলে টালি বই রেখে বসল বেনন, র‍্যাঞ্চার, জুগানডেল আর অলিভিয়া।

আধঘণ্টা ধরে খাতাটা নেড়েচেড়ে দেখল বেনন। কতগুলো সংখ্যা টুকে নিয়ে যোগ করল। তারপর জিজ্ঞেস করল মর্টগেজের কত টাকা এখনও শোধ করা বাকি আছে। টাকার পরিমাণ জেনে নিয়ে আবার মন দিল খাতাটায়। কিছুক্ষণ পর বলল, 'অল্পস্বল্প অঙ্ক যা বুঝি তাতে তো মনে হচ্ছে মর্টগেজের চেয়ে অনেক বেশি টাকার গরু কনেলরা চুরি করে বসে আছে!'

'অনেক বেশি।' মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার।

'বছরে স্বাভাবিক ভাবে কয়টা গরু হারায় সেটা হিসাব করেছ?' জানতে চাইল জুগানডেল।

জবাব দিল বেনন। 'ধরেছি। কতগুলো বাচ্চা দিত, কাউবয়দের খাবার আর বেতনের পেছনে কত খরচ হত, সবই ধরেছি। যেভাবেই দেখো না কেন মর্টগেজ শোধ হয়ে গেছে তো বটেই,

রিচার্ড কনেলের কাছে প্রায় হাজার তিনেক ডলার বাড়তি পাওনা হয়েছে র‍্যাফটার এসের।'

'কালকে সকালে সব নিষ্পত্তি হয়ে যাবে,' কথা দিল জুগানডেল। 'হ্যাঁ, কনেলেদের দিন শেষ। বিচারে ফাঁসি হবে।'

'ধরতে পারলে,' বলল বেনন। বেরিয়ে এলো কিচেন থেকে। সোজা বাংকহাউজে ফিরল।

বিশ

মাঝরাতে বাংকহাউজ থেকে বেরোল বেনন। করালে এসে স্পীডিকে নিয়ে হেঁটে এগোল প্রেইরির দিকে। সঙ্গে নিয়েছে গরুর সেই চামড়ার টুকরো। ও জানে কেউ জানে না ও যাচ্ছে। সবাই ঘুমাচ্ছে নিশ্চিত হয়ে তারপর বেরিয়েছে। তবু স্পীডিকে নিয়ে সিকি মাইল হাঁটল বেনন। যখন বুঝল ঘোড়ার খুরের শব্দ র‍্যাঞ্চ থেকে শোনা যাবে না, স্যাডলে উঠে দ্রুত ছুটল সে। চাঁদের উজ্জ্বল রূপালী আলোয় খানা খন্দ এড়াতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

আধঘণ্টা পর পানি ছিটিয়ে অগভীর ল্যাটিগো নদী পেরোল বেনন। দক্ষিণ-পশ্চিমে ছুটছে স্পীডি। কনেলদের র‍্যাঞ্চ এখনও ছ'সাত মাইল দূরে। পথে বার কয়েক ড্র করল বেনন, হাত চালু আছে বুঝে সন্তুষ্ট হয়ে অস্ত্র রেখে দিল খাপে।

শেষ একটা উঁচু ঢালের মাথায় উঠে ডায়মন্ড এইট র‍্যাঞ্চহাউজ

আর অন্যান্য বিল্ডিং দেখতে পেল। চাঁদের আলোয় সাদা লাগছে অ্যাডোবি বাড়িগুলো। বাংকহাউজ, করাল, বার্ন, কুকশ্যাকে আলো জ্বলছে না, তবে দোতলা র‍্যাঞ্চহাউজের একটা জানালায় হলদেটে আলোর আভা।

স্পীডিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল বেনন। র‍্যাঞ্চহাউজের গজ বিশেক দূরে একঝাড় কটন উড গাছ। সেখানে স্পীডিকে বেঁধে পায়ে হেঁটে এগোল। জুতো খুলে নিয়েছে যাতে পাথরের মত শক্ত জমিনে কোন শব্দ না হয়।

র‍্যাঞ্চহাউজের সদর দরজা বন্ধ, তবে জানালাগুলো খোলা। প্রবেশ পথ হিসেবে জানালাকে ছোট নজরে দেখল না বেনন, ঢুকে পড়ল একটা দিয়ে। অন্ধকার। চোখ সইয়ে নিয়ে তাকাল চারপাশে। বেশ বড় একটা ঘর, সেই তুলনায় আসবাবপত্র নেই। একদিকের খোলা দরজা দিয়ে আবছা আলো আসছে। টুকরো টাকরা দু'একটা শব্দ কানে এলো ওর। কারা যেন আলাপ করছে ওদিকে।

ছায়ার মত নিঃশব্দে এগোল বেনন দরজা লক্ষ্য করে। দরজা পেরিয়ে একটা করিডর। একপাশের একটা ঘরের দরজা খোলা, আলো আসছে ওখান দিয়ে। লোক দু'জনের কথা এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে বেনন। দরজা পেরিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে।

ঝগড়া চলছে দু'ভাইয়ের মধ্যে। রিচার্ড আর অ্যাঙগাসটাস, দু'জনেই উত্তেজিত।

'আমাকে না বলে ওদের শহরে পাঠালে কেন!' বলছে রিচার্ড, 'আজকাল বেশি চালাক মনে করছ তুমি নিজেকে। মেয়ে পটানো আর র‍্যাঞ্চ চালানো এককথা মনে করেছ? এক চড়ে তোমার সবকটা দাঁত ফেলে দেব।'

'মুখ সামলে কথা বলবে, রিচার্ড!' নিচু স্বরে গর্জে উঠল

অ্যাঙগাসটাস, 'র‍্যাঞ্চ তোমার একার না।'

'কিন্তু র‍্যাঞ্চটা আমাকেই চালাতে হয়,' শান্ত হয়ে গেল রিচার্ডের গলা। মাথা খেলাচ্ছে। 'দেখো, অ্যাঙগাস, তুমি ওদের ছুটি দিয়েছ তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যাওয়ার আগে ওদের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে দেখেছি। আমার জানা দরকার ওদের তুমি কি নির্দেশ দিয়েছ।'

'শুনলে তোমার ভাল লাগবে না।' খিকখিক করে হাসল অ্যাঙগাসটাস। 'তোমার নাম ভাঙিয়েছি। ওরা জানে তোমার নির্দেশ। বলেছি ভাকা ওয়েলসে গিয়ে মদ খাবে, খবর ছড়িয়ে দেবে যে কনেলদের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় একযোগে কাজ ছেড়ে দিয়েছ। বেরোনোর সময় শহরের পুব দিক দিয়ে বেরোবে যাতে সবাই মনে করে মিথ্যে বলোনি, সত্যি এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছ তোমরা।'

'রাতের খাওয়া না রেঁধেই চলে গেছে চিনো...বোকামি করেছ। যখন তখন ওদের সবাইকে দরকার হতে পারে।' এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর বলল রিচার্ড, 'পুব দিকে যাবে ওরা। তারপর? আর কি বলেছ?'

'সবাইকে দেখিয়ে পুবদিকে রওয়ানা হবে, লোকজনের চোখে না পড়ে তারপর ফিরে আসবে ওরা ডায়মন্ড এইটে। সময় হয়ে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওরা।'

'গেছে তোমার নির্দেশে আসবে নিজেদের ইচ্ছায়। তুমি ওদের চেনো না। আমি জানি সবকটা এখন মাতাল হয়ে সিলভার স্পারে পড়ে আছে।'

রিচার্ডের কথায় খুশি হয়ে উঠল বেনন। ভাগ্যের এতখানি অপ্রত্যাশিত সহায়তা আশা করেনি ও। দোতলার জানালায় আলো

কেন? আরও কেউ আছে? সম্ভবত এলমার কনেল ওই ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

'সকালের আগেই ফিরবে ওরা,' বলল অ্যাঙগাসটাস। 'এখানে এসে দেখা করে তারপর যাবে অ্যাডলারদের রেঞ্জে। সারাদিন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। আমরা জানি কাউবয়রা দল বেঁধে কাজ করছে না, কাজেই সবাইকে খতম করতে অসুবিধা হবে না। এক আঘাতেই পঙ্গু হয়ে যাবে র‍্যাফটার এস। বাকি থাকল এডওয়ার্ড। কেবিনটা অবরোধ করলে বেরিয়ে তাকে আসতে হবেই। মেয়েটাকে বাগাব আমি।'

'সবাই সন্দেহ করবে,' বলল রিচার্ড। 'অলিভিয়া মুখ বন্ধ রাখবে কেন!'

'বিয়ের জন্যে শহরে যেতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরবে বেচারি।' হাসল অ্যাঙগাসটাস। 'এডওয়ার্ড অ্যাডলার আত্মহত্যা করবে মেয়ের দুঃখে। লোকে যতখুশি সন্দেহ করুক, সন্দেহ আর প্রমাণ এক কথা না। কেউ কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারবে না।'

'তুমি তাই ভাবছ। কাউবয়দের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।'

'লাশ গায়েব করে দেব। খুন হয়েছে বুঝবে সবাই, তবে প্রমাণ করতে পারবে না।'

'যতটা ভাবছ অতটা সহজ হবে না।'

'এর চেয়ে ভাল কিছু তোমার মাথায় এসেছে? অবস্থা এরকম চলতে থাকলে পালাতে হবে। প্রশ্ন উঠবে প্রশ্ন উঠবে করছ, মামাকে দিয়ে যখন র‍্যাঞ্চটা মায়ের নামে লিখিয়ে নেয়া হলো তখন প্রশ্ন উঠেছে? বুদ্ধিটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল?'

'মামা বুদ্ধু হতে পারে, শহরের লোকজন মাথায় বুদ্ধি রাখে।'

'ঘটনা যখন ঘটবে এলমারের জন্যে ডাক্তার ডাকতে শহরে যাব আমরা। পারলে কেউ প্রমাণ করুক আমরা জড়িত। কোর্টে কেস উঠলে যদি বুঝি ফেঁসে যাচ্ছি, বলতে পারব আমাদের না জানিয়ে কাউবয়রা...' হেসে উঠল অ্যাঙগাসটাস কনেল।

কথা থেমে গেছে। ঘরে নৈঃশব্দ্য। বড় কোন খুঁত থেকে গেল কিনা ভাবছে রিচার্ড কনেল।

নিঃশব্দে এগিয়ে দরজা দিয়ে উঁকি দিল বেনন।

ঘরটা প্রকাণ্ড। মাঝখানে একটা চারকোনা টেবিলে বসে আছে দুই ভাই। বাম দিকে দেয়াল ঘেঁষা একটা কটে এলমার। গায়ে কম্বল। ঘুমাচ্ছে বোধহয়। চোখ বন্ধ। সীলিঙ থেকে ঝুলছে বড় একটা লণ্ঠন। হাতের ডানদিকে কাঠের চওড়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে।

অ্যাঙগাসটাস আর রিচার্ডের মাঝখানে, টেবিলের ওপর একটা আধখালি হুইস্কির বোতল। দুটো গ্লাস দু'ভাইয়ের সামনে। তলানিতে হলুদ তরল।

রিচার্ড কনেল বসেছে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। বামপাশে অ্যাঙগাসটাস। অ্যাঙগাসটাসের মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে বেনন। মনে মনে গাল দিল সে। এরা বোধহয় নিজের ভাইকেও বিশ্বাস করে না। এতরাতেও গানবেল্ট খোলেনি কেউ।

মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ঘরের ভেতর পা রাখল বেনন। এক হাতে গরুর চামড়া, অন্য হাতটা ঝুলছে ঊরুর পাশে।

'তোমাদের কথা শুনে মনে হলো অ্যাঙগাসটাসের বুদ্ধিটা খারাপ না,' শান্ত স্বরে মতামত জানাল বেনন। কনেলরা চমকে তাকানোয় মাথা নেড়ে ধীরেসুস্থে বলল, 'তবে, দুঃখের কথা, আমি শুনে ফেলেছি, এখন আর ওই বুদ্ধিতে কাজ হবে না।'

দাঁড়াতে গিয়েও বেননের হাতের ইশারায় বসে পড়ল রিচার্ড কনেল। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে অ্যাঙগাসটাসের চেহারা। চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে। টেবিলটা একটু উঁচু হলে তলা দিয়ে ড্র করত, কিন্তু সে-উপায় নেই। এমনিতেই টেবিলটা নিচু, তারওপর বেননের মুখোমুখি বসে নেই সে।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল রিচার্ড। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও, এতরাতে কেন এসেছ এখানে?'

'অনেকগুলো কাজে।' টেবিলের ফুট দশেকের মধ্যে এসে থামল বেনন। চামড়ার টুকরোটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'খুলে দেখো। এটাই আপাতত জরুরী।'

সুতো দিয়ে চামড়াটা গোল করে মোড়ানো আছে। সুতো খুলল রিচার্ড। চামড়াটা একপলক দেখেই চেহারা থেকে শান্ত ভাবটা খসে পড়ল। অ্যাঙগাসটাসও দেখেছে। চোখাচোখি হলো দু'ভাইয়ের মধ্যে। নীরব সমঝোতা। একই সঙ্গে টেবিলে ধাক্কা দিল তারা। প্রচণ্ড শব্দে উল্টে পড়ল টেবিল।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল বেনন, এবং সম্ভবত সেজন্যেই প্রাণে বাঁচল। প্রথম গুলি এলমার কনেলের কাছ থেকে আশা করেনি সে, ভাবতেও পারেনি অসুস্থ লোকটা কম্বলের তলায় সিক্সগান নিয়ে ঘুমায়। টেবিল পড়ার শব্দকে ছাপিয়ে উঠল সিক্সগানের গর্জন। বেননের মুখের সামনে দিয়ে গুঞ্জন তুলে দেয়ালে বিঁধল বুলেট।

একই সঙ্গে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল অ্যাঙগাসটাস, রিচার্ড কনেল আর বেনন।

এলমারের দ্বিতীয় গুলি বেননের কাঁধের চামড়া ছিলে নিয়ে গেল।

গুলি করতে হলে অ্যাঙগাসটাস আর রিচার্ডকে শরীর ঘোরাতে হবে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে এলমারের দিকে গুলি পাঠাল বেনন। সরে গেল লাফ দিয়ে। জানে, এলমারকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে, সমস্ত মনোযোগ দিল এবার সে রিচার্ডের দিকে।

হাত অসম্ভব চালু রিচার্ডের। বুদ্ধিও তুখোড়। বেননের সঙ্গে সঙ্গেই ড্র করেছে সে। শরীর ঘোরায়নি, হাত পেছনে নিয়ে আন্দাজে গুলি ছুঁড়েছে। আন্দাজটা এতই ভাল, আরেকটু হলে ইতিহাস হয়ে যেত রক বেনন। বেননের কানে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে দরজার চৌকাঠে বিঁধল তার বুলেট।

বেনন পাল্টা গুলি করার আগেই বামদিকে দু'কদম সরে গেল রিচার্ড। ঘুরে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু পারল না। দুর্ভাগ্য তার, অ্যাঙগাসটাসের লাইন অভ ফায়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। পর পর দু'বার গুলি করেছে অ্যাঙগাসটাস। দুটো গুলিই ফুসফুসে ঢুকল তার। উপুড় হয়ে পড়ে গেল রিচার্ড। মৃত্যু যন্ত্রণায় দেহ মোচড়াচ্ছে।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে অকথ্য ভাষায় গাল দিল অ্যাঙগাসটাস। বেননের বুকে তাক করল অস্ত্র। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা, ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে নিজেকে নয়, বেননকে সে দায়ী ভাবছে।

বেনন ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব।

থরথর করে কাঁপছে অ্যাঙগাসটাসের হাত। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল। ধীরে ধীরে রক্ত সরে যাচ্ছে নখ থেকে।

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল বেনন। সিক্সগান ধরে রেখেছে কোমরের কাছে। অ্যাঙগাসটাসকে গুলি করতে হলে সিক্সগানের নলটা অন্তত ছ'ইঞ্চি সরাতে হবে। বুকের ভেতর

সতর্ক ঘন্টী বেজে উঠল ওর। সময় নেই! সময় নেই! একটা কিছু করো!

হাত থেকে সিক্সগান ছেড়ে দিল বেনন। ঠক করে মেঝেতে পড়ল ওটা। যা আশা করেছিল তাই হলো, মুহূর্তের জন্যে অস্ত্রটার ওপর স্থির হলো অ্যাঙগাসটাসের নজর।

ওই একটা মুহূর্তই যথেষ্ট, বিদ্যুদ্বেগে দ্বিতীয় সিক্সগানটা উঠে এলো বেননের হাতে। হোলস্টারের কাছ থেকেই গুলি করল বেনন। সামনে পেছনে প্রবল একটা ঝাঁকি খেল অ্যাঙগাসটাসের মাথা। নাকের গোড়ায়, ঠিক কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা ফুটো তৈরি করেছে .৪৫। এক সেকেন্ড সাদা দেখাল ফুটোটা, তারপরই লাল হয়ে গেল। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে।

অ্যাঙগাসটাসের চোখ থেকে প্রাণের সজীবতা মিলিয়ে যেতে দেখল বেনন। নিস্পৃহ চোখে বেননের দিকে চেয়ে থাকল লোকটা, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। হাত থেকে আগেই অস্ত্র খসে গেছে। মারা গেছে, তবে টেরও পায়নি সে কখন মরেছে।

এখনও বেঁচে আছে বিশ্বাস করতে মিনিটখানেক লাগল বেননের। সংবিৎ ফিরলে চারপাশে নজর বোলাল সে।

খাটের ওপর পড়ে আছে এলমার কনেল। কম্বল সরে গেছে গা থেকে। পেটের ওপর চওড়া ব্যান্ডেজটা রক্তে লাল। বুকের ক্ষত থেকে রক্ত পড়ে ভিজেছে নাকি মৃত্যু যন্ত্রণায় দেহটা ঝাঁকি খাওয়ার সময় পুরানো ক্ষত খুলে রক্ত ঝরেছে, বোঝা যাচ্ছে না। নিষ্পলক চোখে সীলিঙের কড়িকাঠ দেখছে লোকটা।

মেঝেতে ছোট ভাইয়ের পাশেই কাত হয়ে পড়ে আছে রিচার্ড কনেল। ঠোঁটের কোণে রক্ত। হলুদ গোঁফের কোনাগুলো রক্ত

লেগে খয়েরী দেখাচ্ছে। ব্যথায় দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ধরেছিল, জিভের আধইঞ্চি একটা টুকরো ছিঁড়ে পড়ে আছে থুতনির কাছে। কষ্ট পেয়ে মরেছে লোকটা।

সিক্সগান রিলোড করে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে দোতলায় উঠল বেনন। বাড়িতে আরও লোক থাকতে পারে। হয়তো লুকিয়ে অপেক্ষা করছে। দোতলায় একটা ঘরে আলো জ্বলছিল।

আলোকিত ঘরটাতে আগে উঁকি দিল বেনন। দরজা খোলা। ঘরে কেউ নেই। দামী আসবাবপত্র, সৌখিন একটা খাট আর ড্রেসিঙ টেবিল বুঝিয়ে দেয় এটা কোন মহিলার ঘর। তবে মেঝেতে সিল্কের ময়লা শার্ট আর ধুলোর পুরু স্তর বলছে ঘরটা বহুদিন ধরে অবিবাহিত পুরুষের দখলে। দখলকারী অ্যাঙগাসটাস।

দোতলার সবকটা ঘর একে একে ঘুরে দেখল বেনন। নেই কেউ। দোতলা বেননকে হতাশ করল। যেটা খুঁজছে সেটা নেই দোতলায়। অ্যাঙগাসটাসের ঘরের লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে নিচতলায় নেমে এলো সে।

নিচতলার ঘরগুলো তল্লাশী করতে শুরু করল এবার। কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দেখা পেল তৃতীয় ঘরে এসে। হাসি এসে গেল, খুশিতে হেসে ফেলল বেনন। ভয় পাচ্ছিল কর্নেলদের সিন্দুকটাও ল্যাটিগো পাসের থ্যান আশারের দেয়াল সিন্দুকের মত হবে, খুলতে হলে পাক্কা তিন ঘণ্টা। তা-ও ভাগ্য ভাল হলে। কিন্তু কর্নেলদের সিন্দুকটা কমদামী, বিনা পয়সার মাল, বোধহয় সৎ মামার কাছ থেকে র‍্যাঞ্চ লিখিয়ে নেয়ার সময়কার জিনিস। আঙুল মটকে সিন্দুকের সামনে গিয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁড়াল বেনন। বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগবে খুলতে। সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেল সে।

দেরি করার উপায় নেই, যখন তখন ফিরে আসতে পারে

গানহ্যান্ডের দল। লোকগুলো রাসলিঙের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কনেলরা মরেছে বলেই সরে পড়বে এমন নাও হতে পারে। হয়তো ভাবতে পারে বেনন ছাড়া ওদের অপকর্ম আর কেউ টের পায়নি। সেক্ষেত্রে ওকে শেষ করে দেবে লোকগুলো। আবার অনর্থক গোলাগুলিতে জড়ানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই বেননের। কনেলদের সঙ্গেও লড়ার ইচ্ছে ছিল না ওর। এসেছিল বুঝিয়ে বলতে যে কীর্তি ফাঁস হয়ে গেছে, সময় থাকতে সরে পড়ো। কিন্তু মাথা গরম হয়ে গেল ওদের, অস্ত্র বের করে বসল, বেননকে বলারই সুযোগ দিল না যে আরও অনেকেই রাসলিঙের ব্যাপারটা জানে। একই ঝুঁকি আবার নেয়ার শখ নেই ওর। ডালায় কান ঠেকিয়ে ডায়াল ঘোরাচ্ছে গভীর মনোযোগে।

আড়াই মিনিটের মাথায় খুট করে শেষ টাম্বলারটা পড়ল। হ্যান্ডেল নিচের দিকে মুচড়ে টান দিল বেনন। খুলে গেল ডালা। সিন্দুক হাতড়ে তিনটে থলি পেল সে, আর কিছু নেই।

থলিগুলো মেঝেতে রেখে খুলল বেনন। দ্বিতীয় থলিতে পেল মর্টগেজের দলিল। বাকি দুটো থলিতে পাঁচ আর দশ ডলারের তোড়া। গুনে দেখল। আট হাজার ডলারেরও কিছু বেশি। তিন হাজার আলাদা করে মর্টগেজের সঙ্গে একটা থলিতে পুরল সে। এই থলি এডওয়ার্ড অ্যাডলারের প্রাপ্য, বেচারার এতদিনের ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। অন্য একটা থলিতে বাকি পাঁচ হাজার ভরে সিন্দুকে রাখতে গিয়েও সিদ্ধান্ত পাল্টাল বেনন। ঠিক করল সঙ্গে নিয়ে যাবে।

গানহ্যান্ডরা ফিরে এসে কনেলদের লাশ আর ব্র্যান্ডিঙ করা চামড়ার টুকরোটা দেখার পর সিন্দুক খালি করে হাওয়া হয়ে যেতে চাইবে। বলা যায় না, তাদের মধ্যেও সিন্দুক বিশেষজ্ঞ থাকা বিচিত্র

নয়।

স্পীডির পিঠে চেপে র‍্যাঞ্চহাউজটা শেষবারের মত দেখল বেনন। নিঝুম অন্ধকারে ডুবে আছে বাড়িটা।

চলতে শুরু করল স্পীডি।

একুশ

সূর্য মুখ তোলার ঘণ্টাখানেক আগে র‍্যাফটার এস র‍্যাঞ্চে পৌঁছল বেনন। শেষ সিকি মাইল স্পীডিকে হাঁটিয়ে এনেছে।

বাংকহাউজের সামনে স্পীডিকে রেখে কেবিনের দরজায় টোকা দিল সে।

চারদফা টোকার পর আলো জ্বলে উঠল কেবিনের ভেতর। লণ্ঠন হাতে দরজা খুলল এডওয়ার্ড অ্যাডলার। ঘুম জড়ানো চোখে বোঝার চেষ্টা করল কোন্ পাগল এত রাতে জ্বালাতে এসেছে। বেননকে চিনতে পেরে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

র‍্যাঞ্চারকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিল না বেনন। বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, মিস্টার অ্যাডলার, তাই দেখা করতে এলাম।' যে থলিটায় তিন হাজার ডলার ভরেছে সেটা বাড়িয়ে দিল সে। 'এটা নাও। ভেতরে তিনহাজার ডলার আছে। এগুলো তোমারই গরু বিক্রির টাকা, কনেলরা চুরি করেছিল। এগুলোর সঙ্গে মর্টগেজের

কাগজগুলোও আছে। পরবর্তী মালিক ঝামেলা করবে না।'

'কিন্তু...' হাত বাড়িয়ে থলেটা নিল র‍্যাঞ্চার। বেননের কথা এখনও বুঝতে পারছে না সে। পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে ঠেকছে। 'পরবর্তী মালিক...কনেলদের টাকা...মানে, রাসলিঙের টাকা তুমি পেলে কোথায়?'

সংক্ষেপে ডায়মন্ড এইট র‍্যাঞ্চে গোলাগুলির ঘটনা এডওয়ার্ড অ্যাডলারকে খুলে বলল বেনন।

'বাকি পাঁচ হাজার ডলার কি করবে?' বেনন চুপ হয়ে যাওয়ায় জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

হাসল বেনন। 'সময় হলে জানতে পারবে। চিন্তা কোরো না, ওটা মেরে দেব না আমি।'

'না, না, তা আমি ভাবছি না।' অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবে? এসো, ভেতরে এসো। এভাবে তোমাকে আমি ছাড়তে পারি না। তুমি আমার পার্টনার, আমার র‍্যাঞ্চের অর্ধেকটা তো তোমার।'

'মোটেও না। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হইনি।'

'আমি অলিভিয়াকে ডাকছি।' ঘুরে দাঁড়াতে গেল এডওয়ার্ড।

'না, ওকে ঘুমাতে দাও,' বলল বেনন। 'ওকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো, বোলো আবার কখনও এদিকে এলে ওর রান্না না খেয়ে যাব না। তবে এটা আবার বলে দিয়ো না, এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে ওর সমানই আরেক রাঁধুনি আছে।'

'সত্যি করে বলো তো, বেনন, তুমি কি বিবাহিত?'

'তাতে কিছু যায় আসে না,' র‍্যাঞ্চারের চিন্তার কারণ বুঝতে পেরে বলল বেনন। হাসছে। 'তুমি বরং খোঁজ নাও ম্যাট অলিভার

বিবাহিত কিনা।'

'মানে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল এডওয়ার্ডের। 'আমি তো জানতাম অলিভিয়া তোমাকেই পছন্দ করে।'

'কাকে যে পছন্দ তা বোঝার সাধ্য কারও নেই। তাছাড়া আমার মত ভবঘুরেকে কোন মেয়ে ভালবাসবে একথাও আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো পথ চলাই আমার নিয়তি।' র‍্যাঞ্চারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বেনন। 'আমি তাহলে চলি, আবার হয়তো কখনও দেখা হবে।'

হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল এডওয়ার্ড। চোখে টলমল করছে অশ্রু। 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, বেনন,' অস্ফুটস্বরে বলল প্রৌঢ়, 'যখন ইচ্ছে চলে এসো, আমার ঘরের দরজা তোমার জন্যে সবসময় খোলা থাকবে। তুমি আমার বিপদে পাশে না দাঁড়ালে...' কথা শেষ করতে পারল না র‍্যাঞ্চার। গলা কাঁপছে প্রচণ্ড আবেগে।

ওর চোখেও পানি চলে আসছে বুঝতে পেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিল বেনন। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'আমি তোমার পাশে না দাঁড়ালে আর কেউ নিশ্চয়ই দাঁড়াত। চলি আমি।'

কেবিনের ভেতর থেকে অলিভিয়ার ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'কার সঙ্গে কথা বলছ, বাবা?'

দু'চোখে নীরব অনুরোধ নিয়ে তাকাল বেনন।

'কারও সঙ্গে না, অলিভিয়া,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার, 'নিজে নিজেই।'

দুর্বোধ্য একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করল বেনন। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে অলিভিয়ার সামনে দাঁড়ায়। অনেক কিছু বলার আছে ওর অলিভিয়াকে। অনেক কথা বলতে চায় ও। কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু

অলিভিয়ার জন্যে কি স্বাধীন এই মুক্ত জীবনটা বিসর্জন দেয়া যায়? ভেবে দেখল বেনন। সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। তবে বুঝল, অলিভিয়ার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাওয়া ভাল। হয়তো আবার আসবে সে। দেখবে ততদিনে চার বাচ্চার মা হয়ে গেছে অলিভিয়া। মোটাসোটা এক গৃহিণী। তেমনি আছে রান্নার হাতটা। হয়তো না খাইয়ে ছাড়বে না।

বাস্তবে ফিরে এলো বেনন, এডওয়ার্ড অ্যাডলারকে দরজা বন্ধ করতে ইশারা করে স্পীডির কাছে চলে এলো। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

স্পীডিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল সে খোলা প্রেইরিতে। একসময় স্যাডলে উঠে বসল। ছুটছে স্পীডি। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। মাত্র তেরোটা দিন, ভাবল বেনন। এই কদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে শুধু একটা কর্তব্য এখনও বাকি আছে। আব্রাহাম হপকিন্সকে জানাতে হবে তার বোন আর বোনের স্বামী, দু'জনেই মারা গেছে। কোন উত্তরসুরি না থাকায় সার্কেল টেন এখন থেকে আবার তার। ফিরে আসতে পারে সে, বউ-বাচ্চাকে মেরে ফেলার ভয় আর দেখাবে না ভাগ্নেরা, কনেল পরিবারের কেউ আর জীবিত নেই।

পাঁচ হাজার ডলার হাতে পেলে ভাল একটা অবস্থান থেকে নতুন করে র‍্যাঞ্চের কাজ শুরু করতে পারবে হপকিন্সরা।

জিমিকে গিটারটা দিয়ে দেবে, ঠিক করেছে বেনন। ওরকম বোদ্ধা শ্রোতা শতসহস্র মানুষের ভিড়ে একজনও মেলে না।

দিয়ে যখন দেবেই, তার আগে মন খুলে একটু গেয়ে নেয়া যাক! ঝটপট সুর বেঁধে ফেলল বেনন। গিটারে ঝঙ্কার তুলে শুরু

করল একটা বিরহের গান।

দ্বিগুণ হয়ে গেল স্পীডির চলার স্পীড।

প্রেইরির সবুজ ঘাসে লালচে ছোপ। দিগন্তে মুখ তুলেছে রাঙা সূর্য। আরও অনেক দূরে বেননের গন্তব্য।

***

A SUVOM CREATION